খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

শারদীয়া

- মায়ের আবির্ভাব
- দেবী দুর্গা কি করলে প্রসন্ন হন ?
- দেবী দুর্গার হাতে কেন ঘন্টা থাকে
- দেবী পক্ষ এবং পিতৃ পক্ষ কি

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

With Best Compliments From :

Cell : 9733323001

GROWELL

Deals in :- BOOK VARIETY, ICSE, CBSC, LIBRARY BOOKS
SCHOOL UNIFORM, PRINTING & OFFICE STATIONARIES

Vidyapeeth Road, Deshbandhu Para, Siliguri- 734004

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

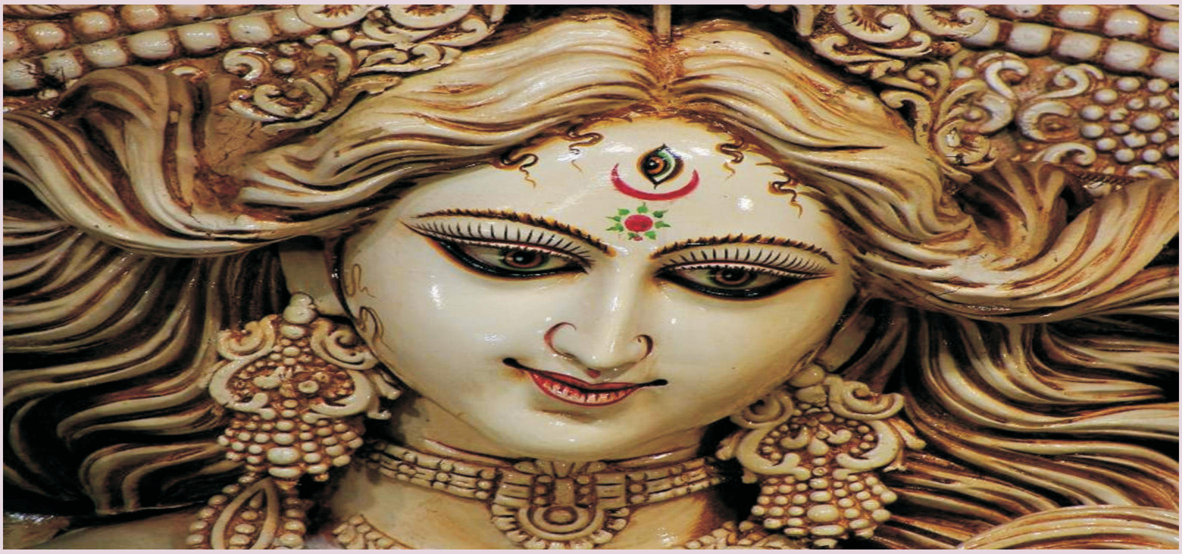

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধান নগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং।

TERAI INTERNATIONAL SCHOOL

শান্তিনিকেতনের মডেল এ একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়

SCHOOL CODE: 19210203803

স্থাপিত - ২০২০

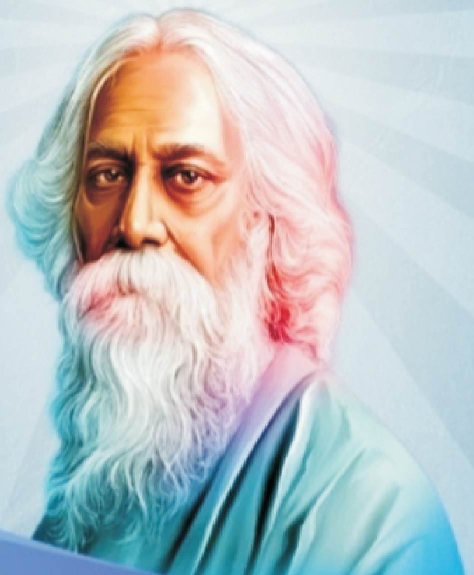

Dudha Jote, Tanjhora Bagan, Kharibari, Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., Pin - 734427

9932367700, 9734965214,8653342903 | terai.tis@gmail.com | www.tischool.in

With Best Wishes From :~

ANANDAMAYEE KALIBARI SAMITY

আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতি

Founded by Charan Kabi Mukunda Das

Established in the year 1926

OUR SERVICES

Anandamayee Kalibari Atithi Niwas

Kalibari Road, Mahabirsthan, Siliguri-734004

(Furnished Conference Hall for Marriage & other ceremonies & Double Bed Room Attached and Non attached Dormitory Bed)

Anandamayee Kalibari Library

(Having huge stock of different type of Books with reading room for all without any fees)

Anandamayee Kalibari Free Coaching Centre

(Free special coaching to the Class-IX & X Bengali Medium Students)

Regular free medical checkup and Yoga for mother and child

Kalibari Road
Mahabirsthan
Siliguri-734004

Phone :
(0353) 2663285
2661898

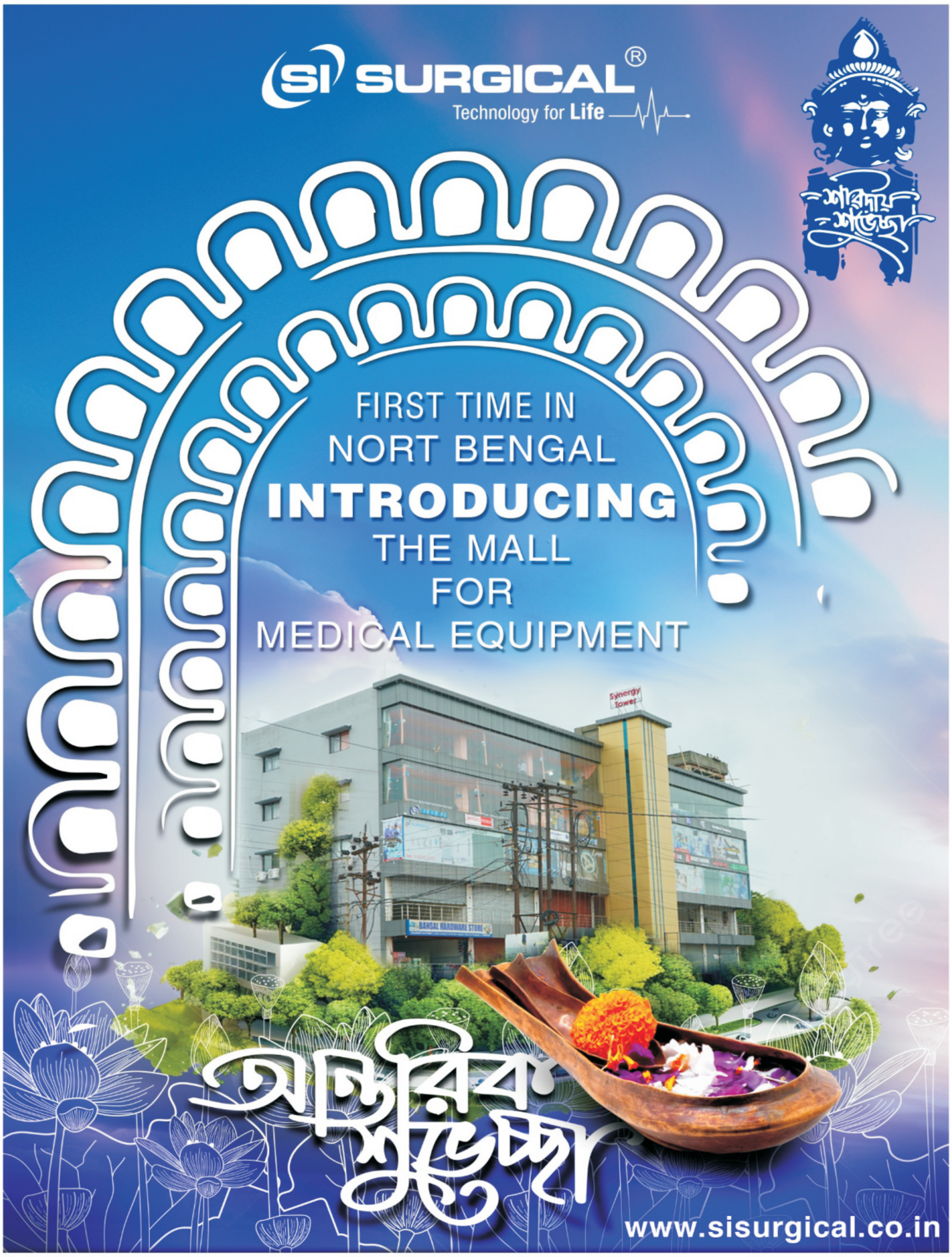

Synergy Tower, near Thalamus Hospital, Chunavatti,
Kamrangaguri, Fulbari, Siliguri, West Bengal 734015

9836237522
9432153382

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সদ্গুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ
Sadguru Swami Debananda Maharaj
सद्गुरु स्वामी देवानंद महाराज

নাম জপ করো আর একটু একটু করে এগিয়ে চলো।
তোমাদের মধ্যে একটা পজিটিভ শক্তি তৈরি হবে।

Keep doing Japa and slowly move ahead. A
positive energy will develop within you.

जप करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे भीतर
एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा।

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. IX Issue-3
1st September-30th September 2025 DURGA PUJA
নবম বর্ষ-সংখ্যা-৩ শারদীয়া, ৪ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
সেপ্টেম্বর ২০২৫ শারদীয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kr. Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

স্বামী দেবানন্দ মহারাজের বাণী..০২
হলং বাংলো থাকবে স্মৃতির মনিকোঠায়.........শুভজিৎ বোস........০৪
এবার দেবী আসছেন হাতিতে...............সুব্রত চক্রবর্তী..............০৫
শারদীয়া দুর্গোৎসব ২০২৫ ঃ
দেবী আগমন ও বিদায়ের মহোৎসব............বিপ্লব গোস্বামী.......০৫
মায়ের আবির্ভাব..............................কবিতা বনিক....................২০
তন্ত্রশাস্ত্রে মা কাত্যায়নীর প্রভাব...............সুশ্বেতা বোস...............২২
সকলের শারদীয়া উৎসব যেন ভালো কাটে......শিবেশ ভৌমিক...২৮
সবাই যেন সুস্থ থাকে...............পরিতোষ চক্রবর্তী.....................৩০
মহাষ্টমীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কি...............পাঞ্চালি চক্রবর্তী.......৩৪
দেবী দুর্গা দশভুজা কেন ?...............অর্পিতা চক্রবর্তী.................৩৫
দেবী দুর্গার পূজা সার্থক করার উপায়...............পল্লবী দাশগুপ্ত....৩৫
দেবী দুর্গা কি করলে প্রসন্ন হন ?...............সোমা দাস.................৩৫
দুর্গা পুজোর সঙ্গে প্রকৃতি পরিবেশের যোগ.....নন্দিতা ভৌমিক.....৩৬
দেবী দুর্গার বিসর্জন আসলে প্রতীকি..........সোমা সেনগুপ্ত..........৩৬
দেবী দুর্গার হাতে কেন ঘন্টা থাকে.....অঙ্কিতা রায়চৌধুরী............৩৭
দেবী পক্ষ এবং পিতৃপক্ষ কি.............অর্পিতা দে সরকার............৩৮
আইসক্রীম...................শিপ্রা পাল...৪১
পুজো সবার ভালো কাটুক...................মৃনাল পাল....................৪৪
এবারও সেবার মনোভাব নিয়ে বিশ্বকর্মা পুজো..অপূর্ব ঘোষ.........৪৪
পুজোর সঙ্গে মানবসেবা...................উৎপল সরকার................৪৫
আইসল্যাণ্ডে দুর্গাপুজো...................অঙ্কিতা রায়চৌধুরী............৪৮
বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়ে পুজো পরিক্রমা...................নবকুমার বসাক...৪৯
পুজোর মধ্যে বস্ত্র বিতরন...................সুজিত ঘোষ.................৪৯
শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ায় পুজোর থিম তিনকাল
....নির্মল কুমার পাল.............................৫০

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..........মুসাফীর.............৫৫
এবার পুজোর ভ্রমনে পশ্চিমবঙ্গকেই গুরুত্ব দিন ....আশীষ ঘোষ...................................৫৬

ঃঃ বড় গল্প ঃঃ

বিনি সুতোর মালা...............................অশোক রায়....................০৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

সম্প্রীতির বার্তা..........................চিত্তরঞ্জন সরকার...................০৩
আমরা মানুষ...............................কনিকা দাস...........................০৬
মা আসছে...............................অর্চনা মিত্র...............................০৬
মা...............................অদিতি পি চক্রবর্তী...............................১৮
শরতের আগমন.......................ডঃ অসমঞ্জ সরকার..................৪০
ঘরের উমারা.......................অশোক পাল...............................৪০
জয় মা দুর্গা.......................রিঙ্কু মিত্র পাল...............................৪৭
শৈশব..রিয়া মুখার্জী....................৪৭

ঃঃ অণু গল্প ঃঃ

ব্রাত্য সুব্রত...বাপি ঘোষ................৪২

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

অশুভের বিনাশ, শুভের জাগরন-শারদীয়া বার্তা শিলিগুড়ি ইসকনের...১৮
আনন্দময়ী কালিবাড়ির ৯৪তম শারদীয়া দুর্গোৎসব ঃ ঐতিহ্য, ভক্তি আর মানবসেবার অনন্য মেলবন্ধন.......................১৯
শিক্ষক দিবসে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রক্তদান ও সাংস্কৃতিক উৎসব...২৫
৩ মিনিট ২৩ সেকেন্ডে বিশ্ব রেকর্ড সার্জারিস, শিলিগুড়ির ডাক্তার রঞ্জন পাল চৌধুরীর কীর্তি.............................২৬
৭০ লক্ষ টাকা দান করে স্কুল নির্মানে ব্রতী নীতিশ বসু..................৩০
নদী রক্ষার আবেদন...৩০
পুজোয় সাজের আভিজাত্যে স্বর্ণালী বুটিক.....................................৩১
শক্তিরুপিনী মা ঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আধার.........................৩১
পঁচিশ বছরে মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন...৩৩
আপনার মাপ অনুযায়ী ব্লাউজ চুড়িদার নাইটি হাউসকোট তৈরী হচ্ছে এখানে...৩৩
কাজের চাপ ভুলতে সুর-ছন্দই ভরসা শিলিগুড়ির প্রশাসনিক আধিকারিকের..৩৪
বাংলার গর্ব ঃ সঞ্জয় মুখার্জির এস আই সার্জিক্যাল ইথিওপিয়ায়, শিলিগুড়িতে দেশের প্রথম মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট মল.............৪৬
পুজোর দশমীর নানান মিষ্টি আরতি স্যুইটসে..............................৫১
অর্থের সৎ ব্যবহার, অসাধারন এক নজির....................................৫২
করোনা পরবর্তী সময়ে তরুনদের আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগরন.....৫২
মানবসেবার এক অসাধারন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন এই স্বামীজি....৫৩
বার্ধক্যে আক্ষেপ শিল্পীর-দুর্গা প্রতিমা থেকে মর্যাদা পেলেন না, বৌদ্ধ মূর্তিই দিলো স্বীকৃতি...৫৪
শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে ৪১তম বর্ষে সাবেকিয়ার দুর্গোৎসব...৫৪
শ্যামলী মিস্টান্ন ভান্ডার ঃ শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী স্বাদের ৫০ বছরের আস্থা...৫৫

"Life is not simply to breathe and die.It is also not about celebrating someones victory or lamenting someones death.Life, in my opinion, was , is , and will continue to be. Nothing can exist without a life. This, I believe, is the reality of life.This very awareness is consciousness.The concept that life is this awareness ,it is non-differentiating, which was-is-will-be,even beyond life and death. "
Swami Debananda Maharaj

"জীবন শুধুমাত্র নিঃশ্বাস নেওয়া আর মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।জীবন আবার কারও জয় উদযাপন করা বা কারও মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। আমার মতে জীবন অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জীবন ছাড়া কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এটই, আমার বিশ্বাস, জীবনের প্রকৃত সত্য। এই সচেতনতাই হলো চেতনা। জীবনের ধারণা হলো সচেতনতা-- যা ভেদাভেদহীন, যা অতীত-বর্তমান- ভবিষ্যৎ জুড়ে বিস্তৃত, যা জীবন ও মৃত্যুরও উর্ধ্বে। "

স্বামী দেবানন্দ মহারাজ।

অমৃত—কথা

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে--'ঘন্টা শব্দে মহাদেবী সন্তুষ্ট হন এবং সেই শব্দেই অশুভ শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।' তাই দুর্গার হাতে ঘন্টা মানে অশুভ শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।
”

সম্পাদকীয়

শারদীয়া শুভেচ্ছা

বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব -- সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের মহোৎসব। এবারের শারদীয়ায় আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও নেপালের অস্থিরতা আমাদের ভাবিত করে। তাই দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা-- সীমান্তের ওপারেও শান্তি ও কল্যাণ নেমে আসুক।

খবরের ঘন্টার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশে যাঁরা লেখা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা। মা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের জীবন ভরে উঠুক আনন্দ ও সুস্থতায়।

সম্প্রীতির বার্তা

চিত্তরঞ্জন সরকার
(প্রধান শিক্ষক, ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি)

মালিকরূপে ছিলেন যখন সৃষ্টিকর্তা নিজে,
স্বর্গ মর্ত পাতাল ছিল তাঁরই করায়ত্বে,
দিন রাত,জন্ম মৃত্যু সবই তাঁর সৃষ্টি,
মানুষ অমানুষ, ধর্ম-অধর্ম সকলেতেই তাঁর দৃষ্টি।
আদিমানব মনোনয়ে প্রেরন করলেন আদমেরে,
স্বর্গের ভার দিলেন তারই উপরে,
সকল খাদ্য ভোগ-উপভোগ করবেন তিনি,
বাধা থাকল শুধু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খানি।
প্ররোচনার শিকার হয়ে লঙ্ঘিলেন স্রষ্টাকে,
শাস্তিবর পেলেন আদম সরাসরি মর্তে,
নিক্ষেপিত হলেন তিনি, নিয়ে দুঃখের ডালি,
অনাচার, অধর্মে মর্ত ভরল,দিয়ে ধর্মকে বলি।
হিন্দু-মুসলমান মোরা একই স্রষ্টার সন্তান,
মানব বন্ধনে জুড়ো, দিয়ে আত্ম বলিদান,
ছড়াও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, সম্প্রীতির বার্তা
খুশি হবেন জগৎ স্রষ্টা সকলের পিতা।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

সঙ্গীত চর্চাতো বটেই সঙ্গে সাহিত্য চর্চায় আমরা উৎসাহ দিই।
সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজ আমরা করে থাকি।
সারা বছর ধরে আমরা পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষদের সেবা করে থাকি--

REDDY SMRITI FOUNDATION

Baghajatin Colony,Near Mukto Mancha
Pradhan Nagar,Siliguri
Contact no. 9475629196

অর্চনা মিত্র

আহ্বায়ক, রেড্ডি স্মৃতি ফাউন্ডেশন।

হলং বাংলো থাকবে স্মৃতির মণিকোঠায়

শুভজিৎ বোস (নর্থ রথখোলা, নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি)

তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে আনন্দ , হাসি, উল্লাসের হৃদয়সজ্জায় সেজে। জঙ্গলের ভেতরে বাংলোয় পা রাখলেই তার প্রতিটি রাতে বিলীন হয়ে যেত ভেতরের আর্তনাদ, বাংলোর কাঠের শরীরের সারা গায়ে লেগে থাকতো ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের সুবাস। তুমি পুড়ে আজ ছাড়খার, তুমি আজ পৃথিবীর নাগালের বাইরে, কেউ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না,তুমি ব্যথা বোঝাই চিতার মতো শুধু পুড়তেই থাকলে। তুমি বেঁচে থাকলে স্মৃতির না বলা অনেক কাহিনীতে আর বইয়ের পাতায়। ঝলসানো আর্তনাদে তুমি শুধু জ্বলেই গেলে প্রেম, প্রীতি , ভালবাসার ভোর খুলে। আজকে সেখানে পড়ে আছে শুধু মাটির কান্না, জন্মভূমির স্নেহ।এখানে আসবে যন্ত্র, দমকল, সরে যাবে ধ্বংসস্তূপ । মেশিনের জোয়ারে সেখানে সেখানে হয়তো গজিয়ে উঠবে অন্য কোন উন্নিত তাজমহল,কিন্তু হলংয়ের এ আভিজাত্য ও ঐতিহ্য আমরা খুঁজে পাব আর কোথায়? তারে না ফিরে পাওয়ার আর্তনাদে নিস্তব্ধ হাহাকার বুকে নিয়ে ক্ষত চিহ্ন আঁকবে পর্যটকদের হৃদয় জলদাপাড়ার সবুজ অরণ্যে। এভাবেই ক্ষতের উপর দাঁড়িয়ে মাটি সরিয়ে , জঙ্গলের কাঠ সরিয়ে কংক্রিটময় হচ্ছে যত জীবন, আমরাও নীরবে স্বীকার করে নিচ্ছি জঙ্গলের বদলে, মাটির বদলে, কাঠের বদলে কংক্রিটময় পৃথিবী। আসলে এ অপরিনামদর্শিতা এ প্রতিযোগিতার শেষ কোথায়? পৃথিবী বদলে গেছে , সব নতুন লাগছে, মানুষগুলিও , অর্থাৎ সব নতুন যেহেতু জঙ্গল তো লাগবেই নতুন, আর তাই হয়তো এই হলং বাংলোর বুকের উপর স্তরে স্তরে সেজে উঠবে ইট, কাঠ, পাথর হয়তো কোন নন্দন কাননের রূপ দিতে।

হয়তো তুমি সরে যাবে চিতার ছাই হয়ে,আবার ধুয়ে মিশে যাবে তোমার পোড়া দাগ নদীর গর্ভে, কিন্তু কোথায় মিশে যাবে এই যন্ত্রণা? এই দুঃখ? সে বুক ফাটা আর্তনাদ, মাটির ব্যথায় জেগে থাকবে কিছু কালো পোড়া দাগ। হয়তো এ হলংভূমি সবুজ হতে সময় লাগবে বেশ কিছুদিন এ দুর্গম আতঙ্কচিহ্ন সরিয়ে। তবে হাহাকারের সুতীব্র অন্ধকার সরিয়ে এই ক্ষতের উপরই দাঁড়িয়ে উঠবে হয়তো একদিন এই স্মৃতির সবুজ প্রাসাদ। হৃদয়জুড়ে তোমার মৃত্যু আগুনের কাছে ঐতিহ্যের নয় ব্যথার বিভূতি না লেখা কাগজের ও ইতিহাসের কাছে করুন আর্তনাদের সময়চিহ্ন।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ—

শারদ উৎসবের দিনগুলি চারিদিকে শুভ আনন্দে ভরে উঠুক।
সকলে ভালো থাকুন

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস
মন্দির অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির।
সেল ঃ ৯৭৩৩৫৮৩৫৯৩

এবার দেবী আসছেন হাতিতে

সুব্রত চক্রবর্তী (আলিপুরদুয়ার)

শারদীয়া দুর্গোৎসবে সকলের মধ্যে একটা আগ্রহ থাকে, দেবী দুর্গা এবার কিসে আসছেন। তো সেই আগ্রহ অনুযায়ী শাস্ত্রীয় পঞ্জিকার তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের দুর্গা পুজোয় মা দুর্গা গজে(হাতি) আসছেন এবং দোলায় গমন করছেন। গজে দেবীর আগমনকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, যা অত্যন্ত শুভ। তবে দোলায় গমনের ফল হিসেবে মহামারী বা মড়কের আশঙ্কা থাকে বলে মনে করা হয়।

দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঃ গজ বা হাতিতে দেবীর আগমনকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এর ফলে পৃথিবীতে শান্তি ,সমৃদ্ধি আসে এবং দেশ শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে।

দোলায় দেবীর গমনকে শুভ বলে মনে করা হয় না। শাস্ত্র মতে, দোলায় গমনের ফল হিসেবে মহামারী বা মড়কের আশঙ্কার কথা বলা হয়।

শারদীয়া দুর্গোৎসব ২০২৫ ঃ দেবী আগমন ও বিদায়ের মহোৎসব

বিপ্লব গোস্বামী (কোচবিহার)

শারদীয়া দুর্গোৎসব শুরু হচ্ছে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫-- মহাষষ্ঠী দিন থেকে। পুজো চলবে পাঁচ দিন। ষষ্ঠী থেকে নবমীতেই মূল অনুষ্ঠান এবং শেষ হবে ২ অক্টোবর, বিজয়াদশমীর মধ্য দিয়ে।

দেবী দুর্গা, তাঁর চার সন্তানের সঙ্গে--লক্ষী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক--শাশ্বত শক্তির একতারে আগমন ঘটান।

তিথি অনুযায়ী ঃ মহাষষ্ঠী, ২৮ সেপ্টেম্বর-- কল্পারম্ভ, আহ্বান। মহাসপ্তমী , ২৯ সেপ্টেম্বর--নবপত্রিকা(কলাবৌ) পূজা। মহাষ্টমী, ৩০ সেপ্টেম্বর-- দুর্গা অষ্টমী ও সন্ধি-পূজা। মহানবমী , পয়লা অক্টোবর--পূজন ও প্রার্থনা। বিজয়া দশমী, ২ অক্টোবর--পুজো বিপন্ন, প্রতিমা বিসর্জন।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

আমরা মানুষ

কনিকা দাস (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আমরা মানুষ তাই আমাদের বুদ্ধি আছে ।
শত্রু আছে বন্ধু আছে
ভালো আছে মন্দ আছে
ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ আছে
আমরা মানুষ তাই আমাদের নিন্দা আছে।
ভালোবাসায় স্বার্থ আছে
ভালো কাজের চেষ্টা আছে
আমরা মানুষ তাই আমাদের গর্ব আছে।
দুর্জন আছে বিদ্বান আছে
নিজের কাজের বড়াই আছে
স্বার্থ আছে লড়াই আছে
আমরা মানুষ তাই আমাদের হিংসা আছে।

With Best Compliments From :
CELL : 7602243433
9641093691
NEW EKTA
Restaurant And Hotel

Hill Cart Road, Siliguri Junction
Opp. of Heritage Hotel
Siliguri-734003
ektarestaurantandhotel@gmail.com

মা আসছে

অর্চনা মিত্র
(বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

পুজোর গন্ধ শরতের আকাশ,
কাশের দোলায় আগমনী প্রকাশ।
চিন্ময়ী মা এসেছেন ধরণীতে,
দুঃখ-প্রলয় রুখে দন্ডিনী রুপেতে।

শিউলি ফোটা ভোরের বাতাসে,
আনন্দ মেশে ঢাকের আওয়াজে।
মহিষাসুর বধের উল্লাস ধ্বনি,
ধর্ম নয় ভেদ--সবার মা তিনি।

হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান,
মায়ের কাছে সবাই সমান।
মসজিদ-মন্দির ভেঙে নয়,
মানবতার মাটি সবার প্রাণ।

ঢাকিরা বাজায় তালে তালে,
দুঃখ ভোলে আনন্দের কালে।
আগমনী গোধূলি আকাশ ভরে,
শান্তির বাণী ছড়ায় ঘরে ঘরে।

বছর পরে মা আসবেন আবার,
চরণতলে মেলে সুখ-দুঃখের ধার।
এই বাংলার ঘরে ঘরে ডাক--
এসো মা দুর্গা, করো সবার মঙ্গল।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
CHOLO BANGLAY
AUTHENTIC BENGALI BISTRO
মাতঙ্গিনী ক্যাটারারের
নবতম সংযোজন
চলো বাংলায়
ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট
Toll Free
1800 123 8022
জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী,
অন্নপ্রাশণ, আইবুড়োভাত
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য যোগযোগ করুন
আশিঘর মোড়, ICICI ব্যাঙ্কের কাছে
94344 98494 / 98320 15583

বিনি সুতোর মালা

অশোক রায় (পন্ডিচেরী)

কেমন হয় কিভাবে হয় কি করে হয় এবং কখন কি অবস্থায় হয়, কিছুই জানি না। কথাগুলো শুধু শুনেই এসেছি। একসময় মনে হয়েছে যেমন ‘ সোনার পাথর বাটি’ হয় না ঠিক তেমনই এটাও হয় না। জীবন যখন অপরাহ্নের দিকে তখন কর্মসূত্রে এক চা বাগান অঞ্চলে আমার ট্রান্সফার হয়। পদমর্যাদা ডি এফ ও, বেশ ওজনদার পোস্ট। গরুমারা অভয়ারণ্য থেকে একটু দূরে দোতালা বেশ মজবুত কাঠের বাংলো। উঁচু কাঁটাতার দেওয়া ডাবল ফেন্সিং , প্রথমটা প্রায় ছফুট এবং দুফুট গ্যাপ দিয়ে পরের ফেন্সিংটা বেশ উঁচু। রাত্রে ওইটাতে কম ভোল্টেজের ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত হয়। হাতির উপদ্রব এড়ানোর জন্য। নিচের তলায় বেশ সাজানো গোছানো অফিসে একদিন কিছু ফাইল দেখছি ঠিক এমন সময় গুরুগম্ভীর গলায় কেউ বলে উঠলো ঃ তোমাদের নতুন ডি এফ ও সাহেব আছেন। ওনাকে বলো আমি এসেছি। খুব অবাক হলাম আমি শব্দটিতে বেশ জোর ছিলো। আমার পি এ হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে বললেন, স্যার এ অঞ্চলের মুকুটহীন রাজা এসেছেন, আপনার সাথে দেখা করতে। আমি উনার কথা সব পরে বোলবো,আপনি প্লিজ একটু দেখা করুন। ইতিমধ্যে আমার কৌতূহলও জেগে উঠেছে। আমি ইঙ্গিতে বললাম নিয়ে আসতে। ভেতরে যিনি প্রবেশ করলেন তাকে দেখে আমার হতবাক মনে হলো হলিউডের কোনো টেক্সাস ফিল্মের হিরো আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাইট ছফুট তো হবেই, চুলগুলো রুক্ষ এবং বাদামী রঙের। গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল ব্রাউনিশ বোঝা যায় রৌদ্রে পুরে এরকম হয়েছে । একসময় খুব ফর্সা ছিলো। মেদহীন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, শরীরের মাসলগুলো দেখার মতো। এই মানুষটির চোখ দুটি টানা এবং খুব মায়াবি। চোখের দিকে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। কোমরে দামি রিভলভার, মুখে পাইপ। আমি দাঁড়িয়ে উঠে হ্যান্ডসেক করলাম, আমি দুরন্ত বোস। ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন, আরে মশাই আপনার নামটাইতো আমাকে টেনে নিয়ে আসলো। তবে আপনার নামের সাথে টাইটেল টা ঠিক ম্যাচ করছে না। আমি বললাম ওটাতে আমার কোনো হাত নেই। ঠিকই বলেছেন। এই যেমন ধরুন আমার নাম বিদ্যুৎ গোস্বামী। আমার চরিত্রের ঠিক বিপরীত আমার টাইটেল। আমার অবস্থাও আপনার মতো। আসলে আমরা কিছু বোঝার আগেই আমাদের উপর শিলমোহর পরে যায়। সবে আমি কথা বলা শুরু করেছি এমন সময় পি এ ঢুকে বললো স্যার শিলিগুড়ি থেকে নন্দীবাবু এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে চান, খুব জরুরি বিষয়। অপেক্ষা করতে বলুন। বিদ্যুৎবাবু উঠে পরেছেন বললেন চা টা অন্য

আরেকদিন খেয়ে যাবো। আমি অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলাম, কারণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার খুব ভালো লাগা মানুষ হয়ে গেছেন। উনি বেরিয়ে যাওয়ার পর ইন্টার কমে কিচেনে নির্দেশ দিলাম এখন চা লাগবে না। শহরের কোলাহল ফার্স্ট লাইফ আমার ভালো লাগে না। আমি নেচারের মধ্যে থাকতে ভালোবাসি। অরণ্য, পাহাড় এগুলোর মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। তাই এখানে আসা। একদিন ফার্স্ট হাফে পি এ ঘোষবাবুকে ডেকে পাঠালাম। কিছু কাজের নির্দেশ দেওয়ার ছিলো সেগুলো দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ঘোষবাবু আপনি সেদিন বলেছিলেন মুকুটহীন রাজার কথা পরে বলবেন , তা আজকে আপনার সময় হবে?স্যার আমি আগামীকাল ব্রেকফাস্ট করে সকালে চলে আসবো, তখন সব বলবো, অনেকটা সময় লাগবে। আগামীকালতো অফিস ছুটি? না স্যার আমি আসবো। একটু সংকোচ করে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার আমার গিন্নিকে নিয়ে আসতে পারি? এখানে ওর অনেক পরিচিতি, ওরও একটা ব্রেক হয়ে যাবে। স্ত্রীর প্রতি শুধু ভালোবাসা নয় খুব কেয়ারিং দেখে ভালো লাগলো। বললাম, অবশ্যই নিয়ে আসবেন। তবে লাঞ্চ ইত্যাদি কিন্তু উনাকে আমাদের সঙ্গে করতে হবে। আগে থেকে আমার নিমন্ত্রন রইলো। গেস্ট রুমে উনি রেস্ট নেবেন। পরের দিন সকাল সাড়ে নটার মধ্যে ঘোষবাবু সস্ত্রীক পৌঁছে গেলেন। এক প্রস্থ টিফিন ও চা খাওয়ার পর মিসেস ঘোষ ওনার পরিচিত লোকদের সাথে দেখা করতে চলে যাওয়ার পর ব্যালকনিতে আমি ও ঘোষবাবু মুখোমুখি বসলাম। কিছুক্ষন চোখ বন্ধ করে তারপর আরম্ভ করলেন। এই অঞ্চলে সবাই উনাকে রাজা সাহেব বলেন। উনি স্বভাবে চাল চলনে, আদব কায়দায় সত্যিকারের রাজা। কত লোক যে উনার জন্য নানা ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন তার সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। আজও তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। উনি একটা এন জি ও চালান। ওটা ঝালং এ একদম প্রকৃতির মধ্যে। মাঝে মাঝে সিনেমার শুটিং হয়। উনার এরিয়াতে শুটিং করলে টাকা চার্জ করেন। যতদূর জানি উনি উনার ইয়ং বয়সে ইংলিশ টি কোম্পানি এন্ড অ্যাসোসিয়েটস এ টি টেস্টার এন্ড রিসার্চ এর কোয়ালিটি ডেভলপার হিসেবে জয়েন করেন। খুব ভারিক্কি পোস্ট, ছটা বাগান ছিলো তখন ওই কোম্পানির আন্ডারে।

উনি একেবারে গ্রাসরুট কর্মী। তাছাড়া উনার ম্যাগনেটিক পার্সোনালিটির জন্য অল্প সময়ের মধ্যে পপুলার হয়ে উঠেছিলেন। শোনা যায় উনি কোনো রয়েল ফ্যামিলি বিলং করেন। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন । দীর্ঘদিন লন্ডন শহরে ছিলেন। স্যার ছোটবেলায় শুনেছি , বিদেশে যারা পড়তে যায় তারা হয় সেখানেই থেকে যায় অথবা দেশে ফেরে সার্টিফিকেটের সঙ্গে একজন মেম বৌকে নিয়ে। উনি একেবারেই উল্টো,ষোলোআনা ভারতীয়। উনি কোনো রিলিজিয়নে বিশ্বাস করেন না। উনার ধর্ম কি জিজ্ঞেস

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দে মেতে ওঠার সঙ্গে পরিবেশও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। পুজোর মধ্যে নদী যাতে কোনোভাবেই দূষিত না হয় সেদিকে নজর রাখুন পরিবেশ প্রকৃতি ভালো রাখলেই কিন্তু দেবী পুজো সার্থক হবে

উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা এবং সকল সদস্যসদস্যাবৃন্দ।

করলে বলেন আমার কোনো বিশেষ ধর্ম নেই, আমার ধর্মের নাম মানবিকতা। সব ঠিক চলছিলো, হঠাৎ করে এক ঘটনায় উনার জীবন একেবারে বলা যায় তিনশো ষাট ডিগ্রি পাল্টে গেলো। যে চা বাগানে উনার টি টেস্টিং এন্ড রিসার্চ সেন্টার ছিলো সেই বাগানের ম্যানেজারের বড় মেয়েকে উনি নিজের হৃদয় দিয়ে বসলেন। মেয়েটি দেখতে কেমন ছিলো। দেখতে খুব সুন্দর ছিলো। বেশ লম্বা উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, যেটা সবচাইতে আকর্ষনীয় তা হলো মেয়েটির চোখ দুটি। মনে হয় যেনো দুর্গা প্রতিমা। আরে ঘোষবাবু আপনি এমন বর্ণনা দিচ্ছেন আপনার গিন্নি শুনলে যে আপনি অসুবিধায় পড়বেন। এই অঞ্চলের সবাই জানে মেয়েটির কথা। ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী এই সম্পর্কের কথা জেনে খুব খুশি। কারণ উনি রাজাসাহেবকে খুব স্নেহ করতেন। মেয়েটির নাম শিউলি। একটা এন জি ওর মতো সংস্থা দেখাশোনা করতো। দুজনের জীবনেই প্রথম প্রেম। রাজা সাহেব ডুয়ার্সের প্রায় সব হাটগুলোতে যেতেন ঘুরতেন, যারা পাহাড়ি গ্রাম থেকে জিনিস কিনতে বা বিক্রি করতে আসে তাদের সাথে কথা বলা এমনকি মাঝে মাঝে বসে খেতেনও। একটা বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করেছে যে শিউলি যেদিন উনার সাথে হাটে যেতো সেদিন উনি আর কারোকে সঙ্গে নিতেন না। নচেৎ উনার সাথে হয় আর্মি নাহয় পুলিশের কোনো পদস্থ ব্যক্তি সঙ্গে থাকতো। তাই লোকের ধারণা যে উনি কোনো উচ্চ পদস্থ ইন্টেলিজেন্স অফিসার। ঝালং জায়গাটা উনার খুব পছন্দের জায়গা। তাই ওখানে একটা খুব বড় এলাকা জুড়ে উনার এনজিও। আমরা অনেকেই অপেক্ষায় ছিলাম কবে রাজাসাহেব ও শিউলির বিয়ে হবে। ভাগ্যের কি পরিহাস হঠাৎ জানা গেলো শিউলি খুব অসুস্থ। রাজাসাহেব ওকে নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছে। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে শিউলি চলে গেলো। রাজাসাহেবের মতো দৃঢ় মানুষগুলো ভেতরে ভেতরে ভেঙে গেলেন। সদা হাস্যময় মানুষটি ভুলে গেলেন। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে লন্ডন চলে গেলেন, যাওয়ার সময় উনার একান্ত সচিবকে এনজিওর সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বলে গেলেন চেষ্টা করবো ফিরে আসতে। যদি ফিরে না আসি তোমার ব্যবস্থা আমি করে দেব। তুমি শুধু এই সংস্থাটি যাতে ঠিকভাবে চলে সেটা দেখবে। এটা শিউলির শেষ ইচ্ছে। লন্ডনেও থাকতে পারলেন না।

ছমাস পরে ফিরে এলেন। বেশ কিছুদিন সময় লাগলো নিজেকে গুছিয়ে নিতে। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেলো, সব কাজ খুব সুন্দর ভাবেই করে যাচ্ছেন কিন্তু খুব নির্লিপ্তভাবে। কথা খুব কম বলেন। এবং কিছু কিছু লোকের মধ্যে কিছু খোঁজেন। এটা অবশ্য আমার অবজার্ভেশন। উনি মাঝেমাঝেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় যান। সেই রকমই একবার কেরালা গেলেন। ফিরে আসলেন একজন মহিলাকে নিয়ে নাম রুকসানা। ধীরে ধীরে রুকসানা রাজা সাহেবের এন জি ওর সব দায়িত্ব বুঝে নিলো। শোনা যায় হাইলি এডুকেটেড

এবং পাব্লিক রিলেসান দারুন। রাজাসাহেবকেও অনেকটা ফিরিয়ে আনলো। ইনসিডেন্টালি আমার স্ত্রীর সাথে রুকসানার খুব বন্ধুত্ব। আমার স্ত্রীকে একদিন কথা প্রসঙ্গে রুকসানা বলে ফেললো, উনার আমন্ত্রনকে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। জানি উনার কাছ থেকে কিছু পাবো না,সম্ভবও নয়। কারন শিউলি উনার প্রতিটি রোমকূপে রয়েছেন। একসাথে আছি এটাই আমার কাছে অনেক। অফিসের কিছু ফাইল দেখছি এমন সময় রাজাসাহেব উপস্থিত, বাইরে থেকে হাঁক পারলেন, ডি এফ ও সাহেব কি আছেন! আমি বেরিয়ে আসলাম। বললাম, যাক দর্শন পাওয়া গেলো। আরে মশাই শুধু ফোনে কথা না বলে আমার ওখানে একদিন চলে আসতে পারতেন। আপনি আসুন। কয়েকটি কথা বলে স্টাফদের বিদায় দিলাম।

আমি বললাম, একটু চা বলছি। আমাদের কম্পাউন্ডে একটা শিউলি ফুলের গাছ আছে। শিউলি ফুল আমারও খুব প্রিয়। এখন শরৎকাল, গার্ড রোজ সকালে একটা প্লেটে ফুল ভর্তি করে আমার টেবিলে রেখে যায়। রাজাসাহেব বললেন আপনিতো ঘোষবাবুর কাছ থেকে আমার ইতিহাস সবই জেনেছেন! আমি বললাম, শুধু বাহির মহলের ইতিহাস, ইতিমধ্যে উনার নজর টেবিলে রাখা ফুলের উপর পড়েছে। উনি স্থির দৃষ্টিতে ফুলগুলোকে দেখছেন। আমি বললাম আপনার হৃদয়ের ফুল, তাই না? আরে মশাই আপনি সত্যি দুরন্ত! আপনিতো দেখছি একেবারে অন্দর মহলের তুলসি তলায় পৌঁছে গেছেন। বললাম ওই পর্যন্তই, আরো অনেক কিছু জানার আছে। থ্যাংকস ফর দ্য টি। অনেকটা পথ যেতে হবে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোর করে বললাম দয়া করে আমার সাথে ফর্মালিটিটা করবেন না। আপনি আমার পরম পাওয়া। এরপর বেশ কটা দিন কেটে যায় হঠাৎ উনার ফোন আসে, দুরন্ত আগামীকাল সকালে আমার ডেরাতে চলে আসুন সারাদিনের প্রোগ্রাম। আমিও খুব খুশি, বললাম জো হুকুম রাজাসাহেব। আমি সকালে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। বললাম এখানেতো গাড়ি রয়েছে আমিই গাড়ি নিয়েই চলে যাবো। সেটা হবে না আগামীকাল অফিস ছুটি, তাছাড়া আপনিতো অফিসিয়াল কাজে আসছেন না। অযথা কাউকে কথা বলার সুযোগ দেবেন কেনো। এন জি ও দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ। একদিকে পাহাড় মাঝখানে একটি ছোট্ট পাহাড়ি নদী, নদীর ওপারে ঘন অরন্য। এরই মাঝে নদী থেকে বেশ কিছুটা উপরে একটা খুব বড় ফ্ল্যাট উপত্যকা। সমস্ত উপত্যকাটি জুড়ে রাজা সাহেবের নানা এক্টিভিটি। বিদেশি প্যাটার্নের ছবির মতো সব ঘরগুলো নির্মিত। রুকসানাকে দেখে মনে হল যা শুনেছি তার থেকে ইনি অনেকগুন বেশি। পরিচয় পর্বের পর আমরা ড্রয়িং রুমে বসলাম। আপনারা কথা বলুন আমি ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি। খুব সাজানো গোছানো বৈঠকখানাটা, যে জিনিস যেখানে রাখলে সুন্দর দেখাবে ঠিক সেখানেই সেটা রয়েছে। বোস সাহেব এখানে বসুন। আমার জীবনের বাহির মহল আপনি যা শুনেছেন সেটাই যথেষ্ট।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY
Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'
আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125
IFSC CODE, SBIN0014549
Google pay, phonepe no 7908846581

এবার অন্দর মহলের কথা বলি। তার আগে রুকসানার কথাটা বলা দরকার। আমি জানি আপনি কথা লকারে রাখতে জানেন। এদিকের লোকেদের অনুমান সত্য আমি সমগ্র উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন বিদেশি বর্ডারের পর্যবেক্ষনের দায়িত্বে রয়েছি। আন্ডার কভার ডাইরেক্টর। কাজের সূত্রে কেরালাতে গিয়েছিলাম। মিটিং শেষ করে ফিরছি করিডোরে দেখি একটি তরুনী আমাকে একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে। আমি একটু অবাক হলাম। এই অফিসে যখন,তখন এখানেই কাজ করে। গলায় আই ডি কার্ড ঝুলছে। জিজ্ঞেস করলাম কিছু বলবেন? তরুনীটি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলে যেমন হয় সেইরকম আচ্ছন্ন ভাবে বললো নো স্যার আই এম সরি। আমি বিষয়টি বোঝার জন্য ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। তখনি আমার জীবনের একটি দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব চমকে গেলাম, দেখলাম অবিকল শিউলির চোখ দুটি ওর মুখে বসানো রয়েছে। আমি রিছুক্ষন কথা বলতে পারিনি। আমার অবস্থাটা কিছুটা অনুমান করে , হাত বাড়িয়ে বললো স্যার আই এম রুকসানা চিফ কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম তোমার সাথে কথা বলতে চাই ! একটু রিফ্রেশমেন্ট এরিয়াতে যাওয়া যেতে পারে। দিস উইল বি মাই প্লেজার। কফি খেতে খেতে সব বললাম। এবং অফার করলাম আমার সাথে কাজ করার জন্য। এককথায় রাজি হয়ে গেলো। ওকে নিয়ে ফিরে আসলাম। পরে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি আমাকে ওভাবে দেখছিলে কেনো এবং কোনো প্রশ্ন না করেই আমার সাথে কি করে চলে এলে। উত্তরটাও খুব উল্লেখযোগ্য, আমি অনেক পুরুষ মানুষকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ ছিলো না। তোমাকে দেখে আমি স্পেল বাউন্ড হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম একজন পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তুমি তো তোমার সব কথাই খুলে বলেছিলে এবং আমাকে কেন তোমার পাশে চাও তাও খুব সুন্দরভাবে বলেছিলে।তারপর তো আর কিছু জানার বা বলার থাকে না। তাই বিনা প্রশ্নে চলে এসেছি। আমার জীবনের এটা শ্রেষ্ঠ ডিসিশন। কি কোইন্সিডেন্স, দেখুন যে ভাবে হঠাৎ করে রুকসানার সাথে পরিচয় হলো অনেকটা সেইভাবে শিউলির সাথেও পরিচয় হয়েছে। পাথরঝোরা চা বাগানের পর একটা নদী পেরিয়ে কিছুটা ফরেস্টের মধ্যে একটা বেশ বড় ফাঁকা জায়গায় একটি শিবমন্দির রয়েছে। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে প্রতি সোমবার বেশ ভিড় হয়। একদিন আমার অ্যাসিস্টেন্টের অনুরোধে ওখানে যাই। পরিবেশটা খুব ভালো লাগে। এতো লোকজন রয়েছে অথচ কথ শান্ত। সহকর্মী চলে যায় পুজো দিতে। আমি মন্দির অঞ্চলটা ঘুরেফিরে দেখে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি , এমন সময় দেখি একটি তরুনী লাল পার শাড়ি পরা হাতে পুজো দেওয়ার পরের সামগ্রী নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে। যখন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো কয়েক সেকেন্ড হবে। তারপর নিচে

নেমে গেলো। আমি একটু অবাক হয়েই কৌতুহলবশত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, দেখি মেয়েটিও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ যেন আমাকে বলে উঠলো ডোন্ট মিস ইট। আমি সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে না গিয়ে সোজা মেয়েটির কাছে নেমে এলাম। কি হলো আপনি মন্দিরে গেলেন না। এমনভাবে কথাগুলো বললো যেন অনেক দিনের চেনা। আমার তখন ঘোর লাগার মতো অবস্থা। বললাম দেবী দর্শন আমার হয়ে গেছে। হেসে বললো এখানে স্বয়ং শিব বিরাজ করছেন দেবী কোথায়? আমি শুধু হাসলাম। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে চলুন ওই দোকানের বসার জায়গায় বসে কথা বলি। বসার পর আমার পরিচয় দিতেই বলে উঠলেন, ওমা আপনিই রাজাসাহেব। আমি কিন্তু আপনার নামটাই শুধু বলেছিলাম। দেখুন আপনি সারাদিন উপোস করে আছেন।আগে কিছু খেয়ে নিন তারপর না হয় কথা বলা যাবে। আপনাকেও খেতে হবে। দেখলাম দোকানি আমায় চেনে। রাজাসাহেব ভালো জিলিপি ও কচুরি আছে দেবো। চলবে? চলবে। আমি দিতে বললাম খাওয়া শেষে চা খেতে খেতে(ইতিমধ্যে শিউলির পরিচয় জানা হয়ে গেছে) বললাম চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার সাথে গাড়ি রয়েছেতো! তা থাক আপনার গাড়ি কে আমরা ফলো করতে করতে গল্প করতে করতে যাবো। বেশ চলুন তাহলে। যখন দুটি মন ও হৃদয় একই ছন্দে চলে তখন সম্পর্কের গভীরতাওবেড়ে যায়। ওনাদের ক্ষেত্রেও তাই হলো। রাজাসাহেব শিউলির বাড়ির অনুমতি নিয়ে মাঝেমাঝেই বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যান। শিউলির একটা গুন ছিলো বিনি সুতোয় মালা গাঁথা। যে কোনো ফুলের বৃন্ত লম্বা হলে সেই ফুল দিয়ে মালা গেঁথে ফেলতো। রোজ একটি করে সেইরকম মালা তাদের ঠাকুর ঘরের কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিতো। একদিন দুজনে সেই শিব মন্দিরে যাই, শিউলি থালায় ঢাকা দুটো মালা পরিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো। তুমি রাজি তো! তুমিতো জানো আমি তোমার সবকিছুতেই রাজি। আমাদের মালা বদল হলে পর আমি বললাম সিঁদুর দান পর্বটা বাকি থাকে কেনো। দেখলাম মন্দিরের মধ্যে বেশ কয়েকটা সিঁদুর কৌটো রয়েছে। একটি তুলে নিলাম আমার স্বভাব বিরুদ্ধ একটি কাজ করে বসলাম। কৌটোটা শিবলিঙ্গের কাছে রেখে দিয়ে বললাম, শিউলি তোমায় বিশ্বাস কোরে ওর সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে চাই। তোমাকে সাক্ষী মেনে ওকে সিঁদুর পরিয়ে আমার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহন করছি। তুমি আশীর্বাদ করো। শিউলি আমার স্বভাবের সাথে ভালোভাবেই পরিচিতো। তাই আজ আমরা শিব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলা কথায় খুব অবাক। আমি কোনো কথা না বলে শিউলির সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলাম। শিউলি একটু কেঁপে উঠলো হাটু মুড়ে বসে আমার পায়ে মাথা ঠেকালো। আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রণাম পাওয়া। সেদিন মনে হল অলক্ষে বিধাতা পুরুষ হেসেছিলেন।

বাড়িতে ফেরা হলো। শিউলির মা খুব খুশি শিউলিকে জড়িয়ে

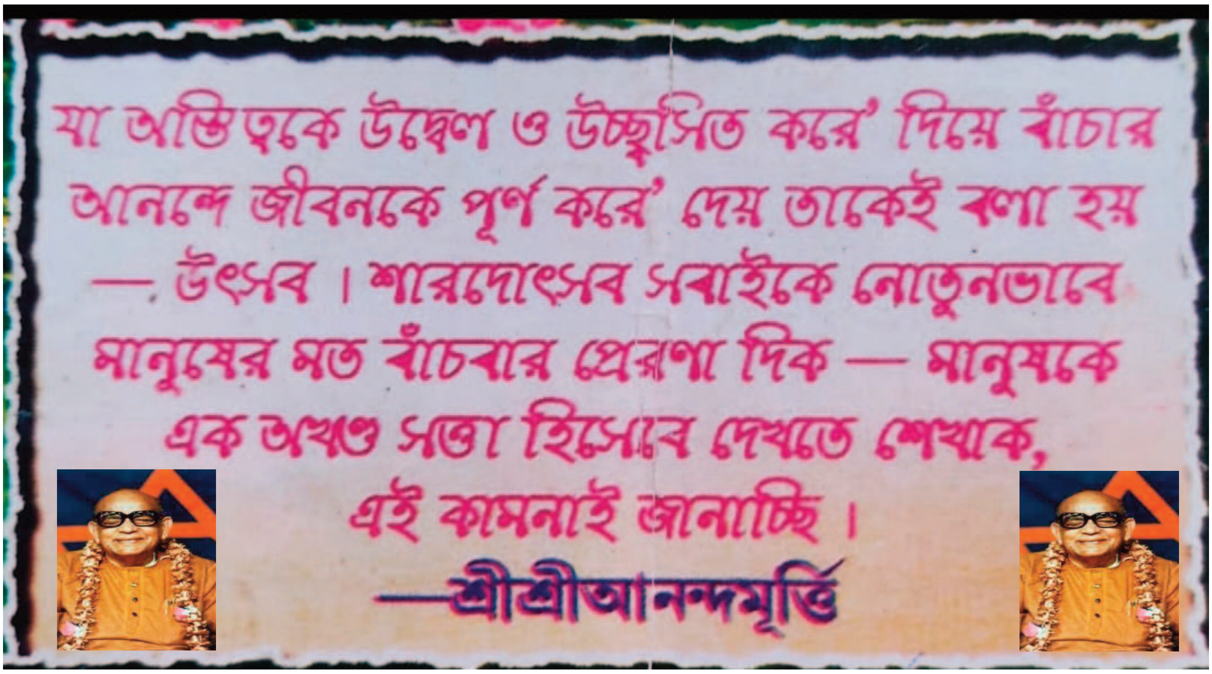

ধরে আশীর্বাদ করলেন, আমি প্রণাম করলাম, আশীর্বাদও পেলাম। তবে ওর বাবা বিষয়টা মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, আমার একমাত্র মেয়ে , সবাই জানে বিদ্যুতের সাথে বিয়ে হবে, আনন্দ করবে। আমারতো একটা পরিচিতি রয়েছে, একটা ইমেজ আছে। তুই তাতে জল ঢেলে দিলি। আমি বললাম, আঙ্কেল যা বলছেন সেটা কিন্তু ঠিক। শিউলি রেগে গেলো বললো, পুরুত ডেকে বিয়ে হবে না। আমরা স্বয়ং মহাদেবকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছি। তোমরা ইচ্ছে করলে একটা ডেট ঠিক করো ম্যারেইজ রেজিস্টার আসবেন তার সামনে আমরা ম্যারেইজ রেজিস্ট্রি করো নেবো, প্রয়োজন হলে মালাবদলও করে নেবো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার কোনো আপত্তি নেই তো? না নেই, ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করবো। ইঙ্গিতে সব বুঝিয়ে দিলাম। দুমাস পর একটা ডেট ঠিক হলো। আমি এই ঘটনার পর থেকে শিউলিদের বাড়িতে যাতায়াত কমিয়ে দিলাম এবং ওকে নিয়ে বাইরে যাওয়া সম্পূর্ন বন্ধ করে দিলাম। শিউলি সবই বুঝতে পারলো। আমাদের শারীরিক মিলনতো অনেক আগেই হয়ে গেছে। একবার শিউলি বর্ডার দেখতে চাইলো। যেখানেই যেতাম ও আমার স্ত্রীর পরিচয়েই যেতো। পারমিশন নিলাম, আউটপোস্টে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। আমাদের বাঙ্কের থাকার ব্যবস্থা করা ছিলো। শিউলিকে বাংকারে পৌছে দিয়ে আমি উপরে উঠে মিটিং এটেন্ড করতে চলে গেলাম। ইতিমধ্যে রাত্রি নেমে এসেছে, একজন বলছে স্যার মনে হচ্ছে স্নোফল আরম্ভ হবে। কাউকে পাঠিয়ে দাও ম্যাডামের কাছে। অলরেডি একজন লেডি অ্যাটেনডেন্ট রয়েছে। মানে সিভিলিয়ান?হ্যাঁ স্যার এক জওয়ানের উইডো। পারমিশন নিয়েছে? না স্যার, আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। লিসান ক্যাপ্টেন ইউ ডিড আ সিরিয়াস মিস্টেক। আই শ্যাল টেকআপ দিস ম্যাটার টুমোরো। রাত্রে রীতিমতো স্নোফল শুরু হয়ে গেছে। রুম হিটারেও কাজ হচ্ছে না। আমি শিউলিকে আমার বেডে আসতে বললাম। দুজনে ওভারসাইজ স্লিপিং ব্যাগে এঁটে গেলাম। তাও ওর কাঁপুনি কমছে না। আমি তখন গরম জলে একটু ব্রান্ডি মিক্স কোরে ওকে খাওয়াতে একটু স্টেডি হলো। শিউলি খুব খোলা মনের সংস্কার মুক্ত মানুষ ছিলো। দুটি দেহ এক হয়ে গেলো। শিউলি বললো জানো আমার এই অভিজ্ঞতাটাই বাকি ছিলো। আমি সব পেয়ে গেছি, এবার যদি পৃথিবী ছেড়ে চলেও যাই কোনো দুঃখ নেই। বললাম তুমি খুব স্বার্থপরতো! আমাকে একা কোরে দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছো কি কোরে, তুমি জানো না তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। দুরন্ত সাহেব দেখুন ভাগ্যের কি পরিহাস। আমি আজও বেঁচে আছি। চলুন লাঞ্চ সেরে নেই তারপর ফের শুরু করা যাবে। একদিন লক্ষ্য করলাম শিউলি কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে, জিজ্ঞেস করাতে বললো খুব এক্সজস্টেড ফিল কোরছি। আমার ভালো মনে হলো না। পরের দিনই শিলিগুড়িতে স্পেশালিস্ট দেখানো হলো। উনি কতগুলো ব্লাড টেস্ট

করতে বললেন, ফোনে প্যাথলজিস্টকে কিছু বলেও দিলেন। স্যার চার দিন পর আপনি আসবেন, ব্লাড রিপোর্ট রেডি হয়ে যাবে। রিপোর্ট দেখে কথা বোলবো। ম্যাডাম একটু রেস্টে থাকবেন। ডাক্তার বললো শরীরে ব্লাড তৈরি হচ্ছে না। কোনো মেডিসিন দিয়ে কাজ হবে না। বড় দেরি করে ফেলেছেন, বাড়ির কেউ নোটিশ করেনি। আমিই প্রথম নোটিশ করি। পেশেন্টের এটা বোঝার কথা নয়, অনেক কারণেই শরীর দুর্বল লাগতেই পারে। আপনি উনাকে সোজা এইমস, দিল্লিতে নিয়ে যান। ওখানে আর্মির জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।বুঝলাম ডাক্তার আর কিছু বলবে না। ফিস দিতে গেলাম, নিলেন না।

আমার কেন জানি না জেদ চেপে গেলো। দিল্লিতে বললো একমাত্র উপায় বোন ম্যারোও ট্রিটমেন্ট। খুব দুরুহ এবং ব্যয় সাধ্য। ঠিক করলাম আমেরিকা নিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হবে। যোগাযোগ হলো, সবই এম্বেসীর মাধ্যমে। বন ম্যারোও খুব সাকসেসফুলি রিপ্লেসড হলো। ডাক্তাররাও খুশি, বললেন আপনি সম্পূর্ন নতুন জীবন ফিরে পেলেন। কিছুদিন রেস্ট্রিকশন থাকবে তারপর একটা চেকাপ ইন্ডিয়াতেই হয়ে যাবে। তারপর নরমাল লাইফ লিড করবেন। তিনি মাস রেস্ট্রিকশন থাকবে , ওই সময়টা পেশেন্টকে একটু সাবধানে রাখবেন। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম ক্যান আই হাগ হার? ওহ সিওর, বলে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। আমি শিউলিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। শিউলি বললো একমাত্র তোমার ভালোবাসার জোরে আমি বেঁচে গেলাম। অনেক দিন হলো এবার বাড়ি ফেরার পালা। ফিরে এসে সবই ঠিক চলছিলো, মাস ছয়েক পরে হঠাৎ করে শিউলি ফের দুর্বল হতে আরম্ভ করলো। আমেরিকার ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করা হলো, উনি কোনো হোপ দিতে পারলেন না, বললেন আপনাদের ওখানে যে স্পেশালিস্ট রয়েছে তাকে এখুনি দেখান। শিউলিকে আর্মি হসপিটালে শিফট করা হলো। শিউলি কিন্তু খুব শান্ত আমায় একদিন বললো, আমাকে কিছু শিউলি ফুল আর একটা থালা এবং দুটি খুব পাতলা কাপড় যা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে এনে দিতে পারবে? অবশ্যই, সকালে পেয়ে যাবে। নেক্সট ডে সকালে ফুল এবং থালা ও কাপড় সব শিউলিকে দিলাম । ফুল দেখেই ও খুব খুশি , হঠাৎ ওর মধ্যে একটা এনার্জেটিক ভাব দেখলাম। আমি একটু আশান্নীত হলাম। শিউলির মা, বাবা দুজনেই এসে গেছেন, উনারা সব সামলে নিলেন। আমাকে বললেন একটু রেস্ট নিতে এবং ফ্রেস হয়ে নিতে। দুদিন ভালোভাবেই কেটে গেলো। ডাক্তার খুব বিমর্শ, উনি বললেন যতটা সম্ভব উনাকে সঙ্গ দিন, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেছে। এটা নিভে যাওয়ার পূর্বে হঠাৎ করে জ্বলে উঠে সেই অবস্থা। ওনাকে বুঝতে দেবেন না। তারপর আর মাত্র দুদিন ছিলো। যেদিন ভোর রাত্রে বিদায় নেয় সেদিন নার্সকে ডেকে কাপড় দিয়ে ঢাকা থালাটি দিয়ে বলে আমাকে যেন দেওয়া হয় এবং একটা অদ্ভুত নির্দেশ দেয় বলে আমি চলে যাওয়ার পর আমার মুখটা যেন ঢাকা না হয়। তারপর একেবারে সব নিঃস্তব্ধ। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসে চেক করে এবং বলে সি হ্যাজ লেফট দ্য বডি। আমি শুধুই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বেশিক্ষন পারলাম না। বাইরে এসে বসে থাকলাম। কতক্ষন পর জানি না শিউলির বাবা আমার পাশে এসে বললেন, এবার শেষ কৃত্যের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বামী হিসেবে তোমাকে মুখাগ্নি করতে হবে। আমি খুব রিঅ্যাক্ট করে বসলাম। যে মুখের সাথে আমার মুখ মিলে রয়েছে যে মুখ দেখে আমি বেঁচে ছিলাম, আপনি বলছেন সেই মুখে আমাকে আগুন দিতে হবে। মাই ফুট আমি এইসব সংস্কার মানি না। আমি শেষ বারের মতো শিউলিকে দেখতে গেলাম। ওকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করলাম, তারপর ঝড়ের বেগে ওখান থেকে বেরিয়ে

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

Bijoy Dhar
84366-42660
75014-99599

Arati Sweets

M. N. Saha Sarani, Pradhan Nagar, Siliguri-03

এলাম। ড্রাইভারকে সোজা ঝালং যেতে নির্দেশ দিলাম। নিজেকে দুদিন ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলাম। হঠাৎ থালাটির কথা মনে পড়লো। দেখলাম থালার উপরে একটা ফোল্ড করা কাগজ । খুলে দেখলাম, শিউলির ছোট্ট একটি নোট, তুমি যা করছো তা তোমাকে মানায় না, ভুলে যেও না তুমি রাজাসাহেব! আবার আমাদের দেখা হবে। আমার সমস্ত ভাবনা চিন্তা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলো। বেশ কিছুটা সময় লাগলো ঠিক হতে। তারপর দরজা খুলে যখন বের হলাম দেখি সবাই খোলা আঙিনায় আমার জন্য বসে রয়েছে। যে নৌকোর হাল ধরে ছিলো সে নেই, আমাকেই হাল এবং বৈঠা ধরতে হলো। দুসপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর থালার ঢাকাটা খুললাম। ভেতরে গোল করে শিউলি ফুলগুলো মালার মতো রাখা আছে,প্রতিটি ফুলের বৃন্ত অপর ফুলের বৃন্তের ওপর রয়েছে। মাঝে একটা চিরকূট।খুব সাবধানে তুলে খুললাম, লেখা আছে “ এতদিন বিনি সুতোয় মালা গেঁথেছি, এবার অন্তরের প্রেমের সুতোয় মালা গাঁথলাম। এটা আমার রাজাকে শেষ উপহার।খুব সন্তর্পনে টেবিল নাইফ দিয়ে মালার একটা দিক ওঠালাম। আমার জীবনের একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো। একটিও ফুল পড়লো না, ধীরে ধীরে সম্পূর্ন মালাটা টেবিল নাইফ দিয়ে তুলে ধরলাম। আমার হাতে এমন একটি মালা যা সুতো দিয়ে গাঁথা নয়, বৃন্তের সাথে অন্য বৃন্তকে জড়ানো নয় শুধু প্রতিটি ফুল একে ওপরের সাথে লেগে রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি যেমনভাবে ছিলো ঠিক সেভাবেই রেখে দিলাম। আমি মাঝে মাঝে মালাটি দেখি। সব ঠিক আছে শুধু ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে। আশ্চর্য মালাটি কি একবার দেখা যেতে পারে? আজ নয় পরে অন্য কোনো একদিন। ইতিমধ্যে আমার প্রমোশন হয়েছে, সি ও এফ (কনসার্ভেটিভ অফ ফরেস্ট) শিলিগুড়িতে অফিস। ফোনে প্রায়ই কথা হয় রাজা সাহেব অথবা রুকসানার সাথে। সবাই খুব ব্যস্ত তাই দেখা হয় না। হঠাৎ আমার পি এ ছুটতে ছুটতে এসে বলে স্যার শিগগির টিভি খুলুন আপনার রাজা সাহেবের খুব সিরিয়াস এক্সিডেন্ট হয়েছে। গাড়ি স্কিড করে নিচে খাদের মধ্যে পড়ে গেছে। কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি নিউজ চ্যানেলটা খুললাম। বর্ডার পোস্ট থেকে গাড়ি ফিরছিলো হঠাৎ করে পাহাড়ের উপর থেকে বড় বোল্ডার গড়িয়ে গাড়ির উপর পরে এবং গাড়ি অনেকটা নিচে পরে যায়। ড্রাইভার ও একজন জওয়ানের স্পট ডেথ মেজর জেনারেল সিরিয়াসলি ইনজিওরড, আর্মি হসপিটালে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি রুকসানাকে ফোন করলাম, দাদা আমি হসপিটালে অপেক্ষা করছি। আমি আর নিতে পারছি না। আমি বললাম আমি আসছি।

গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে সস্ত্রীক ঘোষবাবু উপস্থিত। আমাকে দেখে রুকসানা একেবারে ভেঙে পড়লো, আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু বললো আপনার বন্ধুকে ফিরিয়ে আনুন। তিনদিন যমে মানুষে লড়াই চললো।ঘোষবাবু উনার স্ত্রীকে বললেন, আমি কালি বাড়ি যাচ্ছি। ম্যাডাম যদি বলেন তাহলে আমি মসজিদে গিয়ে ফকির সাহেবের দুয়া নিয়ে আসতে পারি। উনার স্ত্রী বললেন উনিতো মুসলিম নন, উনি ক্রিস্টিয়ান। আমার দাদু আমার নাম রেখেছেন,এটা পার্শিয়ান নাম। চতুর্থ দিন মানুষ যমের কাছে হার স্বীকার করলো। সূর্যাস্তের সময় রাজা সাহেব চলে গেলেন। খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত শুভার্থীদের কথাই রইলো। যে চা বাগানে উনি কাজ শুরু করেছিলেন ,সেই বাগানের পাশের নদীতে রাজা সাহেবের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হলো।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

BHAGWATI BISCUITS

Swad Mein Hai Dum

Different Biscuits for Different Tastes

BHAGWATI BISCUITS

প্রতিটি মুহূর্তে স্বাদের সাথী।

যোগাযোগ করুন ঃ দার্জিলিং জেলার সুপার স্টকিস্ট

আবীর দাস

অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি।

মোবাইল ঃ 9434352330

"মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা"

পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

PURNIMA BASU MEMORIAL TRUST

গভঃ রেজিঃ নং-IV/0711--00044

অফিস ঃ লেকটাউন, শিলিগুড়ি ঃ শাখা- দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

দুঃস্থ - অসহায় মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত দাতব্য সংস্থা

শিলিগুড়ির ভক্তিনগরস্থিত আনন্দমমার্গ আশ্রমে ৩রা আগস্ট 'পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবনের' শিল্যানাস করা হয়। ৩১শে জুলাই ৮০তম জন্মদিন পালিত হয়। ১৯৬৩ সালে ৬০ টাকা বেতনের সরকারি কর্মী হিসাবে কর্মজীবন শুরু। "মানবতার সেবাই ঈশ্বর সেবা" এই মহান ব্রতকে পাথেয় করে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (বাড়ি ও জমি) বিক্রি করে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ইনকাম ট্যাক্স রুল অনুযায়ী ব্যাঙ্কে জমা করে প্রয়াতা স্বর্গীয়া স্ত্রীর নামে "পূর্ণিমা সবু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট " নামে সম্পূর্ণ দাতব্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০২০ সাল থেকে ১০টি সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহন করে লেকটাউনস্থিত শিলিগুড়ি অফিস তথা দার্জিলিং ও ডুয়ার্স শাখার মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ , অসহায় , প্রতিবন্ধী, অসহায় দুঃস্থ-মেধাবী ছাত্রী ও ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাদের বিনামূল্যে টিকা, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, আর্থিক সাহায্যসহ সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্পের বিভিন্ন ট্রেনিং এ প্রশিক্ষিত করে " নারী সশক্তিকরন "ইত্যাদি কর্মসূচির দ্বারা ধারাবাহিকভাবে দরিদ্রতম মানুষদের সেবা কাজে ব্রতী রয়েছেন। নীতিশ বসু জানান যে,৩রা আগস্ট স্থায়ী সেবামূলক কর্মসূচির (পূর্নিমা বসু স্মৃতি ভবন নির্মান) পাশাপাশি গৃহীত ১০টি অস্থায়ী সেবামূলক কর্মসূচির কাজ পূর্বের ন্যায় ধারাবাহিকভাবে চলবে এবং আবেদনপত্র ও নিয়মাবলীর জন্য তিনি এই ফোন নম্বরে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। শিলিগুড়ি অফিস ঃ ৯৩৩২৯৩২৪৯৯, দার্জিলিং শাখা ঃ ৮৭৭৭৫৬৭৫১৯, ডুয়ার্স শাখা ঃ ৯৬৩৫৯৫২০২৮ ।

নীতিশ বসু
চেয়ারম্যান

শুভেচ্ছা

শারদোৎসব-১৪৩২ উপলক্ষে প্রিয় " খবরের ঘন্টা" এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কাজে যুক্ত 'খবরের ঘন্টার' সকলকে "পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি , শুভেচ্ছা ও নমস্কার।

অশুভের বিনাশ, শুভের জাগরন-- শারদীয় বার্তা শিলিগুড়ি ইসকনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ‘ তোমাকে বঁধিবে যে, গোকূলে বাড়িছে সে’-- অত্যাচারী রাজা কংসকে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন দেবী দুর্গা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবী দুর্গার এই পৌরানিক কাহিনী আজও মানুষকে শিখিয়ে দেয়, অন্যায়ের শাসন বেশিদিন টিঁকে না। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস জানালেন, তাঁদের পূজার মূল বার্তা হলো অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জাগরন। মানুষের মনে লুকিয়ে থাকা লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার দূর করাই তাঁদের আরাধনার প্রধান লক্ষ্য।

‘‘তোমাকে বঁধিবে যে, গোকূলে বাড়িছে সে’-- অত্যাচারী রাজা কংসকে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন দেবী দুর্গা। মহাভারত ও ভারতীয় পৌরানিক দর্শন অনুযায়ী, দেবী দুর্গা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বোন এবং কংস ছিলেন তাঁর মামা।

দ্বাপর যুগে যখন পৃথিবীতে অত্যাচার ও অশুভ শক্তির আধিক্য বেড়ে যায়, তখন ভক্তরা ভগবানের আবির্ভাব প্রার্থনা করেন। সেই সময় কংসের কারাগারে জন্ম নেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার রূপে। ভগবানের জন্মের অলৌকিক ঘটনায় তুমুল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপৌঁছে যান গোকূলে যশোদা মায়ের কাছে। অন্যদিকে, কংসের কারাগারে উপস্থিত হন শ্রীকৃষ্ণের বোন, দেবী দুর্গা। কংস তাঁকে আছাড় মারলে দেবী ঘোষণা করেন--‘‘ তোমাকে বঁধিবে যে, গোকূলে বাড়িছে সে’।

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস বলেন, তাঁদের ইসকন মন্দিরে দেবী দুর্গার আরাধনা হয় বিমলাদেবী রূপে। জগন্নাথ মন্দিরেও রয়েছে বিমলাদেবীর মূর্তি। নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা পালন করেন নবরাত্রি উৎসব।

তিনি আরও জানান, দুর্গাপূজার মূল বার্তা হলো-- অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জাগরন। মানুষের অন্তরে থাকা বিভিন্ন অশুভ রিপু-- যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কার-- দূর করাই এই পূজার প্রকৃত তাৎপর্য।

মা

অদিতি পি চক্রবর্তী (ভক্তিনগর থানার পিছনে, চেক পোস্ট)

যে জন তোমায় ডাকে মাগো
তারে তুমি দাওগো সারা,
আমার আমি সবই তুমি
তবুও কেন দিশেহারা।
শারদ দিনের মধুর লগন
সুগন্ধিত শিউলির বন,
কাশের ঝারে দোলা লাগে
ভরে আমার অন্তঃকরণ।
সইছি মাগো শত যাতন
হৃদয় হতে রক্তক্ষরণ,
কন্ঠে আমার সুর যে হারায়
অশ্রু মাখা দুটি নয়ন।
যে জন তোমায় ডাকে মাগো
তারে তুমি দাওগো সারা

আনন্দময়ী কালিবাড়ির ৯৪তম শারদীয়া দুর্গোৎসব ঃ ঐতিহ্য, ভক্তি আর মানবসেবার অনন্য মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী কালিবাড়ি এবার ৯৪তম শারদীয়া দুর্গোৎসবে পদার্পন করছে। চারন কবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দিরে আজও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে দেবী দুর্গার পুজো হয়। প্রতিদিনের পূজা-ভোগের পাশাপাশি শারদীয়া উৎসব ঘিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় জমে অঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরনে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো -- সব কিছু মিলিয়ে এই পূজা শুধুই ধর্মীয় নয়, মানবসেবারও এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আগামী বছর কালিবাড়ির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

শিলিগুড়িতো বটেই, গোটা উত্তরবঙ্গ এবং বাংলার শারদীয়া দুর্গোৎসবের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম হলো শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালিবাড়ি। চারন কবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতিবিজড়িত এই মন্দিরের শারদীয়া দুর্গোৎসব এবার ৯৪তম বর্ষে পদার্পন করছে।পূজা যাতে সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, তার জন্য ইতিমধ্যেই কালিবাড়ির সমস্ত সদস্য প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন।

দুবছর আগেও এখানে মাটি দিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়ে পুজো হতো। বর্তমানে স্থায়ী দুর্গা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিদিন নিয়ম করে দেবীর পূজা, ভোগ ও প্রসাদ বিতরন হয়। তবে শারদীয়া দুর্গোৎসব যেহেতু বাংলার বিশেষ উৎসব, তাই প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে এবারও আয়োজন হচ্ছে পূজার। এবছর দেবীর আগমন গজে, ফল শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা এবং গমন দোলায়, ফল মড়ক।

পঞ্জিকা মেনে নির্ঘন্ট প্রকাশ করা হয়েছে, এবং বিশেষত মহা অষ্টমীর দিন এখানে ভক্তদের ঢল নামে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। ভিড় সামলাতে পুলিশি নিরাপত্তাও থাকে। প্রসাদ গ্রহনের ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য-- ভক্তরা লাইনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলা মেনে প্রসাদ নেন, সেখানেও পুলিশের পাহারা থাকে।

শারদীয়া পুজোকে কেন্দ্র করে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আর শুধু পূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এই মন্দির। আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতি সারা বছর ধরে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ওষুধ বিতরন, চা বাগানের দরিদ্র মহিলাদের শাড়ি বিতরন, খাদ্য সামগ্রী বিতরন-- এসবই তাদের নিয়মিত কার্যক্রম। এছাড়া যোগাসন শিক্ষা, অঙ্কন শিক্ষা , নৃত্য শিক্ষা, মেধাবী ও দুঃস্থদের কোচিং ক্লাসের মতো মানবিক উদ্যোগও চালু হয়েছে।

কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাসের মতে, " মানুষের সেবা নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হলে তবেই দেবী দুর্গার পূজা অর্চনা সার্থক হয়। "। তাই শারদীয়া পুজোতেও প্রসাদ বিতরন ও বস্ত্র বিতরন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে দরিদ্রদের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে।

কালিবাড়ির সভাপতি সুমিত কুমার ঘোষ এবং কার্যকরী সভাপতি কৃষ্ণভজন ঘোষ সকলকে দুর্গোৎসবে অংশগ্রহনের আমন্ত্রন জানিয়েছেন। প্রবীন সদস্যরাও বয়সের সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে প্রতিবছরের মতো এবারও পূজাকে সাফল্যমন্ডিত করতে সমানভাবে কাজ করছেন।

আগামী বছর আনন্দময়ী কালিবাড়ির কালি মন্দির প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি। তাই কালী পুজো শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হবে বিশেষ আয়োজনের প্রস্তুতি। ঐতিহ্যকে অটুট রাখতে আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি সারা বছর জুড়েই চলবে।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, পরাধীন ভারতে এই কালিবাড়ি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন চারন কবি মুকুন্দ দাস। তিনি চারন গানের আসর বসিয়ে কালিবাড়ি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখেন। এমনকি শোনা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরাও এখানে এসে শরীরচর্চা ও লাঠিখেলার মাধ্যমে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে মায়ের কাছে স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করতেন। সম্প্রতি তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতে মন্দিরে একটি মূর্তি বসানো হয়, যার আবরন উন্মোচন করেন প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী টিকেন্দ্রজিৎ মুখার্জি।

এই ভাবে ঐতিহ্য, ভক্তি, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং মানবসেবার অনন্য মেলবন্ধনই শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালিবাড়ির শারদীয়া দুর্গোৎসব এক বিশেষ মাত্রা পায়-- যা ভক্তি ও মানুষের কাছে এক অন্যরকম অনুভূতি ও উদ্দীপনার উৎস।

মায়ের আবির্ভাব

কবিতা বনিক (মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

মা মেনকা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছেন-- বর্ষার কালো মেঘেরা তাদের জল হারিয়ে হালকা হয়ে সাদা রঙের তুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। কারণ শরৎ এল যে! আমার উমা আসবে বলে শরতের প্রফুল্লতায় মাঠে মাঠে ধান, গাছেদের হিল্লোল দেখা যাচ্ছে।নদীর ধারে বিস্তৃত কাশবনের দোলা দেখে মনে হয় মেঘ বালিকারা নীচে নেমে লুটোপুটি খেলছে। প্রকৃতির আনন্দ দেখে মানুষের মনও আনন্দিত। সোনালী সূর্যের কিরনে দীঘিতে, পুকুরে শত শত পদ্মেরা আনন্দে পাপড়ি মেলেছে। আগমনীর সুর বাজছে আকাশে বাতাসে। উমা আসবে। শিউলি রোজ আলপনা আঁকে মায়ের আসার পথ ধরে। মা দুর্গা সর্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিরুপিনী। মা দুর্গার পুজো মহাশক্তির উপাসনা। শারদীয়া পূজা হয় কন্যা ভাবে উমা রুপে। বসন্তকালের দুর্গাপূজা,মাতৃভাবের পূজা হয়। কন্যা ভাবে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়ে বঙ্গবাসী তাদের হৃদয়ে কন্যাকে আহ্বান করেন।আগমনী সেই আকর্ষনী শক্তি। হৃদয়ের আকুল আহ্বান গীতিই আগমনী হিসেবে আমরা শুনি। বাংলার সব মানুষই কন্যা রুপে মা দুর্গার পুজো করেন।

কুমারী কন্যাকে সারা বছরই পুজো করা যায়। আসামের কামাখ্যায় সারা বছরই কুমারী পুজো হয়। কেরলের কন্যাকুমারীতেও কুমারী মায়ের সারা বছর পুজো হয়। কিন্তু শারদীয়া অথবা বাসন্তী পুজোয় কুমারীপুজো হবেই। এই কুমারী মা হলেন আদি শক্তি। এখানে মৃন্ময়ী রুপে জীবন্ত রুপে মায়ের পুজো করা হয়। তন্ত্র মতে এক বছর থেকে ষোল বছর পর্যন্ত কন্যাদের পুজো করা হয়। প্রত্যেক কন্যার নাম আলাদা। এক বছরের কন্যার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষীয়াকে সরস্বতী, তৃতীয় বর্ষীয়া কুমারী কন্যার নাম ত্রিধা মূর্তি, চতুর্থ বর্ষীয়া কন্যার নাম কালিকা, পঞ্চম বর্ষীয়া -সুভগা , ষষ্ঠ বর্ষীয়া-উমা, সপ্তম বর্ষীয়া --মালিনী, অষ্টম বর্ষীয়া কুঞ্জিকা, নবম বর্ষীয়া --কালসন্দর্ভ, দশম বর্ষীয়া --অপরাজিতা, একাদশ বর্ষীয়া রুদ্রানী, দ্বাদশ বর্ষীয়া -- ভৈরবী, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া-- মহালক্ষী, চতুর্দশ বর্ষীয়া পীঠনায়িকা, পঞ্চদশ বর্ষীয়া--কষেত্রজ্ঞা, ষোড়শ বর্ষীয়াকে অম্বিকা নামে পূজা করা হয়।

বিবাহের পর নববধূকে লক্ষীরুপে বরণ করা হয়। বিবাহের মন্ত্রগুলো সমস্ত জীবনের কর্তব্য কর্মকে শপথ হিসেবে বরবধূকে পাঠ করানো হয়।আজকাল বরবধূ মন্ত্রের গুরুত্ব যেমন বোঝে না তেমনি উদাসীনতা দেখায়। জানার ইচ্ছেটাও নেই। সবই ছেলেখেলার মতো

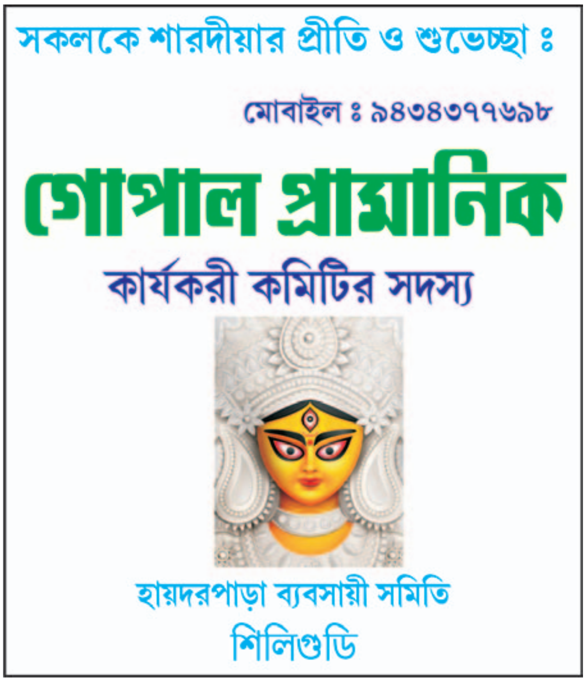

কাটিয়ে দেয়। শুভ দৃষ্টি ও মাল্য দান এর তাৎপর্য না বুঝে আজকাল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দূরে রেখে ছেলেমেয়েরা মজার খেলায় মাতে। সমাজে এর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি।বিবাহ অর্থ আজকাল বিভীষিকা। কন্যদের জীবন বিবাহের পূর্বে বা পরেও বিপর্যস্ত। এমন একটা সময় দাঁড়িয়ে মনে হয় কন্যদের আমরা ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে পুজো করি না। তাই হয়তো তাদের রক্ষা করতেও পারি না। ভ্রূণ অবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত কন্যারাই করুন অবস্থার শিকার ।শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর “ নারীর মূল্য” প্রবন্ধে জলের সাথে নারীর তুলনা করেছিলেন। মনিমানিক্য মহা মূল্যবান বস্তু এই হিসেবে নারীর মূল্য বেশি নয়।কারণ সংসারে ইনি দুস্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটা নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ ইহার দাম নেই। কিন্তু যদি কখনও ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন স্বয়ং রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটটির শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্তত বোধ করেন না। তেমনি ঈশ্বর না করুন,যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত সে তর্কের চূড়ান্ত নিস্পত্তি হইয়া যাইবে। আজ নহে। আজ ইনি সুলভ। কিন্তু দাম যাচাই করিবার একটি পথ পাওয়া গেলে।...”

কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্যান্ডাল তৈরি করে সেখানে প্রতিমার পুজো হয়। শক্তি অর্জনের জন্যই এই শক্তি পুজো। তাহলে প্রতি-মা-য়েরা কেন নির্যাতিতা, নিপীড়িতা ও মৃত্যু বরণ করছেন? মেয়েদেরকেই পণ্য করা হচ্ছে কেন? এত মা,বাবাদের হাহাকার, অন্যায় আর সহ্য করছেন না দেবী প্রতিমা। চারিদিকে তাই এত ক্রন্দন রোল।

শক্তি পুজো হল দুই দিকে ধারওয়ালা তরবারির মতো। খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। বলা ভালো ব্যবহার করতে জানতে হয় ।না হলে যে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। আমরাও দেখছি শক্তি পুজোর ফল শুধুই বিস্ফোরণ। সব অর্থেই বিস্ফোরণ। কত ঘটা করে কোটি টাকার বিনিময়ে মায়ের বোধন, মায়ের পুজো হলেও পুজোর ফল লাভ কিছুই হল না। বরং আরো আঁধারে ডুবতে থাকলাম। মায়ের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেরা মাটির প্রতিমা গড়া হয়েছে।বাইরের থেকে পুরোহিত মহাশয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রাণ সে প্রতিমায় জাগে নি। বিসর্জনের পর প্রেমালিঙ্গনেও মানুষ মানুষকে বাঁধতে পারেনি। অন্তর দিয়ে মাকে ডাকাই হয়নি। হিসেব কষতেই সময় চলে গেলো।

তাই ভয়ে ভীত মা মেনকা উমাকে আর শিবের কাছে পাঠাতে চান না। নিজের আঁচলে রেখে দিতে চান মেয়েকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে মা কাত্যায়নীর প্রভাব

সুশ্বেতা বোস (শিলিগুড়ি)

তন্ত্র শাস্ত্রে ‘ মা কাত্যায়নী’ দেবী তথা মা দুর্গা তাঁর নয়টি রুপের মধ্যে ষষ্ঠ রুপ হিসেবে প্রসিদ্ধা। শারদীয়া এবং বাসন্তী নবরাত্রির ষষ্ঠ দিনে তাঁর বিশেষ পূজা হয়। মানুষের মেরুদন্ড বেয়ে সাতচক্রের মধ্যে জ্ঞান চক্র বা আজ্ঞা চক্র অর্থাৎ দুই ভুরুর মাঝে এই মহাশক্তির অবস্থান। প্রজ্ঞা লাভের জন্য বা অন্তর্দৃষ্টি জাগরনের জন্য সাধকের এ মহাশক্তির রহস্যময় জাগ্রতাবস্থা থাকা ভাষনভাবে প্রয়োজন। শ্রী শ্রী চন্ডী পুস্তকের মহৎ ও প্রসিদ্ধ স্তোত্র ‘‘নারায়নী স্তুতি’’টি এবং দেবী কবচের প্রথম দিকেই ‘‘ ষষ্ঠং কাত্যায়নী চ ’’ স্তুতি এই শক্তিশালী মাতৃরুপকে কেন্দ্র করেই। কাত্যায়নী হলেন মা দুর্গারই ভয়ঙ্করী রুপের একটি। এ শব্দের অর্থ অহংকার দূরীকরনের শক্তি। পুরানের গল্পে পাই, মহা অহংকারী ও পরাক্রমশালী অসুররাজ ‘‘মহিষাসুর’’ কঠোর সাধনা করে ব্রহ্মার কাছে অমরত্বের বর চাইলে ব্রহ্মা চালাকি করে অযোনি সম্ভবা নারী ছাড়া আর কেউ তাকে বধ করতে পারবেন না এই বর দিলে যোনি ছাড়া জন্ম অসম্ভব ভেবে মহিষাসুর অমরত্বের অহং নিয়ে স্বর্গের সব দেবতাদের ও মুনি ঋষিদের যথেষ্ট অত্যাচার করে সিংহাসন দখল করেন ও সবাইকে মর্তে পাঠিয়ে দেন। সবাই তখন ব্রহ্মার কাছে বাঁচার রাস্তা চাইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং তাঁরা মহেশ্বরকে নিয়ে ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে যজ্ঞে বসে ত্রিদেবের মানসিক শক্তি দ্বারা মা মেনকার যোনিজাত মৃতা কন্যা তথা মহেশ্বরের মৃতা স্ত্রী সতীকে (শক্তিময়ী মা দুর্গা, তথা শ্রী চন্ডী) যিনি

Happy Durga Puja Greetings
ACHINTYA DAS
CHHOBI
ART SCHOOL

RABINDRANAGAR, SILIGURI
MOBILE:7583934555

Happy Durga Puja Greetings
Contact : 9832574304
KALA
MANDIR

(ART & CRAFT)
Netaji Pally,Siliguri
Artist. Swapan Basak

দক্ষযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সেই শক্তিময়ী নারীর আত্মাকে জাগ্রত করে আগুনের লেলিহান জ্যোতির ভেতর থেকে পুনরায় ঋষি কাত্যায়নের পুত্রী পরিচয়ে অযোনী সম্ভবা নারী হিসেবে প্রকটিত করেন। ঘন কালো অগ্নিশিখা থেকে মায়ের এই ভয়ঙ্করী যোদ্ধা রুপের সৃষ্টি তাই মায়ের রং ঘনকালো। ঘন কোঁকড়ানো সুদীর্ঘ কেশ, সিংহের পিঠে আসীন, চার হাতে তাঁর তরবারি, পদ্ম, অভয় , বরদ। ভাবনা অনুপাতে কেউ বলেন মায়ের চার হাত, কেউ বলেন আট হাত, কেউ বলেন আঠারো হাত। তাঁকে সূর্য দেবের বোনও বলেন অনেকে। মায়ের তেজদীপ্ত মুখমন্ডলে অতি উজ্জ্বল লাবণ্য, সমগ্র দেব সূর্যের জ্যোতিতে ভরপুর, এক বীরাঙ্গনা যোদ্ধার দৃঢ় প্রত্যয় এবং শক্তি, ভক্তি আর বিশ্বাসে ভরা সর্বাঙ্গ । শৈব, শাক্তরা তাঁর আরাধনা করে শক্তি বৃদ্ধি করেন আর বৈষ্ণবরা আরাধনা করে ভক্তি বৃদ্ধি করেন। পাত্র পাত্রীর বিবাহে মঙ্গলের দোষ থাকলে বারংবার এই মায়ের মন্ত্র স্মরনে তা কেটে যায়। শাস্ত্র বলে, বৃন্দাবনের কুমারী গোপিনীরা আজও শ্রী কৃষ্ণের মত বর প্রাপ্তির জন্য মা কাত্যায়নীর মন্ত্র পাঠ করেন। ''কাত্যায়নী মহামায়ে মহা যোগিন্য ধীশ্বরি, নন্দগোপ সুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ'। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আমলে লীলার প্রয়োজনে তিনি নন্দরাজ গৃহে মা যশোদার গর্ভে জন্মের সাথে সাথেই নন্দরাজের মাথায় ঝুড়িতে শুয়ে মা দৈবকীর কোলে যান এবং কংসরাজ তাঁকে ভগ্নি দৈবকী কন্য ভেবে আছাড় দিতে গেলে মা কাত্যায়নী দৈববাণী করে কংসের হাত ফসকে উড়ে যান, '' তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'। এই দেবী সাহস ও সুরক্ষার প্রতীক। তিনি তাঁর পরমভক্তকে যে কোনো কালোছায়া থেকে অবাধে মুক্ত করতে পারেন। মা চন্ডী অবশেষে মহিষাসুরকে এই কাত্যায়নী রুপেই বধ করেছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের পূজিতা স্বয়ং মা দুর্গাই। জয় মা।

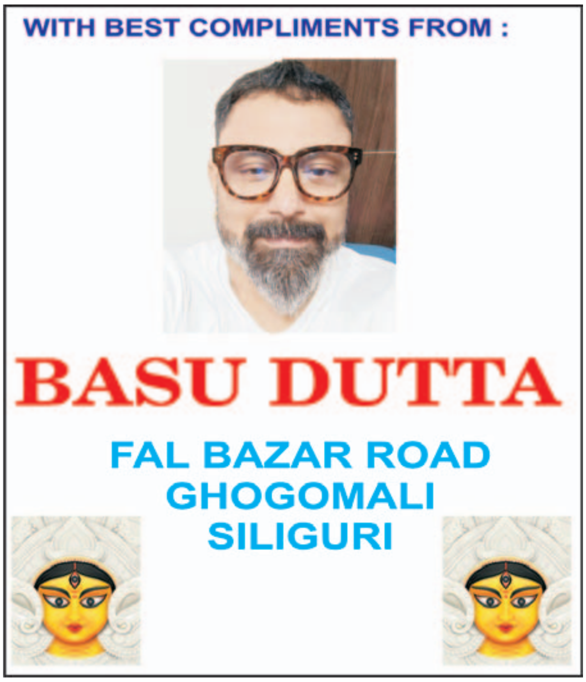

Happy Durga Puja Greetings to all

Dr. (Maj) Ranjan Paul Chowdhury, Ms

Dr. Ranjan Pal Choudhury of Siliguri enters the International Book of Records for gallbladder laparoscopic surgery

Ex-Associate Prop in Surgery,
Manipal Institute of Medical Science
Consultant General & Laparoscopic Surgeon
M : 9434077007

Anandaloke
Multispeciality Hospital
(A Unit of Anandaloke Medical Centre PVT. LTD.)

2nd Mile, Sevoke Road,
Siliguri-734001
0353-2540980/2544352
info@anandaloke.com
www.anandaloke.com

শিক্ষক দিবসে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রক্ত দান ও সাংস্কৃতিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির প্রত্যন্ত গ্রাম দুধাজোতে অসাধারণ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এদিন ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজকর্মীরা মিলে রক্ত দান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষকদের সন্মান প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে দিনটিকে বিশেষ করে তোলেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বহু গুনীজন ও অতিথি। খোদ খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাহু সোসাইটির কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিক্ষা, মানবিকতা আর সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলো এই আয়োজন।

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে এক অনন্য উদ্যোগের সাক্ষী থাকলো শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির প্রত্যন্ত গ্রাম বুড়াগঞ্জের দুধাজোত। তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় আয়োজিত হলো রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিক্ষক সহ বিভিন্ন গুনীজনদের সন্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান।

সন্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান।

তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট, তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও তরাই স্পোর্টস একাডেমির মাধ্যমে শিক্ষার

প্রসার ও মানবিক কর্মকান্ডে এলাকায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে এই সংস্থা। সভাপতি প্রসেনজিৎ সরকার ও সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকারের তত্বাবধানে তাদের কর্মকান্ড স্থানীয় মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

শিক্ষক দিবসের দিনে ছাত্র-শিক্ষক মিলে রক্ত দান করেন। রক্ত দান আন্দোলনের বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও পুলিশ কর্মী বাপন দাস এদিন উদ্বুদ্ধ বক্তব্য রাখেন এবং সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে নিয়মিত রক্ত দানের আবেদন জানান।

অনুষ্ঠানে নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি সহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রহ্লাদ বিশ্বাস ও শিক্ষিকা চায়না কুন্ডু পাল। উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাহু, বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ সরকার, মহকুমা পরিষদের সদস্য কিশোরী মোহন সিংহ, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ।

বিডিও দীপ্তি সাহু সোসাইটির এই উদ্যোগকে প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে উল্লেখ করেন। সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার জানান, শিক্ষা ও মানবিক কাজের পাশাপাশি তারা ধারাবাহিক বৃক্ষরোপন কর্মসূচির মাধ্যমে সবুজ পরিবেশ তৈরিতেও কাজ করে চলেছেন।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান শিক্ষা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজের টিচার ইন চার্জ ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, শিলিগুড়ি শিবমন্দির বি এড কলেজের অধ্যক্ষ বিভূতি-ভূষন সারেঙ্গী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিবমন্দির বি এড কলেজের অধ্যক্ষ বিভূতি ভূষন সারেঙ্গী তরাই বি এড কলেজের শিক্ষক শিক্ষন ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের দুধাজোতে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে নিতে যেতে সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার এর তত্বাবধানে সমগ্র টিমের নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের প্রশংসা করেন সকলেই। শুধু শিক্ষা দানই নয়, আগামী দিনের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত মানুষ হবে কিভাবে, তার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা, রক্তদান, বৃক্ষরোপনের মতো কর্মকান্ড এককথায় অনবদ্য।

৩ মিনিট ২৩ সেকেন্ডে বিশ্ব রেকর্ড সার্জারিস , শিলিগুড়ির ডাক্তার রঞ্জন পালচৌধুরীর কীর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মাত্র ৩ মিনিট ২৩ সেকেন্ডে ল্যাপারোস্কপিক গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সার্জন ডাক্তার রঞ্জন পালচৌধুরী। ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডস এর স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। সেনা চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে বহু সন্মাননা-- সব জায়গাতেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি কলকাতায় বঙ্গশ্রেষ্ঠ এবং দিল্লিতে সংবর্ধনা পেয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়ির বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাক্তার রঞ্জন পালচৌধুরী বিশ্ব রেকর্ড গড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ল্যাপারোস্কপিক পদ্ধতিতে মাত্র তিন মিনিট ২৩ সেকেন্ডে গলব্লাডার স্টোন অপারেশন সম্পন্ন করে তিনি গড়েছেন নজির। ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডস থেকে এই সাফল্যের শংসাপত্র পেয়েছেন তিনি।

বহু বছর ধরে শল্য চিকিৎসার জগতে কর্মরত ডাক্তার পালচৌধুরীর সুনাম দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মেজর চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্ব পালন থেকে শুরু করে সম্প্রতি দিল্লিতে সংবর্ধনা এবং কলকাতায় বঙ্গশ্রেষ্ঠ সন্মান--সবখানেই তাঁর নাম উঠে এসেছে।

এই বিশ্ব রেকর্ডের অনুপ্রেরনা পান তিনি তাঁর এক অ্যানাসথেসিস্টের কাছ থেকে, যিনি একদিন বলেন, এত দ্রুত ও নিখুঁত অপারেশন বিশ্ব রেকর্ড হতে পারে। নিয়ম মেনে ২১ মে শিলিগুড়ির দুটি নার্সিং হোমে তিনি দুটি গল ব্লাডার স্টোন অপারেশনের ভিডিও রেকর্ড করেন এবং পাঠান ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডসে।জুনের শেষে আসে শংসাপত্র।

৪ঠা সেপ্টেম্বর খবরের ঘন্টার মুখোমুখি হয়ে ডাক্তার পালচৌধুরী জানান, উত্তরবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় সবচেয়ে বেশি গল ব্লাডার স্টোন রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এর মূল কারণ জল, পরিবেশ, আবহাওয়া, ফার্স্ট ফুড, ভেজাল মশলাদার খাবার ও বংশগত বিষয়। তিনি বলেন, খাদ্যাভাসের প্রতি সতর্কতা, ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ, হাঁটাহাঁটি, যোগাসন ও ব্যায়ামই সুস্থ থাকার প্রধান উপায়।

গল ব্লাডার সার্জারির পাশাপাশি তিনি স্তন সার্জারি, পাইলস, অ্যাপেনডিসাইটিস সহ নানা ধরনের অপারেশনে সমান দক্ষ। তবে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তরুনদের জীবন বাঁচাতে ট্রমা কেয়ার সার্জারি করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তিনি। আগামী মাসে দিল্লির হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সোস্যাল জাস্টিস সংস্থা তাঁকে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা সেবা সন্মান প্রদান করবে।

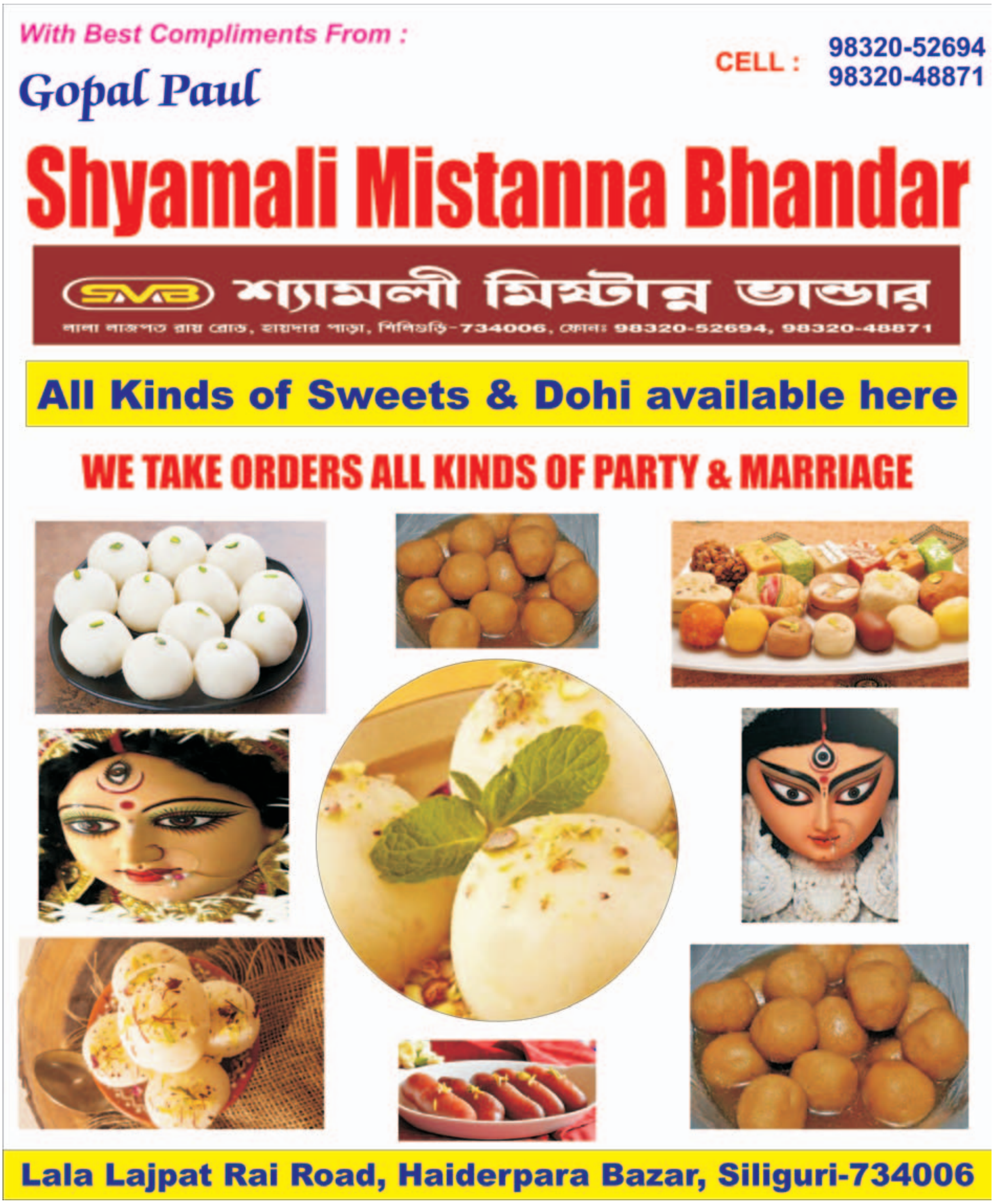

With Best Compliments From :
Gopal Paul
CELL : 98320-52694
98320-48871
Shyamali Mistanna Bhandar
SMB
শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার
লালা লাজপত রায় রোড, হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি-734006, ফোন: 98320-52694, 98320-48871
All Kinds of Sweets & Dohi available here
WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE
Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

সকলের শারদীয়া উৎসব যেন ভালো কাটে

শিবেশ ভৌমিক

(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিত, বিশিষ্ট সমাজসেবী)

নদীর ধারে কাশফুলগুলো সাদা হচ্ছে। আকাশে সাদা মেঘ তুলোর মতো পাঁকিয়ে পাঁকিয়ে যাচ্ছে। বুকে বাজছে সলিল চৌধুরীর সৃষ্টি ‘আয়রে ছুটে আয়’পুজোর গন্ধ এসেছে। বুঝতে পারছি, পুজো আসছে। বাঙালির আবেগ, বাঙালির সুখ, বাঙালির মহাআনন্দ। আমাদের হৃদয়ের উৎসব শারদীয়া। সাজ সাজ রবে মেতে উঠেছে বিশেষ করে বাংলা-‘বাঙালি’। ভারতের সব প্রান্তে তৈরি বাঙালির আনন্দের সুখসুধা পান করার জন্য। আমি থাকি দার্জিলিং জেলার শেষ প্রান্তে। উত্তর দিনাজপুর জেলা শুরু হওয়ার ঠিক আগের জায়গায়। যার নাম বিধাননগর। আনারসের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত এই বিধাননগর। যে আনারস গোটা ভারতে শুধু নয়, বহু দেশেই রপ্তানি করা হয়। এছাড়া রয়েছে বড় চা বাগানের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বহু চা বাগান। বিধাননগরের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করছে চা ও আনারসের বাজারের ওপর। চা এবং আনারসের বাজার ভালো থাকলে ছোট চা ও আনারসের বাগান মালিকই শুধু নয়, শ্রমিক থেকে শুরু করে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সবাই খুশি থাকে। শুধু এটা আমাদের বিধাননগর নয়, মনে হয় উত্তরবঙ্গের চিত্রটাও প্রায় একইরকম। এবার আনারসের বাজার ছিলো মিশ্র। কখনো বেশি দাম ছিলো, কখনো বা কম। সবমিলিলয়ে বাজার ছিল মাঝামাঝি অর্থাৎ মন্দও নয় কিন্তু ভালোও নয়। চা পাতার অবস্থা সত্যি খারাপ। বাজার ভালো নেই। খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। পোকামাকড়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। নতুন নতুন রোগের আগমন। সবমিলিয়ে একটা বাজে অবস্থা। তাই মন ভার ছোট ছোট চা বাগান মালিকদের। শুধু তাই নয়, এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোভভাবে যারা জড়িত তাদের মনেও কালো মেঘের আনাগোনা। এদিকে সেজে উঠেছে কাপড়,জুতো, সাজগোজের দোকান। তাকিয়ে আছে ক্রেতার দিকে। সারা বছর অপেক্ষা এই একটি মাসের জন্য। বিশেষ আর্থিক বার্তা নিয়ে আসবে সংসারের জন্য।

সবাই যখন উৎসবে মেতে থাকবে পুলিশদের মতো এরাও থাকবে জেগে। যাদের থাকবে না আনন্দ, থাকবে না স্ত্রী সন্তান পরিবার, থাকবে শুধু দায়িত্ব। দশমীর পর ফুটবে আলো, হাসি, তাদের পরিবারে। আমার মন বলছে এবার বাজার ভালো হবে না। সঙ্কটে রয়েছে চা এবং আনারস। তবুও আশায় বুক বেঁধেছেন ব্যবসায়ীরা। অপেক্ষা শুধু ক্রেতার। ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করছি সবার আশা যেন পূর্ণ হয়। কেউ যেন তোমার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা সবাই যেন সকলে মিলে মায়ের আগমনে খুশি থাকি। অন্তরা চৌধুরীর গালের কলির মতো আমরা যেন বলি, ‘কাঁদছো কেনো আজ ময়নাপাড়ার মেয়ে ,নতুন জামাফ্রক পাওনি বুঝে চেয়ে-- আমার কাছে যা আছে সব তোমায় দিবো দিয়ে। ’এই মানসিকতা আমাদের মধ্যে যেন তৈরি হয়। যাই হোক যুগ যুগ ধরে পুজো আসে, যায় --স্মৃতি হয়ে থাকে হরেকরকম। থাকে বিভিন্ন রকম অনুভূতি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। মা আসছে, সাজ সাজ রব। কাশফুল ফুটছে , সাদা মেঘ ভাসছে। ব্যবসা ভালো হোক বা খারাপ কেটে যাবে সময়। কচিকাঁচারা আনন্দ করবে , বয়স্করা আনন্দের সঙ্গে স্মৃতিচারনা করবে। এভাবে আসবে , যাবে --চলবে চিরন্তন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, সকলের শারদীয়া উৎসব যেন ভালো কাটে। ভালো কাটুক বাঙালির প্রিয় উৎসব। আমরা যেন সকলে ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। সকলের সাথে দেখা হয় যেন আগামী বছর।

Happy Durga Puja Greetings to all
মহিলাদের ব্লাউজ, নাইটি, চুড়িদার, হাউসকোট ইত্যাদি সবকিছু
যত্ন সহকারে এখানে তৈরি করা হয়। একবার পরীক্ষা করে দেখুন—
THE NEW
BEAUTY TAILORS
Ladies Specialist
SETH SRILAL MARKET, SILIGURI
DAS BHAWAN
MOBILE : 8250803565 /7602912045

৭০ লক্ষ টাকা দান করে স্কুল নির্মানে ব্রতী নীতিশ বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অর্থের সৎ ব্যবহারে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পেলেন ৮৬ বছরের নীতিশ বসু। শারীরিক অসুস্থতা ও বার্ধক্যের সীমাবদ্ধতা সত্বেও তিনি৭০ লক্ষ টাকা দান করে তৈরি করলেন মানব কল্যানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রয়াত স্ত্রীপূর্ণিমা বসুর স্মৃতিতে শিলিগুড়ির আনন্দমার্গ আশ্রম চত্বরে নির্মিত হতে চলেছে পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবন --একটি স্কুল বিল্ডিং। ৩ আগস্ট সেখানে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে নিজেই উপস্থিত ছিলেন নীতিশ বসু। তাঁর হাত ধরে এই ভবন নির্মানের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও শিলালিপি উন্মোচন করেন আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের সভাপতি আচার্য বিকাশানন্দ অবধূত,সহযোগিতায় ছিলেন নীতিশ বসু ও অতনু চ্যাটার্জী। দিন শুরু হয় প্রভাতি সঙ্গীত ও ছয় ঘন্টার অখন্ড কীর্তনের মাধ্যমে। এর সঙ্গে সকাল থেকে শুরু হয় বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্প।দুপুরে হয় মিলিত সাধনা এবং বিশেষ নারায়ন সেবা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসু, দার্জিলিং জেলা ভুক্তি প্রধান অতনু চ্যাটার্জী এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।সভা পরিচালনায় ছিলেন শুক্লা সাহা। নীতিশ বসুর এই মহৎ পদক্ষেপ স্মরন করিয়ে দেয় শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার সেই বানী " ইষ্টান ভোগান হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞাভিতঃ -- স্তেন এইব সঃ"অর্থাৎ সৎ কর্ম ছাড়া উপার্জিত অর্থ ভোগ করা চুরির সামিল। পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবন শুধু একটি স্কুল নয়, এটি হবে সৎ কর্মের অনুপ্রেরণামূলক এক মন্দির --ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলোয় ভরিয়ে তোলার জন্য।

সবাই যেন সুস্থ থাকে

পরিতোষ চক্রবর্তী

(লেকটাউন, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, শিলিগুড়ি)

প্রতিবছরই মহালয়া থেকেই শুরু হয় দেবীপক্ষের। এই উৎসব হলো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই উৎসবে মিলিত হয়। ঢাকে কাঠি পড়লেই আট থেকে আশি সকলে মিলে মেতে ওঠে শারদ উৎসবে। এই সময় মানুষের জন্যে পূজা মন্ডপগুলো থেকে অন্ন ও বস্ত্র বিতরনের ব্যবস্থা করা হয়। কৈলাশ থেকে মা সপরিবারে মর্ত্যে এসে তার সন্তানদের আনন্দে সুখী হন। শিলিগুড়িতে আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির পক্ষ থেকে মায়ের ভোগের প্রসাদ এবং বস্ত্র বিতরন করা হয়। সমস্ত পূজা মন্ডপে কিছু না কিছু মানুষের সেবায় অনেক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। লেক টাউনের সানরাইজ ক্লাবের পক্ষ থেকে মহাষ্টমীর দিন ৮০০ থেকে ৯০০ লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হয়। সন্ধ্যেবেলায় দর্শনার্থীদের ভিড় জমে মঞ্চ সজ্জা, আলোক সজ্জা এবং প্রতিমা দর্শনের জন্য। ভারতে দুর্গা পূজা এখন জাতীয় উৎসব হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই সময় সবাই যেন সুস্থ ও ভালো থাকে এটাই মায়ের কাছে একমাত্র প্রার্থনা।

নদী রক্ষার আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ৭ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে নমামি গঙ্গে এবং মহানন্দা বাঁচাও কমিটির যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়িতে নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো মহানন্দা আরতি। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী ও সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা সহ আরও অনেকে। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবের আগে এই আরতির সময় জ্যোৎস্নাদেবী শহরবাসীর উদ্দেশ্যে মহানন্দা নদী বাঁচাতে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'মহানন্দা নদীর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি করা এবং সচেতনতা তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই আমরা নিয়মিত কর্মসূচি গ্রহন করছি। প্রতি পূর্ণিমাতেই মহানন্দা আরতির আয়োজন করা হয়। 'পুজোর সময়ে নদী পরিস্কার রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি অনুরোধ করেন, যেন কেউ নদীতে পুজোর সামগ্রী না ফেলে। পাশাপাশি প্রতিমার রঙে থাকা কেমিক্যাল যাতে নদী দূষিত না করে সেই দিকেও নজর দেওয়ার আহ্বান জানান। জ্যোৎস্নাদেবী বলেন, মহানন্দা নদী সহ অন্যান্য নদী সুস্থ ও নির্মল থাকলে তবেই দেবী দুর্গার পুজো সার্থক হবে। কারণ প্রকৃতি রক্ষা করলে দেবীও প্রসন্ন হন। নদী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তা পরিবেশ ও মানুষের জন্যই বিপজ্জনক হবে বলে তিনি সতর্কবার্তা দেন।

পুজোয় সাজের আভিজাত্যে স্বর্ণালি বুটিক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুজোর দিনে প্রতিমা দর্শনে বের হওয়া মানেই মহিলাদের কাছে একটু সাজগোজ অপরিহার্য। সেই সাজকে আরও রঙিন ও আকর্ষনীয় করতে শিলিগুড়ির স্বর্ণালি বুটিক নিয়ে এসেছে মনকাড়া শাড়ি, ব্লাউজ ও কুর্তির বিপুল কালেকশন। পিওর কটন থেকে শুরু করে তসর, সেমি তসর, মসলিন-- সবই মিলছে এখানে। শুধু তাই নয়, রয়েছে সারা বছর ধরে ১০ শতাংশ ছাড়ের সুযোগ ও পুজোয় লাকি কূপন খেলা। ফলে শিলিগুড়ির মহিলাদের কাছে এখন অন্যতম আকর্ষন স্বর্ণালি বুটিক ও স্বর্ণালি বিপণি।

পুজোর আমেজে সবাই যখন ব্যস্ত প্রতিমা দর্শনে, তখন মহিলাদের কাছে সাজসজ্জা এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। শিলিগুড়ির লেকটাউন শ্রী মা সরনিতে অবস্থিত স্বর্ণালি বুটিক এর কর্ণধার লাভলি দেব জানালেন, এবারের পুজোয় তাঁদের বিশেষ কালেকশনে থাকছে বাংলার হস্তশিল্প ও তাঁতিদের অসাধারণ সৃষ্টির ছোঁয়া। পিওর কটন, তসর, সেমি তসর, মসলিন সহ নানান শাড়ি, ব্লাউজ ও কুর্তির বৈচিত্র্য ভরে তুলেছে বুটিকের শোরুম। প্রতিদিনের কেনাকাটায় সারা বছর ধরে গ্রাহকেরা পাচ্ছেন ১০ শতাংশ ছাড়। পাশাপাশি পুজোয় থাকছে লাকি কূপন খেলা, যেখানে রয়েছে আকর্ষনীয় উপহার জেতার সুযোগ।

ফলে পুজোর ভিড়ে দুর্গা মা-কে দর্শন করতে যাওয়া মহিলাদের সাজ এখন আরও আভিজাত্যে ভরপুর হয়ে উঠছে স্বর্ণালি বুটিকের সংগ্রহে। শিলিগুড়ির এই বুটিক ও বিপণিতে ইতিমধ্যেই উপচে পড়ছে ভিড়। যোগাযোগের নম্বর, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৭৯০৮৫৪৮৫৮৮/কল -- ৯৪৭৪৮৭৪৮৩০ । পুজোয় প্রতিমা দর্শন হোক স্বর্ণালি সাজে। পিওর কটন থেকে মসলিন-- অপূর্ব কালেকশন এখন স্বর্ণালি বুটিকে। সারা বছর ১০ শতাংশ ছাড় প্লাস পুজোয় লাকি কুপনে আকর্ষনীয় উপহার। শিলিগুড়ির লেকটাউন শ্রী মা সরনিতে-- আজই ভিজিট করুন স্বর্ণালি বুটিক। এই পুজোয় আপনিই হয়ে উঠুন সকলের নজরকাড়া!

শক্তিরুপিনী মা ঃ সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয়ের আধার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবের আগে শিলিগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ জানালেন এক আধ্যাত্মিক বার্তা। মা শক্তিরুপিনী--তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের আধার।

২৭ আগস্ট গণেশ চতুর্থীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে মায়ের আগমনের তরঙ্গ। এরপর আসছে বিশ্ব কর্মা, মহালয়া, দুর্গা পূজা, লক্ষী, কালী, ছট ও জগদ্ধাত্রী পূজা।

মহারাজের বার্তা-- দেবী পুজোর সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিও আমাদের ভক্তি আর শ্রদ্ধা বাড়াতে হবে। শক্তিরুপিনী মা শুধু বিশ্ব জননী নন, তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের রুপ। মা যেমন এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তেমনই তিনিই তাকে চালনা করছেন এবং সময় হলে সংহারও করেন। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবের ব্যাখা করতে গিয়ে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরলেন শিলিগুড়ি প্রধান নগরের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও আশ্রমের সহ সম্পাদক স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, ২৭ আগস্ট গণেশ চতুর্থীর মধ্য দিয়ে বাতাসে এক নতুন তরঙ্গ শুরু হয়েছে--''মা আসছেন।'' এরপর একে একে বিশ্ব কর্মা পূজা, মহালয়া, দেবী দুর্গার পূজা, তারপর লক্ষী, কালী, ছট এবং জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। স্বামীজির মতে, ''ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা''--যতটা সত্য , ঠিক ততটাই সত্য এই জগৎ এর সব প্রাণ ব্রহ্ম থেকেই এসেছে। মা-ই জগৎ ব্রহ্ম, মা-ই শক্তিরুপিনী। তাই তিনি আহ্বান জানান, দেবী-পূজার সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিও যেন শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি পায়।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সাহা পরিবারের পক্ষ থেকে --

৭৬ বছর বয়স্ক রমনী মোহন সাহা চয়নপাড়ায় ১৯৬৫ সালে শুরু করেন গনেশ ভান্ডার। তিনি সকলের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে দোকান চালিয়ে যান। মুদি দোকান করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈশ্বরে সমর্পন করে ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক কাজও চালিয়ে যান। আজ বৃদ্ধ বয়সে পুরোপুরি ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তারই পুত্র টোটোন সাহা ২০০৭ সাল থেকে সেই দোকানের হাল ধরেন। দোকান করার সঙ্গে সঙ্গে টোটোন সাহা বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক সেবামূলক কাজ করে থাকেন। তার পাশাপাশি বাবার মতো ভক্তিমূলক কাজতো রয়েইছে।

- তোমাদের সকলের টোটোন সাহা, শুভ্রা সাহা

রাজশ্রী সাহা (সোনামা)

With Best Compliments From

Prop.Toton Saha

M/S. GANESH BHANDAR

Madhya Chayan Para
Ward No. 37
Ramani Saha More
P.S Bhaktinagar
Distt. Jalpaiguri
Mobile --7679798725

পঁচিশ বছরে মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া হাতিয়াডাঙার মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন আয়োজন করলো বিশেষ অনুষ্ঠান। যেখানে প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব কুমার দাস জানালেন --বাবা-মাই আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষক। পাশাপাশি এক মেধাবী ছাত্র প্রিয়াংশু দের উচ্চ শিক্ষার জন্য সহায়তার ঘোষনা করলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া হাতিয়াডাঙার মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতনে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। সেদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব কুমার দাস তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন--''বাবা-মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই। তারা যদি পড়াশোনা না-ও জানেন, তবুও সন্তানকে শিক্ষিত করার জন্য তাদের দৃঢ় সংকল্পই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তাই বাবা-মাই আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।"

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে, যা অনুষ্ঠানে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। শেষে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কলম ও পুস্পস্তবক প্রদান করা হয় এবং সকলকে মিষ্টি মুখ করিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বিদ্যালয় পরিবার আগাম শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও সকলের সুস্থতা কামনা জানায়।

অন্যদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণামূলক এক ঘোষনা দেন বিদ্যালয়ের কর্ণধার সঞ্জীব কুমার দাস। তিনি জানান, আইজারে সুযোগ পাওয়া শিলিগুড়ির মেধাবী ছাত্র প্রিয়াংশু দে-কে উচ্চ শিক্ষার সহায়ক হিসেবে নগদ তিন হাজার টাকা ট্রেন টিকিট বাবদ সহায়তা প্রদান করছে মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন।

আপনার মাপ অনুযায়ী ব্লাউজ চুড়িদার নাইটি হাউসকোট তৈরি হচ্ছে এখানে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নতুন ব্লাউজ পড়ে আয়নায় তাকালেন, কিন্তু মনটা ভালো লাগছে না? কারণটা বুঝতেই পারছেন -- ফিটিংস ঠিক হয়নি। আসলে রেডিমেড পোশাক বা অনলাইন অর্ডারের বড় সমস্যা এটাই। একেতো নিজের মাপমতো হয় না, তার উপর ডিজাইনও মনমতো হয় না অনেক সময়। কিন্তু এরজন্য মন খারাপ না করে একবার ঢুঁ মারুন দর্জির দোকানে। নিজের মাপমতো ব্লাউজ বা চুড়িদার বানিয়ে নিন, সঙ্গে যদি আপনার কোনো পছন্দের ডিজাইন থাকে, সেটাও হয়ে যাবে একদম নিখুঁতভাবে। শুধু ব্লাউজ নয় নাইটি, হাউসকোট--সবই আপনার পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করে দিচ্ছেন দর্জি স্বপন পাল। শিলিগুড়ি শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দাস ভবনে এই দর্জির দোকান। দ্য নিউ বিউটি টেইলার্সে মহিলাদের যাবতীয় ফ্যাশনেবল পোশাক তৈরি হয় যত্ন ও নিখুঁত ফিটিংস সহ। এখানকার সবচেয়ে বড় সুবিধা-- গুনগত মান অটুট রেখে কম মজুরিতে কাজ করা হয়। শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার এক মহিলা বলেন,' আমি ব্লাউজ আর চুড়িদার সব সময় এখান থেকেই তৈরি করাই। ডিজাইন থেকে শুরু করে ফিটিংস, সবকিছু আমার মনের মতো হয়। আর অন্য জায়গার তুলনায় এখানে খরচও কম।'

দ্য নিউ বিউটি টেইলার্সের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রয়াত হরিহর পাল। ১৯৮৩ সালে এই টেইলার শপটি শুরু করেন তিনি। বর্তমানে তাঁর পুত্র স্বপন পাল সেই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে আরও যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে মহিলাদের ব্লাউজ, চুড়িদার,নাইটি, হাউসকোট তৈরি করে দিচ্ছেন। দ্য নিউ বিউটি টেইলার্সের মালিক স্বপন পাল বলেন, '' দর্জির কাছে এসে নিজের মাপ অনুযায়ী পোশাক তৈরি করানোর মধ্যে এক আলাদা স্বস্তি আছে। অনলাইনে বা শপিং মলে রেডিমেড কিনে অনেক সময় দেখা যায় ফিটিংস ঠিক হয় না, ডিজাইনও তেমন পছন্দ হয় না। এমনকি দু-একবার পরার পর সেলই খুলে যায়। তখন আবার দর্জির কাছেই ছুটতে হয়। অনলাইনে ফেরত পাঠানোও একটা ঝামেলার কাজ। অথচ দর্জি তো শুরু থেকেই আপনার পছন্দ, মাপ আর দরকার মতো পোশাক তৈরি করে দেন। আমি চেষ্টা করি প্রতিটি গ্রাহকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে-- এর জন্যই আরও বেশি করে মানুষ আমার কাছে আসছেন।

আপনার মনের মতো ফিটিংস আর ডিজাইন খুঁজছেন? আর দেরি না করে চলে যান দ্য নিউ বিউটি টেইলার্সে, যেখানে প্রতিটি পোশাকে থাকে যত্ন আর নিখুঁততা। ঠিকানা ঃ দাস ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ ঃ ৮২৫০৮০৩৫৬৫

কাজের চাপ ভুলতে সুর-ছন্দেই ভরসা শিলিগুড়ির প্রশাসনিক আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নিত্যদিনের কাজের চাপে ক্লান্ত মানুষ খুঁজে নেয় মুক্তির পথ। অনেকেই পান সেই মুক্তি সঙ্গীত , আবৃত্তি কিংবা অন্য সৃজনমূলক চর্চায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সঙ্গীত কেবল মনকে প্রশান্তিই দেয় না, অনেক সময় এটি থেরাপি হিসেবেও কাজ করে। করোনা-পরবর্তী সময়ে কাজের চাপ বেড়েছে বহু গুন। অফিস শেষে অনলাইন মিটিং, অতিরিক্ত দায়িত্ব-- সব মিলিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের মানসিক চাপও বেড়েছে। আর সেই চাপ ভুলে সুর-ছন্দকে সঙ্গী করেছেন শিলিগুড়ির অরিন্দম রায়স,যিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক।

বর্তমান সময়ে নানা কাজের চাপে মানুষ প্রায়শই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, সঙ্গীত-আবৃত্তি-নৃত্য-লেখালেখি বা খেলাধূলার মতো সৃজনমূলক চর্চা মানসিক চাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয়, সুমধুর সঙ্গীত বহু অসুস্থ মানুষকেও সুস্থ করে তোলার জন্য থেরাপি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এনিয়ে দেশে-বিদেশে চলছে একাধিক গবেষনা।

করোনা-পরবর্তী সময়ে অফিসের পাশাপাশি অনলাইন মিটিং ও প্রশাসনিক কাজ বেড়ে যাওয়ায় অনেক কর্মকর্তা মানসিক চাপের শিকার হচ্ছেন। শিলিগুড়ির সুভাষ পল্লী নিবাসী অরিন্দম রায়ও তাঁদেরই একজন। তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সহকারি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা এ আই হিসেবে দায়িত্ব সামলান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপরে থাকে বিপুল কাজের চাপ।

তবুও কাজের ফাঁকে মনকে সতেজ ও প্রানবন্ত রাখতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সঙ্গীত ও আবৃত্তির। হারমোনিয়াম নিয়ে কিছু সময় বসলেই তাঁর ক্লান্তি দূর হয় বলে জানিয়েছেন অরিন্দমবাবু। তাঁর কথায়-- ‘‘সঙ্গীত ও আবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে অনেক ভালো আছি। হারমোনিয়াম নিয়ে একটু বসে পড়লে মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে ভরপুর অক্সিজেন নিয়ে আবার কাজে ফিরতে পারি। ”

অরিন্দম রায়ের মতো অনেকেই এখন সৃজনচর্চাকে বেছে নিচ্ছেন মানসিক চাপমুক্ত রাখার উপায় হিসাবে।

মহাষ্টমীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য কি

পাঞ্চালি চক্রবর্তী (বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

মহাষ্টমীর পুস্পাঞ্জলি দুর্গা পুজোর অন্যতম প্রধান আচার। অনেক জায়গায় দেখা যায় সকাল থেকে মানুষ ভিড় জমায়, ধাক্কাধাক্কি পর্যন্ত হয়। এর পিছনে কেবল বাহ্যিক উৎসব নয়, আধ্যাত্মিক কারনও আছে। এক) শাস্ত্রীয় বিশ্বাস। দুর্গাপূজার সর্বাধিক ফলদায়ক দিন হলো মহাষ্টমী। তাই এদিনের অঞ্জলি দিলে বিশেষ পুণ্য হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। গ্রামে-শহরে প্রচলিত আছে মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিলে সারা বছর মঙ্গল ও কল্যান হয়। দুই) ভক্তির উচ্ছ্বাস । দুর্গোৎসব কেবল আচার নয়, ভক্তির মিলন। মানুষ মনে করে অঞ্জলি না দিলে পুজো অসম্পূর্ন থেকে যাবে ।তাই সবাই ভিড় করে। তিন) সমাজ ও সংস্কৃতির মিলন। একসাথে পরিবার, বন্ধু , আত্মীয়রা অঞ্জলি দেয়। এতে এক ধরনের সামাজিক আনন্দ ও ঐক্য তৈরি হয় । তাই মানুষ বেশি করে যোগ দিতে চায়। চার) আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। অঞ্জলি মানে আত্মসমর্পন। হাতে ফুল দিয়ে দেবীর পদে নিবেদন করা মানে নিজের অহংকার, কামনা-বাসনা, দুঃখ-কষ্ট সবরিছু মায়ের হাতে সমর্পন করা। অঞ্জলির আসল অর্থ হলো ঃ ‘‘ মা, আমি তোমার কাছে নির্ভরশীল। আমায় শক্তি দাও। ” পাঁচ) মহাষ্টমীর বিশেষতা। মহাষ্টমীর দিনে দেবী চামুন্ডা রুপে মহিষাসুর বধ করেছিলেন বলে কাহিনী আছে ।তাই এদিনের পূজা ও অঞ্জলি হলো অসুর বা নেতিবাচক শক্তির বিনাশের প্রতীক। ভক্তরা চান তাঁদের জীবনের অশুভ শক্তিগুলিও এদিন দূর হোক। ছয়) সামষ্টিক শক্তির অভিব্যক্তি। যখন হাজার মানুষ একসাথে অঞ্জলি দেয় তখন তা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক কম্পন সৃষ্টি করে। সেই সম্মিলিত প্রার্থনা ভক্তির শক্তিকে বহুগুনে বাড়িয়ে তোলে। অর্থাৎ মহাষ্টমীর অঞ্জলির হুড়োহুড়ি আসলে মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস আর দেবীর কাছে বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়ার আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ।

দেবী দুর্গা দশভূজা কেন ?

অর্পিতা চক্রবর্তী (বালুরঘাট)

দেবী দুর্গাকে আমরা সাধারণত দশভুজা বা দশ হাতে দেখতে পাই। এর পেছনে ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতীক রয়েছে। প্রথমত ঃ দেবতাদের শক্তির সমাবেশ। মহিষাসুরকে বধ করার সময় সব দেবতারা দেবীকে তাদের অস্ত্র দেন। তাই দেবীর প্রতিটি হাতে এক একটি দেবতার শক্তি বা অস্ত্র থাকে। যেমন শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের শঙ্খ, অগ্নির বর্শা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত ঃ অস্ত্র ও শক্তির প্রতীক। দশটি হাত মানে শুধু শারীরিক শক্তি নয়, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তিরও প্রকাশ। এক হাতে করুণা, অন্য হাতে বিনাশ, আবার অন্য হাতে রক্ষা-- এইভাবে দেবী সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করেন। তৃতীয়ত ঃ দশ দিকের নিয়ন্ত্রন। হিন্দু দর্শনে দশ দিক আছে উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব, পশ্চিম, চারটি কোণ, আকাশ ও পাতাল। দশ হাতে দেবী এই দশ দিকের উপর তাঁর শক্তি বিস্তার করেছেন-- অর্থাৎ সর্বত্র তিনি বিরাজমান। চতুর্থত ঃ অসুর দমন ও সুরক্ষা । মহিষাসুরের মতো শক্তিশালী অসুরকে পরাস্ত করতে একসাথে বহু রুপের শক্তি প্রয়োজন তাই দেবী দুর্গা দশ ভুজা রুপে আবির্ভূত হন। শাস্ত্র মতে, ‘‘যাহার যত শক্তি, দেবতারা তাহা দেবীর হাতে সমর্পন করেন”--এই বিশ্বাস থেকেই দেবী দুর্গার দশভুজা রুপের প্রচলন।

দেবী দুর্গার পূজা সার্থক করার উপায়

পল্লবী দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি)

দেবী দুর্গার পূজা কেবল নিয়ম মেনে ফুল, ধূপ, প্রদীপ দিলে শেষ হয় না। আসলে সার্থকতা ভক্তির মধ্যে, মনোভাবের মধ্যে। দেবী দুর্গার পূজা সার্থক করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এক) শুচিতা ও ভক্তি ঃ পূজার আগে নিজের শরীর ও মনকে শুদ্ধ করা দরকার। পরিস্কার মন ও নিষ্ঠা ছাড়া পূজা ফলপ্রদ হয় না। দুই) দেবী মাহাত্ম্য, চন্ডী পাঠ বা দুর্গা স্তোত্র পাঠ করা অত্যন্ত শুভ। যাঁরা সময় পান না, তাঁরাও ‘‘যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরুপেন সংস্থিতা--” মন্ত্র জপ করতে পারেন। তিন) দান ও সেবা। দেবী দুর্গা মা শুধু শক্তির প্রতীক নন, তিনি মাতৃত্বের প্রতীক। গরিব, অসহায়, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের সাহায্য করলে দেবী তুষ্ট হন। অর্থাৎ মানবসেবাই পরম পূজা। চার) অন্তরের পূজা । দেবীর দশ হাতে যে অস্ত্র, তা আমাদের ভেতরের দশ রকম দুর্বলতা যেমন অহঙ্কার, লোভ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি দূর করার প্রতীক। যদি আমরা নিজেদের ভেতরের অসুরকে জয় করতে পারি, তবে পূজা সত্যিই সার্থক হবে। পাঁচ) পরিবার ও সমাজের মঙ্গলকামনা। কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজ , দেশ ও পৃথিবীর মঙ্গলের প্রার্থনা করলে পূজা অনেক বেশি মহৎ হয়ে ওঠে। ছয়) শাস্ত্রোক্ত কথা । দেবী মহাত্মে বলা আছে --‘‘ যত্র নর্যঃ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। ” অর্থাৎ যেখানে নারী ও মানবতার মর্যাদা রাখা হয় , সেখানেই দেবতারা বিরাজ করেন। অর্থাৎ সত্যিকারের দুর্গা পূজা তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা নারীকে, মানবতাকে ও প্রকৃতিকে সন্মান করি।

দেবী দুর্গা কি করলে প্রসন্ন হন ?

সোমা দাস (বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

আমরা দুর্গা পূজার সময় নানা কিছু করি। নতুন জামাকাপড় পরি, আনন্দ করি,আবার অঞ্জলি দিই।কিন্তু আসলে দেবী দুর্গা কিসে সবচেয়ে বেশি প্রসন্ন হন, সেটাই আসল বিষয়। এক) অভ্যন্তরীন ভক্তি ও শুদ্ধ হৃদয়। দেবী বাহ্যিক সাজসজ্জার থেকে বেশি মূল্য দেন আন্তরিকতাকে। মনের ভক্তি,সততা আর করুনাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। দুই) অঞ্জলি বা আত্ম সমর্পন। ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেওয়া প্রতীকমাত্র। আসল অঢ্জলি হলো নিজের দোষ, অহংকারস লোভ, ক্রোধ মায়ের পায়ে সমর্পন করা। যখন ভক্ত মন থেকে বলে-- ‘‘ মা, আমি তোমার”-- তখন দেবী প্রসন্ন হন। তিন) মানবসেবা। শাস্ত্রে আছে, ‘‘ যত্র নর্যঃ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ” অর্থাৎ যেখানে নারী, মানবতা ও মানুষকে সন্মান করা হয়,সেখানেই দেবতারা বিরাজ করেন। গরিব-দুঃখীর সাহায্য, অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো,সৎ কর্ম-- এসবই আসল পূজা। চার) আনন্দ ও শুভেচ্ছা ভাগ করে নেওয়া। দুর্গা পুজো হলো উৎসব-- আনন্দ, মিলন আর শুভেচ্ছার। যদি আমরা সমাজে ভালোবাসা, ঐক্য ও শান্তির বার্তা ছড়াই, সেটাই দেবীর কাছে আসল আনন্দ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়-- নতুন জামাকাপড় উৎসবের অংশ, ভক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। অঞ্জলি হলো আত্ম সমর্পন ও ভক্তির প্রকাশ। আনন্দ-স্ফূর্তি হলো দেবীর শক্তির বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। কিন্তু আসলেই দেবী প্রসন্ন হন শুদ্ধ হৃদয়ের ভক্তি, মানবসেবা আর ভেতরের অসুরকে জয় করার মাধ্যমে।

দুর্গা পুজোর সঙ্গে প্রকৃতি পরিবেশের যোগ

নন্দিতা ভৌমিক (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

দেবী দুর্গার পুজো আর প্রকৃতি-পরিবেশের যোগ আসলে ভীষন গভীর। কয়েকটি দিক থেকে বিষয়টি বোঝা যায়--এক) দেবী দুর্গার আগমন-প্রস্থান আর ঋতুচক্র। দুর্গা পুজো শরৎকালে হয়, যখন বর্ষা শেষ হয়ে নতুন ঋতুর সূচনা। শিউলি ফুল, কাশফুল, নীল আকাশ,তুলোর মতো মেঘ--সবই প্রকৃতির রূপান্তর আর উৎসবের আবহ তৈরি করে। দেবীর আগমনের সঙ্গে ঋতুর পালাবদল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে।দুই) মাটির প্রতিমা ও প্রকৃতির উপাদান। দুর্গার প্রতিমা মাটি দিয়ে গড়া হয়, যা গঙ্গা বা স্থানীয় নদীর তীর থেকে আনা হয়। বাঁশ-খড়-কাদা-রঙ--সবই প্রকৃতির দান। এমনকি প্রতিমার চক্ষুদানও নদীর কাদামাটি ছাড়া সম্পূর্ন হয় না।তিন) শাশ্বত মাতৃরূপ আর পরিবেশ। দেবী দুর্গা হলেন প্রকৃতিরই প্রতিরূপ--তিনি শক্তির উৎস, সৃষ্টির শক্তি, জীবনের রক্ষক। পরিবেশের ভারসাম্য যেমন পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখে, তেমনই দেবী দুর্গা অসুরনাশিনী হয়ে শুভ শক্তিকে রক্ষা করেন। চার) আধুনিক দৃষ্টিতে পরিবেশ বার্তা। মাটির প্রতিমা শেষে বিসর্জনের মাধ্যমে আবার নদীতে ফিরে যায় -- প্রকৃতি থেকে আসা শক্তি আবার প্রকৃতিতেই মিশে যায়। তবে আজকের দিনে রং ও কেমিক্যাল ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষন হয়। তাই পরিবেশবান্ধব পুজো এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, দেবী দুর্গার পুজো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগের প্রতীক।

দেবী দুর্গার বিসর্জন আসলে প্রতীকি

সোমা সেনগুপ্ত (কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি)

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী , দেবী দুর্গা সর্বত্র বিরাজমান-- তিনি আদ্যাশক্তি, যিনি কখনও জন্ম নেন না বা শেষও হন না। দুর্গাপুজোতে আমরা প্রতীকী রূপে তাঁকে আহ্বান করি, যেন তিনি কদিনের জন্য মর্ত্যে আসেন। শাস্ত্রে বলা আছে, আশ্বিন মাসের মহালয়ার দিনে দেবীকে আহ্বান জানানো হয় , এবং বিসর্জনের দিন তাঁকে বিদায় জানানো হয়।কিন্তু এ সবই প্রতীকী-- দেবী বাস্তবিকই আসেন-যান, তা বিশ্বাসের বিষয়।

আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে বলা যায়, পুজোর সময় মাটির প্রতিমায় দেবীকে স্থাপনকরে আমরা তাঁকে আহ্বান করি। বিজয়া-দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন মানে দেবীকে বিদায় জানানো, যেন তিনি কৈলাসে ফিরে যান। তবে এটা প্রতিমার বিসর্জন, দেবী নিজে নশ্বর নন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, দেবী দুর্গার আগমন মানে জীবনে শক্তি, শুভ ও আশার আগমন। বিসর্জন মানে তাঁর প্রতিমাকে বিদায় জানালেও তাঁর শক্তি আমাদের অন্তরে বিরাজ করে। অনেক পন্ডিত বলেন-- বিসর্জন হলো একপ্রকার প্রতীক , যাতে মানুষ বুঝতে পারে দেবী শুধু মাটির মূর্তিতে নন, প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

তাই বলা যায়, দেবী দুর্গা সত্যিকারের আসা-যাওয়া করেন না, মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসে তিনি মর্ত্যে আগমন করেন, আর বিসর্জনের পরও তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন।

দেবী দুর্গার হাতে কেন ঘন্টা থাকে

অঙ্কিতা রায়চৌধুরী (সংবাদ পাঠিকা, খবরের ঘন্টা)

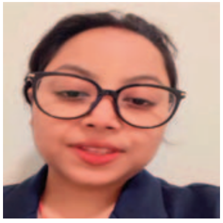

দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টা শুধু একটি অলঙ্কার বা পুজোর উপকরন নয় , এর আধ্যাত্মিক প্রতীকী ব্যাখ্যাও আছে। দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টার প্রতীকী অর্থ হলো ১) অশুভ শক্তির দূরীকরন। ঘন্টা ধ্বনি শোনা মাত্র পরিবেশের সব অশুভ শক্তি, নৈরাশ্য ও নেগেটিভ এনার্জি দূরে সরে যায়। তাই দুর্গার হাতে ঘন্টা মানে , তিনি শুধু রাক্ষস দমন করেন না, মনের অন্ধকারও দূর করেন। ২) শুভ শক্তির আহ্বান। ঘন্টা ধ্বনি হলো দেবতাদের আহ্বানের প্রতীক। যখন ঘন্টা বাজ, তখন ইতিবাচক শক্তি বা পজিটিভ ভাইব্রেশনস চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। দেবী দুর্গা সেই শক্তির মূর্ত প্রতীক। ৩) চেতনার জাগরন । আধ্যাত্মিকভাবে ঘন্টার শব্দ ওঁ ধ্বনির কাছাকাছি। এটি মনকে একাগ্র করে, ধ্যানমগ্ন করে এবং মানুষের ভিতরের শুভ চেতনা জাগিয়ে তোলে। তাই দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টা মানে--চেতনার জাগরন।৪) ইতিবাচক ভাবনার বার্তা। ঘন্টাধ্বনি সবসময় সূচনা ও আশার প্রতীক। যেমন মন্দিরে পূজা শুরুর আগে ঘন্টা বাজে, তেমনি জীবনের অন্ধকার কাটিয়ে নতুন ইতিবাচক পথে হাঁটার সংকেত দেয় ঘন্টা। দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টা তাই এক মহাজাগতিক বার্তা-- অশুভকে সরাও, শুভকে জাগাও, ইতিবাচক ভাবনার সামনে এগিয়ে চলো। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ব্যাখা করলে বলতে হয়,স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে--'ঘন্টা শব্দে মহাদেবী সন্তুষ্ট হন এবং সেই শব্দেই অশুভ শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।' তাই দুর্গার হাতে ঘন্টা মানে অশুভ শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। " তাই দুর্গার হাতে ঘন্টা মানে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শাশ্বত ইতিবাচক বার্তা। সংক্ষেপে বলা যায়, দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টা শুধু অস্ত্র নয়, এক শুভ চেতনার প্রতীক। এটি অশুভকে দূর করে, ইতিবাচক ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

অসমঞ্জ সরকার

শিবমন্দির

ইউনিভার্সিটি এভিনিউ, গেট নম্বর ২, পোঃ এন বি ইউ

মোবাইল নম্বর ঃ ৯৬৩৫৫২২৬৪১

দেবী পক্ষ এবং পিতৃপক্ষ কি

অর্পিতা দে সরকার (বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

দেবী পক্ষ-- পিতৃ পক্ষ নিয়ে মানুষের মনে অনেক কৌতূহল থাকে। পিতৃপক্ষের শুরু ঃ ভাদ্র পূর্ণিমার পরদিন থেকে অর্থাৎ আশ্বিন কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথি। আর এর শেষ ঃ অমাবস্যা পর্যন্ত যা মহালয়া নামে পরিচিত। অর্থাৎ ১৫দিন ব্যাপী এই সময়টাকে পিতৃপক্ষ বলা হয় ।কিন্তু পিতৃ পক্ষে তর্পন কেন করা হয়। আসলে বিশ্বাস করা হয়, এই সময়ে পিতৃলোকে বা পূর্ব পুরুষদের জগতে আত্মারা ধরাধামে ফিরে আসেন। তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিল, জল, অন্ন প্রদান করে তর্পন করা হয়। তর্পন মানে শুধু আচার নয়, এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমাদের আজেকের অস্তিত্ব যাঁদের কারণে, তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো। অপরদিকে দেবী পক্ষের শুরু মহালয়া অমাবস্যার পরের দিন বা শুক্ল পক্ষের প্রতিপদে। এর শেষ পূর্ণিমা পর্যন্ত বা আশ্বিন পূর্ণিমায়। এরমধ্যেই শারদীয়া দুর্গোৎসব পালিত হয়। দেবী পক্ষের মাহাত্ম্য হলো পিতৃপক্ষের অন্ধকার ও শ্রদ্ধার সময় শেষে আসে আলো, শক্তি ও আনন্দের সময়-- দেবী পক্ষ। বিশ্বাস করা হয়, মহালয়ার দিনেই দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয় মর্ত্যে আসার জন্য।

দেবী পক্ষ মানে শুভ শক্তির জাগরন, অশুভের বিনাশ এবং মায়ের কোলে ফিরে পাওয়া আশ্রয় ।মহিষাসুর মর্দিনী ও মহালয়া নিয়ে দুটি কথা লিখছি। কথা আছে, অসুরদের রাজা মহিষাসুর দেবতা ও মানুষকে জ্বালিয়ে মারছিলেন। তখন দেবতারা শক্তি মিলিয়ে সৃষ্টি করেন দুর্গাকে। দেবী দুর্গা নয় দিন ধরে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাই মহালয়ার দিনে তাঁকে আহ্বান করা হয় এবং মহাষষ্ঠীতে মহিষাসুর বধের পালা শুরু হয়। তাই মহালয়ার দিন ভোরে মহিষাসুর মর্দিনী চন্ডীপাঠ শোনা এক অনন্য বাঙালি ঐতিহ্য। মহালয়ার বিশেষ মাহাত্ম্য হলো, মহালয়া মানে মহৎ আলয় বা মহৎ আবাহন। এই দিনে পূর্ব পুরুষদের তর্পন শেষ করে দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয়। এটি অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণের প্রতীক-- শ্রদ্ধা থেকে শক্তি এবং শক্তি থেকে শুভের জাগরন। সংক্ষেপে বলতে গেলে পিতৃপক্ষ হলো পূর্ব পুরুষদের শ্রদ্ধা ও তর্পন। মহালয়া হলো পূর্ব পুরুষদের বিদায় ও দেবীর আগমনের আহ্বান। দেবী পক্ষ হলো শক্তি, আশা ও ইতিবাচক ভাবনার উৎসব।

With Best Compliments From :
Adhir Paul

ADHIR PAUL
CELL : 9832339121
AMIT PAUL
CELL : 9832347999

Rup Bharati

Soil, Cement, Parish Plaster, Fibre Glass, Stone Model, Maker and General Order Suppliers

ALL KINDS OF DECORATION ITEMS & PRATIMA AVAILABLE HERE

KUMARTULI, SILIGURI, DIST. DARJEELING

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটার্স

উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট

শিলিগুড়ি

শরতের আগমন

ডঃ অসমঞ্জ সরকার
(শিবমন্দির)

শরতের আগমনবার্তা লয়ে।
প্রকৃতি হাসে কাশবনে ফুল ফুটিয়ে।
শিউলির গন্ধে চারিদিক মাতিয়ে।
জুঁই, বেলি, দোলনচাঁপা, রাধা চূড়ায়
ভরিয়ে।
প্রকৃতি হাজির রঙবেরঙের ডালি সাজিয়ে
ছোটরা খুশি নতুন জামা-কাপড় পেয়ে।
বড়রা খুশি ভাল-মন্দ রান্না খেয়ে।
এসেছেন মা সঙ্গে নিয়ে আগমনী গান।
শরতের প্রভাতে যেমন নবরবিকিরণ।
জীবনের ছন্দে সঞ্চারিত নতুন প্রাণ।
নব অনুরাগে মেতে কোটি প্রাণ একমন।
কিন্তু কে ভাবে, সেই ম্লান মুখখানা।
যার এ বয়সে আনন্দে মেতে ওঠায় নেই
মানা।
জানেনা সে পুজোর নতুন কাপড়, ভাল
খাবার।
জানে শুধু সংগ্রাম, কষ্ট আর অনাহার।
তবে কি দেশ আজ যাবে রসাতলে?
সমাজের দুর্বত্তদের হাতে তলে তলে!
ভাঙো তবে এই বেলা সেই বেড়াজাল।
ঘুচাও দীনতা, দূর কর সব বাধা জঞ্জাল।
এসো মা দুর্গা, মা দশভুজা,করো সংহার।
নাশ কর যত অশুভ শক্তি, বাঁচাতে
বিশ্ব-সংসার।
জয় মা দুর্গা, তোমার জয়জয়কার।

ঘরের উমারা

অশোক পাল
(ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ)

যদি এমন হতো আগামীকাল থেকে
চিত্র গুপ্ত তাঁর ডাইরিটা নিয়ে হাজির হন
দুয়ারে দুয়ারে?
পালানোর পথ খুঁজে পাবনা আর!
আমি তো রাস্তায় বের হলেই
অগণিত স্বপ্ন হীন চোখের তারায়
যন্ত্রণার সাগর খুঁজে ফেরি করি
একটা অপেক্ষার সকাল
যেখানে স্বপ্নরা দরজায় কড়া নেড়ে বলবে
এবার স্বপ্ন পূরণের পালা!
প্রতিদিন যে এত এত স্বপ্নরা হারায়
যায় কোথায়?কেন হারায়?
আর দুঃখ এসে বিবস্ত্র করে অস্তিত্ব!
পরিত্রাণের অস্ত্র শস্ত্র কি নেই!
শরতের কাশবন তো বছর বছর গজায়
আগমনীর আগমনে চারপাশ বদলে যায়
নেতিয়ে পড়ে দুঃখের কোরাস!
কৈলাশ থেকে উমা আসে যায়
আর ঘরের উমারা প্রতিদিন
লাশকাটা ঘরে পড়ে থাকে!
অভয়া-কবে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরবে?
অন্ধকার রাতেও কবে পূর্ণিমার
আলোর মত মনে হবে!!

আইসক্রীম

শিপ্রা পাল (বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

অনুপের এলার্ম দেয়া ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই ধরপড়িয়ে ওঠে পড়ে কিন্তু প্রথমটা ঠাওর করতে পারে না ঠিক কোনখানে সে শুয়ে আছে। চোখ খুলতেই দেখে পাশে কলমী, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বেড়িয়ে পড়ে পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ির উদ্দেশ্যে। কোনোরকমে বাড়িতে পৌঁছে অফিসের জন্য প্রস্তত হতে থাকে, মৌটুসির নানা প্রশ্নে বিদ্ধবান অনুপ সবটাই এড়িয়ে বলে, মৌ আমি অফিস থেকে এসে কথা বলবো। প্লীজ তুমি কিছু মনে করো না আমার অলরেডি দেরি হয়ে গিয়েছে-- একথা বলেই অনুপ দরজা ঠেলে বেড়িয়ে যায়। অনুপ চলে যেতেই মৌটুসি রাগে গজগজ করতে থাকে, রান্নার মাসি এসে জিজ্ঞেস করে বৌদি কি রান্না করবো? মৌ এ কথা শুনে আরো খানিকটা রেগে যায় ভেতরে ভেতরে-- যে লোক কোনো কিছু বলার প্রয়োজন মনে করে না এমন কি কোথায় গিয়েছিলো সেটিও ঠিকমতো জানা নেই তার জন্য মৌ এর এতো মাথাব্যথা হবে কেনো! মাসীকে বলে তোমার যা মনে হয় তাই করো, মাসি বুঝতে পারে বৌদির মাথা গরম আছে তাই কথা না বাড়িয়ে রান্নার জন্যে নিজের মতো করে গোছাতে থাকে। অনুপ অফিসে পৌঁছে নানা কাজের মধ্যে ডুবে যায়-- যখন পিয়ন এসে বলে, স্যার অনেক রাত হয়েছে সবাই চলে গেছে আপনি বাড়ি যাবেন না? অনুপ বলে ওঠে হ্যাঁ এখুনি বেরুবো----। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলে একটা ভালো আইসক্রীম সব এ দাঁড়াবে, কলিং বেল এ চাপ দিতে কাজের মাসী এসে দরজা খোলে। মাসী বলে, দাদা বৌদি বলে গেছেন, বৌদি বান্ধবীদের নিয়ে বেড়িয়েছেন-- উনার আসতে দেরী হবে।

বেসিন পড়ে-থাকা আইসক্রীমগুলো ট্যাপের জলের সাথে মিলেমিশে গলতে থাকে। অনুপ দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তা দেখে।

With Best Compliments From :~

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

ব্রাত্য সুব্রত

বাপি ঘোষ

সুব্রত ভদ্র আজ ষাটের কাছাকাছি বয়সী এক হোম্যিপ্যাথি চিকিৎসক। গ্রামের বাড়ির বড় ছেলে, অথচ সংসারের চোখে তিনি একেবারেই ব্রাত্য। তাঁর বাবা অলিপ ভদ্র ছিলেন ভক্ত মানুষ -- ভক্তির অন্তরালে লুকিয়ে ছিল সংসারের প্রতি অদ্ভুত নির্দয়তা। সারাক্ষণ হরিনাম কীর্তনে মগ্ন অলিপবাবু সংসারের রুটি-রোজগারের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। সংসারে চাল নেই, ভাত নেই, অথচ তাঁর ধ্যান কেবল খোল বাজানোতে। স্ত্রী আরতিদেবী যদি প্রতিবাদ করতেন, তবে উত্তর আসত গায়ের জোরে, আঘাতে।

এই সংসারের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ান আরতির মা-- মনিহার সরকার, এক সরকারি দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। লেখাপড়ায় অল্প হলেও তিনি ছিলেন অকপট, সোজাসাপটা মানুষ। বড় নাতি সুব্রতের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে তিনি নিজের সামর্থ্য মতো দায়িত্ব নিলেন। ছোট্ট সুব্রত যখন দিদিমার স্নেহে মানুষ হচ্ছে, তখন তার মায়ের দিন কেটেছে অশ্রুতে ভিজে। সংসারের খরচ জোগাতে কখনও ভাড়া বাড়ি পাল্টে থাকতে হয়েছে,কখনো চানাচুর কারখানায় কাজ করতে হয়েছে। এমনকি আরতিদেবী বহু বার রেললাইনে দাঁড়িয়ে জীবনের ইতি টানতে চেয়েছেন--কিন্তু প্রতিবেশীরা টেনে ফিরিয়ে এনেছেন।

শৈশবেই সুব্রত বুঝে গিয়েছিল বাবার চোখে তার ভবিষ্যতের কোনো মানে নেই। দুর্গোৎসবের দিনেও তার ভাগ্যে জোটেনি নতুন জামা। চারপাশে সমবয়সীরা যখন রঙিন পোশাক পরে আনন্দ করত, তখন সুব্রত দিদিমার দেওয়া একটি সুতি কিংবা পলিয়েস্টার জামা পরে হেঁটে বেড়াত। তার দুই ভাইও দিদিমার দানেই নতুন জামা পেতো।

মনের গভীরে একদিন বড় গবেষক হবে, অথবা সঙ্গীতশিল্পী হবে-- এই স্বপ্ন লালন করলেও সংসারের আর্থিক চাপে সেসব আর হলো না। অল্প পড়াশোনা শেষ করেই নামল হোমিওপ্যাথি ডাক্তারিতে। তখনকার দিনে বহু মানুষ যেমন সামান্য বইপত্র পড়ে ডাক্তারি শুরু করতো, সেও সেই পথে হাঁটল। ভাগ্যক্রমে হাতযশ ভালো ছিলো, রোগীও ভরসা রাখল। কিন্তু যা রোজগার হতো, তার পুরোটাই বাবার হাতে তুলে দিতো। তার ভাবনা ছিলো--এই টাকায় সংসার আবার মূল স্রোতে ফিরবে, মা এর দুঃখ ঘুচবে, ভাইয়েরা স্বনির্ভর হবে।

যদি চাইত, নিজের নামে জমি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সবই করতে

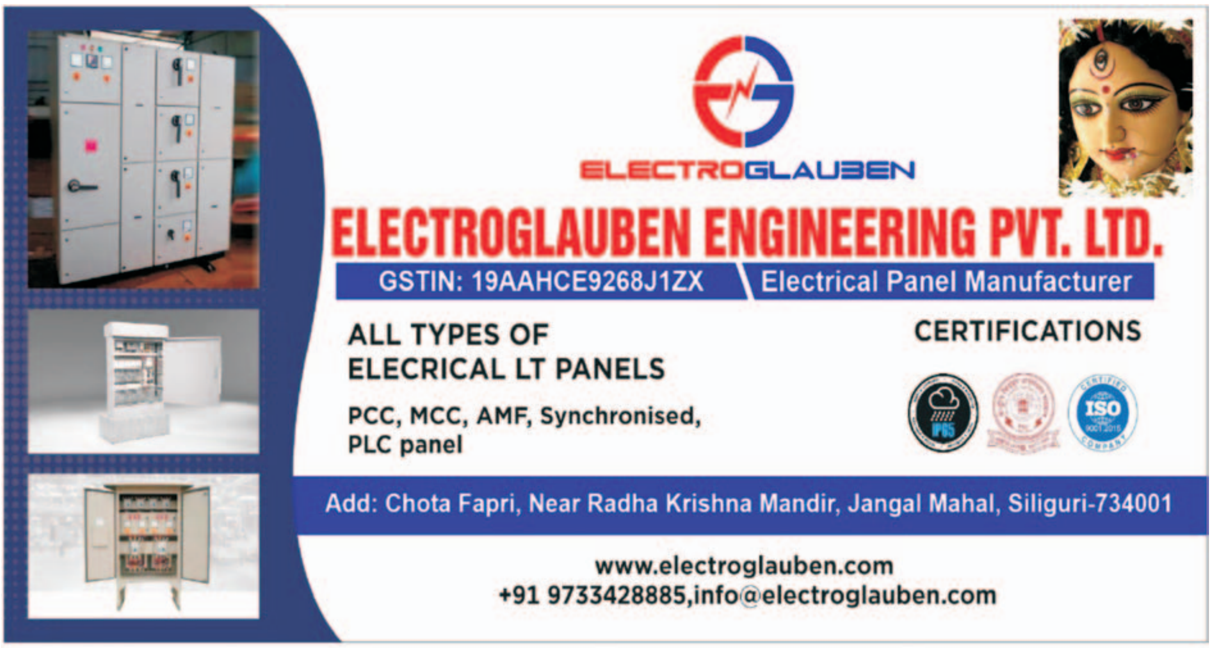

পারতো। কিন্তু সেদিন স্বার্থপরতা তার মনে প্রবেশ করেনি। ফলে ভাইয়েরা আজ প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক, আর সে নিজে আজ আর্থিকভাবে একেবারে ভিখারির মতো। বরঞ্চ ভিখারিদেরও আজকাল অনেক পয়সা আছে, অনেক সঞ্চিত অর্থ আছে, সুব্রতর সেটাও নেই।

বাবার পছন্দেই তার বিয়ে হয়েছিল, ভাগ্যে মিলেছে এক মানসিকভাবে অসুস্থ স্ত্রী। তাই আলাদা হয়ে গেছে সংসার। স্ত্রী কখনও তার মায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনি। আজ সুব্রত যে টাকায় জমি কিনেছিল, তার সবই বাবার নামে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। সেই বাড়িতে আজ একা থাকেন মা আরতিদেবী। সুব্রত নিজে বাইরে, বিচ্ছিন্ন।

জীবনের দিকে তাকালে তার বুক ফেটে যায়-- এত অর্থ উপার্জন করেও সে না মা এর সব দুঃখ ঘোচাতে পেরেছে, না নিজের কন্যার ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করতে পেরেছে। মেয়ে আজ কলেজ উত্তীর্ন, বিবাহযোগ্যা। অথচ তার কাছে নেই একটি বিয়ের খরচ জোগাড়ের সামর্থ্য। ভাইদের শরণাপন্ন হলেও তারা ভাগের জমি বিক্রি করে সমাধান দিতে পারেনি।

মাঝেমধ্যেই মনে হয়, এ জীবনের ভার আর বইবার নয়-- আত্মহত্যার কথাও ভাবে। কিন্তু কিছু শুভাকাঙ্খী মানুষ তাকে টেনে রাখে, ভরসা দেয়। তবুও নিজের সমস্ত কষ্ট চাপা দিয়ে সুব্রত এখনও চেষ্টা করে অন্য গরিব, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে, যাদের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক নেই।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের সময়ে দিদিমা মনিহার আর মা আরতিদেবীর স্মৃতি তার হৃদয়ে আবার জেগে ওঠে। চোখ ভিজে যায়। জীবনের সমস্ত দুঃখ, দহন, বঞ্চনা সে সমর্পন করে দেয় দেবী দুর্গার চরনে। তার একমাত্র প্রার্থনা, “ হে জগৎজননী মা দুর্গা, সব অন্যায়-অত্যাচারের বিচার তুমি করো। আমি আমার দুঃখ, আমার বেদনা, আমার কন্যার ভবিষ্যৎ--সব তোমার হাতে তুলে দিলাম।”

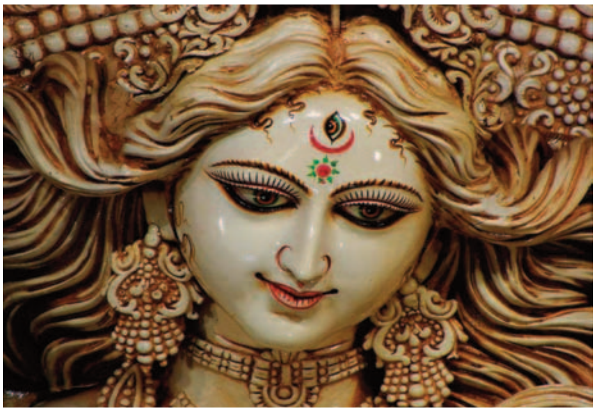

পুজো সবার ভালো হউক

মৃনাল পাল

(মনা--কর্নধার, সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, শিল্প তালুক, সেবক রোড,দুই মাইল, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ শারদীয়া। শুভ শারদীয়ার এই মুহুর্তে সকলের মঙ্গল কামনা করছি। বছরের এই বিশেষ দিন বাংলার সব বাসিন্দাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বস্ত্র পড়ে মায়ের কাছে যাওয়া, সকলে মিলে পুজো দেখতে বের হওয়া। এসবের আনন্দই আলাদা। তবে শৈশবে যে পরিবেশ দেখেছি সময়ের নিয়মে আজ অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। পুজোর ভাবনাতে আরও যা বলতে চাই, পুজোকে কেন্দ্র করে আমাদের সামাজিক কাজ চলে। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের তরফে দর্শনার্থীদের জন্য পানীয় জল এবং বুঁদিয়া বিতরন করে আসছি।পুজো উপলক্ষ্যে আমরা আরও অনেক জায়গায় খাদ্য বিতরনের জন্য সহযোগিতায় করে থাকি। সামাজিক ও মানবিক কাজকর্ম আমাদের চলতেই থাকে। পুজোর মধ্যে আমরা চাই সবাই ভালো থাকুক। যারা দরিদ্র, অসহায় মানুষ তাদের মুখে হাসি ফোটানো আমাদের সকলের সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য। কেননা একদল অসহায় মানুষ পুজোর মধ্যে দুঃখে থাকলে তাতে কখনও মা দুর্গা প্রসন্ন হতে পারেন না। দরিদ্র অসহায় মানুষের সেবাই ঈশ্বর সেবা। পুজো সবার ভালো কাটুক।

সকলকে শুভ শারদীয়া

কাশ ফুলের আনাগোনা,শিউলি ফুলের গন্ধ মনে পড়ে। আবারও এসে গিয়েছে মা দুর্গার পুজো। সকলের ভালো মতোন পুজো কাটুক, সকলের জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন-- মায়ের কাছে এটাই রইলো প্রার্থনা

প্রতাপ জুয়েলার্স

হায়দরপাড়া বাজার, শিলিগুড়ি --০৬

প্রতাপ কর্মকার : 9832453477

অনন্ত কর্মকার : 9851224329

HUID HALLMARK

গহনার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এবারও সেবার মনোভাব নিয়ে বিশ্বকর্মা পুজো

অপূর্ব ঘোষ

(সমাজসেবী এবং শিল্পোদ্যোগী, জ্যোতিনগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে প্রথমেই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। দুর্গা পুজোর প্রাক মুহূর্তে আমরা প্রতি বছর শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এইপুজোর মাধ্যমে আমরা মানুষের সেবা করাকেই ঈশ্বর সেবার বড় ব্রত হিসাবে বেছে নিই। আমাদের ইলেক্ট্রা গ্লোউবেন ইঞ্জিনীয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের তরফে শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া ছোটা ফাঁপড়িতে ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করি। পূজা উপলক্ষ্যে নানান সামাজিক ও মানবকল্যানমূলক আয়োজনও ছিলো। সকালে হয় রক্ত দান শিবির, তার সঙ্গে বস্ত্র বিতরন। এর সঙ্গে চলতে থাকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এছাড়া চলতে থাকে প্রসাদ বিতরন। অনুষ্ঠানে সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ, শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী বিশ্বধারণানন্দ মহারাজ এবং পদ্মশ্রী করিমুল হককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি মনে করি পূজার সঙ্গে সঙ্গে সেবামূলক কাজই ঈশ্বর সেবা। তাই এই ধরনের আয়োজন আমাদের বিশ্বকর্ম পুজোর মধ্যে চলে। শারদীয়া পুজোর প্রাকমুহূর্তে আমাদের বিশ্ব কর্মা পুজোর মধ্যে দিয়ে অনেক দুঃস্থ অসহায় মহিলার হাতে আমরা নতুন বস্ত্র তুলে দিই। তাতে পুজোর মুখে তাদের হাসি ফোটে। আবার রক্ত দানের মতো কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা মুমুর্ষ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। পুজো সকলের ভালো কাটুক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন প্রার্থনা থাকলো।

পুজোর সঙ্গে মানবসেবা

উৎপল সরকার

(সাধারণ সম্পাদক, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন, সেবক রোড, দুই মাইল, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন থেকে খবরের ঘন্টার সমস্ত পাঠকদের জানাই শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছ। সেই সঙ্গে দেবী দুর্গার কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করি। আমরা আমাদের শিল্প তালুক এলাকায় শিল্পোদ্যোগীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নানারকম কর্মসূচি গ্রহন করে থাকি। তার পাশাপাশি আমরা শুধু শিল্প বা ব্যবসা নিয়েই মেতে থাকি না, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহন করে থাকি। অনেক উদাহরন রয়েছে। সম্প্রতি একজন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র আইজারে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু অর্থের অভাবে সেখানে পড়তে যাওয়ার জন্য সিট বুক করতে পারছিলো না। আমরা সংগঠনের তরফে তার হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেক তুলে দিই। তার আগে পায়েল বর্মন নামে একজন স্ট্রেংথ লিফটার থাইল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার জন্য সমস্যায় পড়ে। তাকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করি। এভাবেই আমি এবং আমরা সামাজিক ও মানবিক কাজ চালিয়ে যাবো। এর পাশাপাশি বলি, আমি শিলিগুড়ি সেবক রোড দুই মাইল লাগোয়া সরকার পাড়ায় অবস্থিত শিলিগুড়ি ম্যানসরোভার ক্লাবের সভাপতি । সেই পুজো এবার ৬৭ বছর অতিক্রম করতে চলেছে। দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে মন্ডপ তৈরির জন্য রথ যাত্রার দিন খুঁটি পুজো হয়। সেই ক্লাবে এবারের পুজোর থিম জয়পুরের হাওয়ামহল। সেই মন্ডপকে অনুসরন করে প্রতিমা হচ্ছে। পুজো উপলক্ষ্যে কিছু সামাজিক কাজও হবে।

সবশেষে সকলকে আবারও শারদীয়ার শুভেচ্ছা এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

উৎসব উপহারে - নিত্য প্রয়োজনে

M. 9732480258
9735321269

কোণি ড্রেসেস

প্রোঃ বাবলি পাল

সুটিং-সার্টিং, ছাপা শাড়ি, ফ্যান্সি শাড়ি, তাঁত শাড়ি, চুড়িদার নাইটি, টি-শার্ট, জিনস প্যান্ট, রেডিমেড পোষাক, ধুতি, লুঙ্গি বিক্রেতা

ফুলবাগান,
পোঃ তালগাছি,
পিন - ৭৪২১৪৯
SBCO ইট ভাটার সামনে,
মুর্শিদাবাদ

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

Raiki Grandmaster

Teacher with Crystal Channel

Mrs. Shampa Nandi

Bishranti Bhawan
Ramkrishna Road
Ashrampara
Siliguri--734001
Darjeeling Distt.
Contact :9474764544
Susweta Bose :8167398320

বাংলার গর্ব ঃ সঞ্জয় মুখার্জির এস আই সার্জিক্যাল ইথিওপিয়ায়, শিলিগুড়িতে দেশের প্রথম মেডিক্যাল ইক্যুইপমেট মল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাংলার শিল্প জগতে নতুন ইতিহাস গড়ছে এস আই সার্জিক্যাল।প্রতিভাবান শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জির নেতৃত্বে এই সংস্থা আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে উজ্জ্বল নাম। ইতিমধ্যেই ৩২টিরও বেশি দেশে পৌঁছে গেছে তাদের চিকিৎসা সরঞ্জাম। দুবাইয়ের পর এবার ইথিওপিয়ায় শুরু হলো নতুন কারখানা। শুধু বিদেশেই নয়, দেশের ভেতরেও এক অভিনব উদ্যোগ-- শিলিগুড়ির ফুলবড়িতে গড়ে উঠেছে ভারতের প্রথম মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট মল। এখান থেকে চিকিৎসক, নার্সিং হোম মালিক ও উদ্যোক্তারা পাচ্ছেন বিশ্ব মানের সরঞ্জাম ও সার্ভিসিংয়ের সুবিধা।

বাংলার শিল্প সম্ভাবনাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে এস আই সার্জিক্যাল। প্রতিভাবান বাঙালি শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জির দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বহু প্রতিকূলতা ও সংগ্রাম পেরিয়ে তিনি প্রমান করেছেন--বাংলার মাটিতেও বড় শিল্প গড়ে ওঠে এবং বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

সম্প্রতি দুবাইয়ের পর ইথিওপিয়ায় চালু হয়েছে এস আই সার্জিক্যালের নতুন কারখানা। বর্তমানে বিশ্বের ৩২টিরও বেশি দেশে সংস্থার তৈরি চিকিৎসা সরঞ্জাম পৌঁছে যাচ্ছে নিয়মিত। শুধু বিদেশ নয়, দেশের ভেতরও এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির চুনাভাটি মোড়ে সিনার্জি টাওয়ারে গড়ে উঠেছে ভারতের প্রথম মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট মল। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মলে ওটি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, হাসপাতালের বেড থেকে শুরু করে নার্সিং হোমের প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম সহজলভ্য।আগে শিলিগুড়ির চিকিৎসকরা বাইরের রাজ্য থেকে ইক্যুইপমেন্ট কিনে নানা সমস্যায় পড়তেন, বিশেষ করে খারাপ হলে সার্ভিসিংয়ের অভাবে ভুগতে হতো। এস আই সার্জিক্যাল সেই শূন্যস্থান পুরন করেছে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ ছাড়াও অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর ও অরুনাচল প্রদেশ থেকেও বহু চিকিৎসক ও উদ্যোক্তা এই মলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৌমেন দে জানিয়েছেন, এই মলের সহায়তায় ইতিমধ্যেই নতুন নতুন নার্সিং হোম তৈরি হচ্ছে। শুধু অসমেই চারটে নতুন নার্সিং হোম তৈরির কাজ চলছে এস আই সার্জিক্যাল ফুলবাড়ির তত্বাবধানে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো-- এখন অনলাইনেও পাওয়া যাচ্ছে সরঞ্জাম। ''এস আই সার্জিক্যাল শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি '' সার্চ করলেই চিকিৎসকরা সহজেই অর্ডার করতে পারছেন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বাংলার মাটি থেকে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান আজ বিশ্ব দরবারে সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জয় মা দুর্গা

রিঙ্কু মিত্র পাল
(কল্যানী, নদীয়া)

মাগো, তুমি আসবে বলে--
খুশিতে ভরেছে মন।
নতুন সাজে সেজে তোমায়
দেখবো কতক্ষণ!
কিন্তু আকাশটা যে মেঘলা ভারী,
শেষ হয়নি বর্ষণ!
তুলোর পেঁজা মেঘগুলি সব,
পায়নি এখন ছাড়া।
ওদের বুঝি কাজ বাকি আছে,
হয়নি এখনো সারা।
এইতো আজ দেখতে পেলাম--
বিলের ধারে, ঝোপে ঝাড়ে
সাদা কাশফুল রাশি রাশি।
জলে ফুটে শালুক, পদ্ম
করছে হাসাহাসি।
ওই দূর আকাশে, যাচ্ছে উড়ে
বলাকারা সারি সারি।
কাশফুল যেন ডাকছে তাদের--
দোলায়ে মাথা নাড়ি।
রাতের বেলা বাড়ির উঠোনে
ফুটছে শিউলি ফুল।
সুগন্ধতে বাড়িময়
করছে ভুরভুর।
শুধু,সকাল বেলার সোনালী
আলোয়, এখনও দেখিনি কিন্তু!
দূর্বা ঘাসের আগায়
ঝলমলে মুক্তবিন্দু।
দিকে দিকে জল থই থই,
মানুষের যে কী দূরাবস্থা!
দুর্গতি নাশিনী তুমি,
ঘোচাও মোদের দূর্দশা।
আর, মর্ত্যের অসুরগুলোর,
বেড়েছে মহা বাড়!
তুমি এসো মাগো---
ওদের করবে সংহার।
মাতৃরুপিনী,শক্তিদায়িনী,
করি তোমায় ভক্তি।
অশুভ শক্তির বিনাশ করতে,
দিও মোদের শক্তি।
মাগো, বাপের বাড়ি স্বাগত তোমায়, অন্তত
পাঁচটি দিন থেকো। ছেলেমেয়েকে সঙ্গে
নিয়ে,ত্বরা করি এসো।

শৈশব

রিয়া মুখার্জি
(লেখিকা, শিলিগুড়ি)

আর সেই রং নেই আকাশে ও বাতাসে
ফ্যাকাশে পুজোর রং জীবনের অবকাশে,
শুধু সোশ্যাল মিডিয়া ভোরে পুজোর
উচ্ছ্বাস,
আসল জীবনে সবাই হতাশ,
মেলাতে স্ট্যাটাস সবাই হাসিমুখে দেয় ছবি,
জীবন তাদের বিতৃষ্ণায় ভরা নেই কোনো
স্মৃতি,
শুধু ছবিতে ভরা জীবন সেই শৈশবের খুশি
কোথায়,
খুঁটি পোতার সাথে সাথে চোখ ভরে উঠত
আশায়,
স্কুল থেকে ফেরার পথে প্যান্ডেল বাঁধা
দেখার ছিল খুশি,
চোখ ধাঁধানো রংমহল নয় সাধারণ বাঁশ স্বপ্ন
সাজাতো গুটিগুটি
বছরের প্রতিদিন নয় পুজোয় পেতাম নতুন জামা,
প্রতিটা পুজোয় পড়ার পরেও তা হারাতো না
গরিমা,
এখানকার দিনে কেনা ২৫টি জামাও সেই
খুশি তো আর দেয় না,
আজকাল পুজোর মানে নানানরকম
ভ্যারাইটি,
সেই সাধারণ শৈশবের পুজোর আনন্দ
আমরা কি আর ফিরিয়ে দিতে পারি।

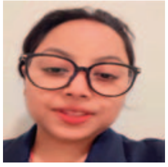

আইসল্যান্ডে দুর্গাপুজো

অঙ্কিতা রায়চৌধুরী (খবরের ঘন্টা)

আইসল্যান্ডের দুর্গাপুজোর উৎসবটা হলো ঠান্ডা আর রুক্ষ পরিবেশের মধ্যে উষ্ণতা আর রঙের একটা গল্প। এই গল্প একটা ছোট্ট কমিউনিটির নিজেদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার কাহিনী।

রোকিয়াডিকের একটা ছোট হল ঘরে উৎসব শুরু হয়, বাইরে তখন কনকনে উত্তরের বাতাস। এই ঠান্ডা এখানকার আবহাওয়ার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।কিন্তু হলের ভিতরে অন্য এক উষ্ণতার পরিবেশ। পুজোর প্রানকেন্দ্র হলেন মা দুর্গা। তবে এই প্রতিমা কলকাতার প্রতিমার মতো নয়, এর মধ্যে মিশে আছে আইসল্যান্ডের প্রাণশক্তি। মা-কে তৈরি করা হয়েছে আগ্নেয়গিরির ছাই-কালো, গুঁড়ো গুঁড়ো লস দিয়ে, যা এখানকার ল্যান্ডস্কেপ জুড়ে ছড়ানো। যখন লাল আর সোনালি রঙে প্রতিমা সেজে ওঠে, তখন মনে হয় যেন দুটো ভিন্ন জগতের মিলন ঘটেছে-- একদিকে হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী অসুরদলনী সংহারকারীর রুপ নেওয়া দেবী আর অন্যদিকে আগ্নেয়গিরির দ্বীপের আদিম শক্তি। তিন দিন ধরে এই হলঘরটা হয়ে ওঠে বাঙালির সংস্কৃতির এক ছোট সংস্করন। পুজোর সঙ্গে এখানে চলে ঘরোয়া খিচুড়ি আর ধুনো পোড়ার গন্ধের মিশেল। এর সঙ্গে যোগ হয় মন্ত্র পাঠ আর বাচ্চাদের হাসির শব্দ। এই ছোট্ট বাঙালি কমিউনিটির কাছে এই উৎসব শুধু একটি পুজো নয়, বরং নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার একটা মাধ্যম।

সবচেয়ে সুন্দর মুহুর্তটা আসে যখন রাতের বেলা সবাই বাইরে যায়। আকাশে তখন নর্দার্ন লাইটসের সবুজ আর বেগুনি রঙের পর্দা নেমে আসে। হলের ভেতরে জ্বলা প্রদীপ আর মন্ত্রের সুরের সঙ্গে আকাশের এই আলোর খেলা এক দারুন মিল তৈরি করে। এর থেকে বোঝা যায়, মানুষের মনের জোর থাকলে যে কোনো জায়গাতেই আলো আর উষ্ণতা তৈরি করা যায়। এটা শুধু একটা পুজোর গল্প নয়। এটা পৃথিবীর এক কোণে বসে এক সম্প্রদায়ের নিজেদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার গল্প। এটা এমন এক দেবীর গল্প, যিনি আগ্নেয়গিরির ছাই দিয়ে তৈরি হয়েও আলো আর ভালোবাসার বার্তা নিয়ে এসেছেন সুদূর উত্তর মেরুর এই দেশে।

বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়ে পুজো পরিক্রমা

নবকুমার বসাক
(কর্ণধার, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমরা শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্ম করে থাকি। শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর সংহতি মোড়ের দেবগীতা এপার্টমেন্টে আমাদের কার্যালয় রয়েছে। আমরা চা বাগানে বস্ত্র বিতরন করে থাকি। দুঃস্থ অনাথ শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরন করে থাকি। তার সঙ্গে আমরা সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে শিবমন্দির এলাকায় শুরু করেছি আশ্রয় নামে এক বৃদ্ধাশ্রম। সেই বৃদ্ধাশ্রমে এখন অনেকেই এসে বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করছেন। পুজোর মধ্যে এবারে আমরা দুঃস্থ অসহায় শিশুদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিতরনের কর্মসূচি গ্রহন করেছি। এর সঙ্গে আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়ে পুজো পরিক্রমা করবার এক কর্মসূচি গ্রহন করেছি। গাড়ি নিয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের পুজো দেখানোর উদ্যোগ নিয়েছি। তাছাড়া এই উৎসব পর্বে কেউ যদি মনে করেন আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়ে কর্মসূচি গ্রহন করবেন তবে তা করতে পারেন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নম্বর ঃ ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/৯০৬৪১২৫৭৪৭।

পুজোর মধ্যে বস্ত্র বিতরন

সুজিত ঘোষ
(বাপি, সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে প্রথমেই হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির তরফে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমরা চাইবো পুজো সকলের ভালো কাটুক। পুজো উপলক্ষ্যে আমরা এবারও মহাপঞ্চমীতে বস্ত্র বিতরনের কর্মসূচি গ্রহন করেছি। এর বাইরে আমরা পুজোর কটা দিন হায়দরপাড়াতে সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সঙ্গে যৌথভাবে বুঁদিয়া ও পানীয় জল বিতরনের কর্মসূচি গ্রহন করেছি। পুজো দর্শনার্থীদের জন্য আমাদের এই বিশেষ সেবা। আর পুজোর মুখে হায়দরপাড়াতে বড় খবর হলো, মাছ বাজার ও সব্জি বাজারে এবারে বসছে সিসি ক্যামেরা। পুজোর আগেই তা উদ্বোধন হয়ে যাবে। তাতে সেখানে চুরি ইত্যাদি অনেক ঠেকানো হয়ে যাবে। সেখানে সাইকেল ইত্যাদি চুরি হচ্ছিলো। ব্যবসায়ী সমিতি সাধারণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করছে। এর আগে মাছ বাজার জলের সমস্যা মেটাতে বোরিং বন্দোবস্ত করা হয়। সকলকে আবারও শারদীয়া শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন।

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় পুজোর থিম তিনকাল

নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলগুড়ি)

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টার সম্পাদক এবং খবরের ঘন্টা পরিবারের সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টার সব পাঠকপাঠিকাদেরও আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো এই দুর্গোৎসব। বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন এই উৎসবে। কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা বাড়িতে বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকলে একবার হলেও ইচ্ছা হয় কষ্ট করে মায়ের দর্শন করার জন্য মন্ডপ ঘুরে আসা। এই উৎসবে এখন সকলে সামিল হয়। কোনো ভেদাভেদ নেই। হিন্দু মুসলিম খ্রিষ্টান বৌদ্ধ জৈন সকলেই মায়ের পুজোয় সামিল হন। বাংলার এই পুজো মানে সকলের মেলবন্ধন এবং সম্প্রীতির উৎসব। শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতেই এখন এই উৎসব বা দুর্গা পুজো ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি বিদেশেও যেমন আমেরিকা, লন্ডনেও পুজো হচ্ছে উৎসাহের সঙ্গে। পুজো এখন বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, হিন্দি বা অন্য ভাষাভাষীরাও সকলে মিলে এই উৎসবে সামিল হচ্ছে।

পুজোর মধ্যে নতুন বস্ত্র পড়ার মজাই আলাদা। সকাল বেলা স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পড়ে অঞ্জলি দিতে যাওয়ার আনন্দ অন্যরকম। বহু ছেলেমেয়ে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন কিন্তু পুজোর ছুটিতে তারা বাড়িতে আসেন। ফলে অধিকাংশ বাড়িতে আনন্দের এক মহল তৈরি হয়। বাঙালি আবার ভ্রমনপিপাসু। ফলে পুজোর ছুটিতে অনেকে ঘুরতে বের হন। কেউ যাচ্ছেন পাহাড়ে, কেউবা সমুদ্রের ধারে। কেউবা বিদেশে। আর ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত পোষাক বা অন্য সামগ্রী কেনাকাটা করতে বের হয়। ফলে বাজারও জমে ওঠে। কাপড়ের দোকানের মালিকরা সারা বছর ধরে বসে থাকেন বছরের এই সময়টার জন্য। পুজোকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়। বিগ বাজেটের পুজোগুলো ঘিরে অনেকের নানারকম কাজের বন্দোবস্ত হয়। বড় বড় বস্ত্র কোম্পানিগুলো আবার এই পুজোকে কেন্দ্র করেই নতুন নতুন ডিজাইনের জামাকাপড় তৈরির কাজে নামে। সবমিলিয়ে পুজো মানে বাংলার জীবনে বিশেষ করে এক বিশেষ আনন্দ যা বলে বোঝানো যায় না।

পুজোর মধ্যে আমাদের পুলিশ প্রশাসন চিকিৎসক দমকল কর্মী বিদ্যুৎ কর্মী তাঁরা সকলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পুলিশের কর্মীদের স্ত্রী পুত্র রয়েছে। কিন্তু তারা সব আনন্দ বিসর্জন দিয়ে আইনশৃঙ্খলা, যান নিয়ন্ত্রনের কাজে নামেন। কাজেই তাদের ভূমিকার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। ডাক্তাররাও হাসপাতালে এমার্জেন্সি কাজ করেন স্ত্রী পরিবার ভুলে। মানুষের সেবাকেই তারা বড় ধর্ম মনে করেন। এইসব পেশার মানুষদের সত্যি স্যালুট জানাতে হয়। সাংবাদিকরাও সব বাদ দিয়ে এইসময় সেবা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কাজেই আমাদের সাধারণ নাগরিকদেরও সুস্থ নাগরিকের মতো ভূমিকা পালন করা জরুরি। যেমন মাইকের শব্দ যাতে অসুস্থ মানুষের ক্ষতি না করে তা দেখতে হবে। আমি অনেক রাত পর্যন্ত মাইক বাজিয়ে চললাম কিন্তু কোনো লোকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলো কিনা তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।আমরা বাজিপটকা ফাটিয়ে চললাম কিন্তু তাতে কোনো রোগীর ক্ষতি হচ্ছে কিনা, পশুপাখিগুলোর কি কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না তবে সেই ধরনের আনন্দ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই সকলের কাছে আমার আবেদন, আপনারা আনন্দ করুন কিন্তু আপনার আনন্দ অন্যের জন্য যাতে নিরানন্দের কারন না হয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখুন।

এবারে আসি আমাদের হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো প্রসঙ্গে। বিগত কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে আমরা থিম পুজো করে আসছি। এবছর আমাদের ৫৬তম বর্ষ। পুজোর থিম, তিনকাল। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীতে আমাদের কি ছিলো, গাছপালা বিশুদ্ধ পরিবেশ। চারদিকে শরীর চর্চা বা খেলাধূলা। মানুষের হাঁটাহাঁটির অভ্যেস। নির্ভেজাল খাদ্য। গরমে গরম বোঝা যেতো, বর্ষায় বর্ষা বোঝা যেতো, শীতে শীত উপলব্ধি করা যেতো। অর্থাৎ গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত সবই বোঝা যেতো। কিন্তু সেই অতীত আমাদের আর নেই। বর্তমান আমাদের কাছে যেন সঙ্কটময়। বিজ্ঞানের দৌলতে আধুনিকতা, প্রযুক্তি, বড় বড় বিল্ডিং, মোবাইল, এসি সবই এসেছে বটে কিন্তু কোথায় সেই প্রকৃতি? কোথায় সেই প্রকৃতির ভারসাম্য? দিনকে দিন গরম বাড়ছে। ঋতুগুলো কখন কোনটা ঠিক বোঝাই যায় না। দিনকে দিন গাড়িঘোড়া বাড়ছে। আগে ছিল সাইকেল যোগাযোগের বড় মাধ্যম। এখন স্কুটি বাইক নয়তো চারচাকা। ফলে শব্দ দূষন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তার সঙ্গে বাড়ছে বায়ু দূষন। বাতাসে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। যানজটে মানুষ অস্থির। পায়ে হেঁটে কোথাও যাতায়াত করার উপায় নেই। ফুটপাত বলে কিছু নেই। উন্নয়ন হচ্ছে , চারদিকে ফ্লাই ওভার হচ্ছে একের পর এক। কিন্তু সেই নিরাপত্তা, সেই আনন্দ কোথায়? অসুখবিসুখ বাড়ছে। শৈশব হারিয়ে গিয়েছে। বয়স্করা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধাশ্রম বাড়ছে। বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা আগের মতো নেই। আগে বিজয়াতে বয়স্কদের প্রণাম করতো ছোটরা, কোলাকুলি ছিলো। এতে আন্তরিকতা বাড়তো। এখন আর নেই। ভবিষ্যতে এমন হবে যে পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে হয়তো যাতায়াত করতে হবে শিশুদের। জীবন আরও জটিলতর হয়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ দিনকে দিন সঙ্কটময় হয়ে উঠছে। মানুষের আয়ুও কমে যাবে। এই বিষয়ের ওপর এবার আমাদের পুজোর থিম। দ্বিতীয়ার দিন মহানাগরিক গৌতম দেব পুজোর উদ্বোধন করবেন। সেইদিন পুজোর মন্ডপের সামনে সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। বাইরে থেকে ১২৫ জন শিল্পী আসছেন। তারা নৃত্য পরিবেশন করবেন। সেই সময়ই চলবে সঙ্গীত, আবৃত্তি। বাংলার বারো মাসের তেরো পার্বন, বাংলার সুন্দর সংস্কৃতি ফুটে উঠবে সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

পুজো উপলক্ষ্যে এবারও আমরা বস্ত্র বিতরন কর্মসূচি গ্রহ করেছি। অষ্টমী, নবমীতে প্রসাদ বিতরন হবে। তার সঙ্গে কুমারি পুজো এবারেও হবে। থিম পুজোর প্রতিমার পাশে ক্লাবের মধ্যে আরও একটি প্রতিমা থাকছে সেখানে নিষ্ঠা ভক্তির সঙ্গে পুজো হবে। পাড়ার মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করেন পুজোতে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে নজর দেওয়ার জন্য মন্ডপ চত্বরে থাকছে এম্বুলেন্স। সকলকে আমরা আমন্ত্রন জানাই আমাদের পুজোতে।

পুজোর দশমীর নানান মিস্টি আরতি স্যুইটসে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি প্রধান নগরে মেঘনাদ সাহা সরনিতে রয়েছে আরতি স্যুইটস। সেই মিষ্টির দোকান পুজো উপলক্ষ্যে নানান মিস্টি নিয়ে সেজে উঠেছে । সেই দোকানের কর্ণধার হলেন বিজয় ধর। তিনি শিলিগুড়ি স্যুইটস ওনার্স এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক। তিনি বলেন, পুজোর জন্য আমরা তৈরি। সুগার ফ্রী মিস্টিও রয়েছে আমাদের দোকানে। বিজয়া দশমীর জন্য বুঁদিয়া,সীতাভোগ থেকে শুরু করে মিহিদানা সহ হরেক রকমের সব মিস্টি রয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতিতে মিস্টি জড়িয়ে রয়েছে গভীরভাবে। পহেলা বৈশাখ থেকে শারদীয়া দুর্গোৎসব, বাঙালির যে কোনো উৎসব পুজো পার্বনে মিস্টি চাই। ফলে সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে তৈরি আরতি স্যুইটস। শিলিগুড়িতে তাঁরা একটি মিস্টি হাব তৈরির প্রয়াসও শুরু করছেন। বেকার ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষন দিয়ে তাদের মিস্টির কারিগর হিসাবে কর্মসংস্থানের কর্মসূচিও গ্রহন করছেন। ১৯৯১ সালে শিলিগুড়ি প্রধান নগরের মেঘনাদ সাহা সরনিতে যাত্রা শুরু হয় আরতি স্যুইটসের। তারপর থেকেই উৎকৃষ্ট মানের মিস্টি তৈরি করে তারা সকলকে সরবরাহ করে আসছেন বলে বিজয়বাবু জানিয়েছেন। মিস্টির সঙ্গে কেউ যদি টক ঝাল এর স্বাদ পেতে চান তাতেও তৈরি আরতি স্যুইটস। আরতি স্যুইটসে যোগাযোগের নম্বর ঃ ৮৪৩৬৬৪২৬৬০/৭৫০১৪৯৯৫৯৯।

অর্থের সৎ ব্যবহার, অসাধারণ এক নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি আনন্দমার্গ আশ্রম চত্বরে সম্প্রতি শিলান্যাস হয়েছে পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবনের। শারীরিক অসুস্থতা ও বার্ধক্যের সীমাবদ্ধতা সত্বেও সমাজসেবী নীতিশ বসু ৭০ লক্ষ দান করে এক নজির তৈরি করলেন। সকলেই বলছেন এ এক অসাধারণ নজির। ৮৬ বছর বয়সে নীতিশবাবু পূর্ণিমা বসু স্মৃতি স্কুল ভবন নির্মানের জন্য দান করেছেন সেই টাকা। নীতিশ বসুর এই মহৎ পদক্ষেপ স্মরন করিয়ে দেয় শ্রীমদ্ভাগবত এর সেই বানী, সৎ কর্ম ছাড়া উপার্জিত অর্থ ভোগ করা চুরির সামিল। পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবন শুধু একটি স্কুল নয়, এটি হবে সৎ কর্মের অনুপ্রেরণামূলক এক মন্দির -- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলোয় ভরিয়ে তোলার জন্য। প্রয়াত স্ত্রীর স্মরনে নীতিশবাবু তৈরি করেছেন পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্ট বিগত কয়েকবছর ধরে নানারকম সেবামূলক কাজ চালিয়ে এক উদাহরন তৈরি করেছে। বহু মহিলা এই সংস্থার মাধ্যমে স্বনির্ভরও হচ্ছেন। তার বাইরে গরিব অসহায়দের মধ্যে খাদ্য বিতরন থেকে বস্ত্র বিতরন, ওষুধ বিতরন সহ নানারকম সেবামূলক কাজ করে চলেছেন নীতিশ বসু। মানুষের সেবাকেই তিনি ঈশ্বর সেবা বলে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

করোনা পরবর্তী সময়ে তরুনদের আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগরন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ করোনার মহামারী কেড়ে নিয়েছিল বহু প্রান। সেই অভিজ্ঞতা আজকের তরুন প্রজন্মকে নতুন উপলব্ধি দিয়েছে-- জীবন ক্ষণস্থায়ী, যে কোনো মুহূর্তে ইতি ঘটতে পারে। ফলে অনেক যুবকের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা বেড়েছে। শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস মনে করেন, এই প্রবনতা এক শুভ দিক, কারণ আধ্যাত্মিকতা বাড়লে অশুভ প্রবৃত্তি দূরে সরে যায়। নবরাত্রি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি ইসকনে দেবী দুর্গাকে বিমলারুপে পূজা করা হয় এবং প্রসাদ বিতরনও করা হয়।

শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস বলেন, করোনা পরবর্তী সময়ে বহু তরুন তরুনীর মধ্যে আধ্যাত্মিরতার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এটা বেশ শুভ দিক। আধ্যাত্মিক চেতনার বৃদ্ধি মানেই অশুভ প্রবৃত্তির অন্তর্ধান এবং সমাজে শান্তি, সৌহাদ্যের বিস্তার।

মানবসেবার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত তৈরি করছেন এই স্বামীজি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এই পৃথিবীতে একদল মানুষের আবির্ভাব হয় যাঁরা শুধু সৎ ভাবনা প্রচার প্রসারের জন্য কাজ করেন নিরাসক্তভাবে। ভারতের পুণ্য ভূমিতে এরকম বহু মানুষরুপী দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। আমরা আমাদের ইতিহাসে দেখতে পাই, স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষকে জানতে, ভারতবর্ষকে বুঝতে সর্বত্র চষে বেড়িয়েছেন। কিভাবে মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করা যায়, ঈশ্বর কোথায় রয়েছেন , তা বুঝতে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহামানব এই ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি তাঁর দর্শন আমাদের দিয়ে গিয়েছেন, " জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" আজ বিশ্বব্যাপী বহু মানুষ স্বামীজির অনুগামী। কিন্তু আজকের দিনে তেমন স্বামীজি কোথায়? নানা সমস্যায় আজ মানুষ দিশেহারা। বহু মানুষ আজও তেমন সাধুকে খুঁজছেন। তেমন সাধু বা স্বামীজি যে আজকের দিনে নেই তা কিন্তু বলা যাবে না। এমনই একজন দেবতারুপী মানুষ কিন্তু মহামানবের মতো কাজ করে চলেছেন আজকের দিনে।

সেই দেবতারুপী মহামানব হলেন সদগুরু স্বামী দেবানন্দ। তিনি একসময় কলকাতায় প্রথম ডিভিশনের ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। আজ তাঁর বয়স ৬৭ বছর। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি খেলতে খেলতে হঠাৎ বৈরাগ্যের রাস্তা বেছে নেন। একবার নয়, বারবার হাঁটা পথে তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেছেন। যাঁর কিছু নেই-- আবার যাঁর অনেক ধনসম্পত্তি আছে, সকলের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। তারপর নানাভাবে সমাজ পরিবর্তনের নেশায় , মানুষকে প্রকৃত মানুষ তৈরির নেশায় শুরু করেন অসামান্য কাজ। বর্ধমানে তিনি শুরু করেন স্বামী দেবানন্দ আশ্রম ট্রাস্ট। সেই আশ্রমের শাখা আজ বর্ধমান থেকে অসম, বৃন্দাবন, দিল্লি, কানাডা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সাথে আছি, পাশে আছি, দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি অন্ন দান, বস্ত্র দান, চিকিৎসা প্রদান, শিক্ষা প্রদান সহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কর্মকন্ড করে চলেছেন। বিশ্ব জুড়ে তাঁর অনুগামী ভক্তমন্ডলী ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতেও এই মহামানব বা ভিন্ন ধর্মী সাধু মহারাজের প্রচুর ভক্ত ছড়িয়ে রয়েছেন। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি সেবক রোডের মারওয়াড়ি ভবনে সেই দেবানন্দ আশ্রমের ভক্তরা এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে জপ ধ্যান , ব্রত পালন সহ আধ্যাত্মিক প্রবচন অনুষ্ঠিত হয়। তার পাশাপাশি চলে বাউল গান। গুরু দেবানন্দ মহারাজ সেখানে সকলকে বার্তা দেন," তোমার জন্য তুমি নও/পরের জন্য তুমি হও।" গৃহী ভক্তদের তিনি অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য সেবার কাজে অংশ নেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন। সৎ সঙ্গের ভাব ছড়িয়ে দিতে তথা মানুষের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য এই গুরু মহারাজ হাজার হাজার সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুরও দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মারওয়াড়ি ভবনে খবরের ঘন্টার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই গুরু মহারাজ বলেন, " মহাকুম্ভে গিয়ে শুধু গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান সারলেই সব পাপ ধুয়েমুছে যাবে না, প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে গিয়ে সাধুসঙ্গ বা সৎ সঙ্গ করতে হবে যাতে কামনাবাসনা হিংসার মলিনতা থেকে নিজেকে বের করে আনা যায় বা নিজেকে ধুয়েমুছে পরিস্কার করা যায়। মানুষকে পেটের ক্ষুধা নিবারনের জন্য শুধু খাদ্য গ্রহন করলেই চলবে না, মনের খাদ্য গ্রহনের জন্য সৎ সঙ্গ করতে হবে। সবার মনে তৈরি করতে হবে এক ইতিবাচক সৎ ভাবনা। শিলিগুড়িতে তিনি আসেন সকলকে আনন্দ দিতে। সংযম, ত্যাগ, অহিংসা, মানবতাবোধের ওপর তিনি শিলিগুড়িতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবচন শোনান। তাঁর প্রবচন শোনা এবং তাঁর আশীর্বাদ সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার আবার ঠেলা চালক জনমজুরও ভিড় করেন। একবার তাঁকে দর্শন, একবার তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং একবার তাঁর অমৃত বানী শুনে সকলেই নিজেকে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রান প্রয়াস চালান। তাঁর মানবিক, সামাজিক , সাংস্কৃতিক সর্বোপরি আধ্যাত্মিক কর্মযজ্ঞে সামিল হতে সকলেই নিরাসক্তভাবে মুক্ত হস্তে দান করেন।

বার্ধক্যে আক্ষেপ শিল্পীর--দুর্গা প্রতিমা থেকে মর্যাদা পেলেন না, বৌদ্ধ মূর্তিই দিলো স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শারদীয়া দুর্গোৎসব বাংলার প্রাণের উৎসব। কিন্তু এই উৎসবকে কেন্দ্র করে যাঁরা সারা জীবন প্রতিমা গড়ে বেঁচে থাকেন, তাঁদের অবস্থা আজ শোচনীয়। শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান প্রতিভাবান মৃৎ শিল্পী অধীর পাল সারা জীবন প্রতিমা গড়লেও আজ বার্ধক্যে এসে আক্ষেপে ভুগছেন-- দুর্গা প্রতিমা থেকে পাননি যোগ্য মর্যাদা। অথচ তাঁর গড়া বুদ্ধ মূর্তিই আজ ভুটান, নেপাল, সিকিম, দার্জিলিং পাহাড়ের বৌদ্ধ ভক্তদের ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে, আর তাঁরা শিল্পীর শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করছেন। একসময় চল্লিশটি দুর্গা প্রতিমা গড়লেও আজ তিনি একটিও বানাচ্ছেন না। তবে শিল্পের টান এড়াতে পারেননি-- তাঁর তত্বাবধানে এবারও গড়ে উঠছে শিলিগুড়ির মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের বড়মা প্রতিমা।

বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসব। দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে ওঠে সমগ্র বাঙালি সমাজ। কিন্তু এই পুজোর মূল প্রাণ --দুর্গা প্রতিমা-- যাঁদের হাতের ছোঁয়ায় প্রাণ পায়, সেই মৃৎ শিল্পীদের দুরবস্থা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বিশেষ করে পাল সম্প্রদায়ের বহু পরিবার, যাঁরা বংশ পরম্পরায় এই শিল্পকে আঁকড়ে বেঁচে ছিলেন, তাঁদের নতুন প্রজন্ম আজ পেশা থেকে সরে আসছেন।

এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি মৃৎ শিল্পী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল। তিনি বলেন, ‘‘ এই পেশায় ভবিষ্যৎ নেই বলেই নতুন প্রজন্ম মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ’’ নিজেও একসময় চল্লিশটি দুর্গা প্রতিমা গড়তেন তিনি, কিন্তু এবারে একটিও প্রতিমা তৈরি করছেন না। তাঁর বয়স এখন ৬৯। শারীরিক নানা জটিলতায়--সুগার, প্রেসার, জন্ডিস ইত্যাদি-- তিনি আর ভারী প্রতিমা তৈরির কাজে নিজে হাতে লাগাচ্ছেন না। অথচ তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর প্রতিমা গড়ার যাত্রা। সেই টান আজও কাটেনি। তাই এ বছরও তাঁর তত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে শিলিগুড়ির মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের বড়মার প্রতিমা।

অধীর পাল মৃৎ শিল্পে এক বিশিষ্ট নাম। শিলিগুড়ির খ্যাতনামা মৃৎ শিল্পী প্রয়াত দেবেন পালের কাছ থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে তিনি একসময় গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য প্রতিমা। শুধু শিলিগুড়ি নয়, তাঁর গড়া দুর্গা প্রতিমা পৌঁছে গিয়েছিল ভিনরাজ্যেও। কিন্তু শিল্পীর দাবি, প্রতিমা নির্মানে যে পরিশ্রম, সময় ও মানসিক চাপ তাঁরা বহন করেন তা আয়োজকরা বোঝেন না। মন্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জায় আয়োজকরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও প্রতিমার বাজেটের ক্ষেত্রে তাঁর কৃপনতা করেন।

এর বিপরীতে বৌদ্ধ মূর্তি গড়ার ক্ষেত্রে শিল্পী পাচ্ছেন যথাযথ সন্মান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে গড়ে তুলছেন সুন্দর সব বুদ্ধ মূর্তি, যা সংগ্রহ করছেন দার্জিলিং পাহাড়, সিকিম, ভুটান ও নেপালের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। প্রতিটি মূর্তি তাঁরা যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে কিনে নিচ্ছেন। অধীরবাবুর কথায়,‘‘বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আমাদের শিল্প কর্মের মূল্য দেন, কিন্তু দুর্গা প্রতিমা গড়ার সময় আমরা সে মর্যাদা পাই না। ’’

এই আক্ষেপেই আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এক প্রতিভাবান শিল্পীকে। সারা জীবন প্রতিমা গড়ার পর বার্ধক্যে এসে তিনি মনে করছেন, বাংলার দুর্গোৎসবের প্রাণ হয়েও মৃৎ শিল্পীরা যোগ্য মর্যাদা পেলেন না। অথচ বিদেশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাঁর গড়া শিল্প কর্মকে সন্মান দিয়ে নিজেদের ঘরে স্থান দিচ্ছেন।

এমনই এক বেদনাবিধুর বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান শিল্পী অধীর পাল-- যাঁর শিল্পের রঙিন দিনগুলো এখন ইতিহাস, আর জীবনের শেষ অধ্যায় যেন আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস।

শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে ৪১তম বর্ষে সাবেকিয়ানার দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি এবারে পা রাখলো ৪১তম বর্ষে।থিম নেই, কিন্তু আছে সাবেকিয়ানার আবহ। প্রতিবছরের মতো এবারে থাকছে নৃত্য, সঙ্গীত, অঙ্কন সহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন। কলকাতার হাওড়া থেকে আসছেন খ্যাতনামা শিল্পী লক্ষীনারায়ন রায়, যা উৎসবের আনন্দ আরও বাড়াবে।শহরের কেন্দ্রস্থলে হওয়ায় প্রচুর ভিড় জমে, আয়োজকরাও চান শান্তি-শৃঙ্খলার আবহ বজায় রাখতে।সবাইকে জানানো হয়েছে শারদ শুভেচ্ছা ও মঙ্গল কামনা।পুজোর আয়োজকদের তরফে সম্পাদক নীলোৎপল সাহা এবং কোষাধ্যক্ষ রজত চ্যাটার্জী সকলকে শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শ্যামলী মিষ্টান্ত ভান্ডার ঃ শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী স্বাদের ৫০ বছরের আস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার লালা রাজপত রায় রোডে অবস্থিত শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার আজও আপনাদের প্রিয় মিষ্টির দোকান। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে প্রয়াত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী গোবিন্দ পাল বংশ পরম্পরার এই দোকান করার সময় তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে ছিলেন তাঁর ভাই বল্লভ পাল। বল্লভ পাল এখনো বেঁচে রয়েছেন। বর্তমানে প্রয়াত গোবিন্দ পালের দুই পুত্র-- গোপাল পাল, গৌরাঙ্গ পাল এবং ভাইপো সুরজ পাল মিলেমিশে সামলাচ্ছেন এই মিষ্টির স্বর্গরাজ্য।

শারদীয়া দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে নতুন সাজে সেজে উঠেছে শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার। এখানে যেমন আছে গরমাগরম সিঙ্গারা, কচুরি, নিমকি, অতুলনীয় রসগোল্লা, লালমোহন, রাজভোগ, কমলাভোগ, আম রসগোল্লা, মুখরোচক মিহিদানা, সীতাভোগ, কালাকাঁদ, কাজু বরফি, মালাইকারি, চমচম, ক্ষীরদই, রসমালাই, আর সকলের জন্য স্পেশাল পুরি-সব্জি। বিজয়া দশমীতে মিস্টি মুখের আয়োজন হোক কিংবা বিয়ে, অন্ন প্রাশন বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান-- শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার সবসময় প্রস্তুত। এখান থেকে পাওয়া যায় নানা স্বাদের চকোলেট ও ঠান্ডা পানীয়ও। সম্প্রতি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে কিশোর কুমার স্মরনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডারের অন্যতম কর্ণধার গোপাল পালকে বিশেষ সম্মাননাও প্রদান করা হয়েছে।

শুধু মিষ্টি নয়, এখানে মেলে ভালোবাসা, আস্থা আর ঐতিহ্যের ছোঁয়া। যোগাযোগ ঃ ৯৮৩২০৫২৬৯৪/৯৮৩২০৪৮৮৭১।

৫০ বছরের স্বাদের আস্থা। দুর্গোৎসবে মিষ্টির আসল ঠিকানা -- শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার। স্বাদে ঐতিহ্য, আস্থায় শ্যামলী।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--২৭)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুঁয়ে হ্যায়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। ---মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব, অনুরোধ ঘুনাক্ষরে কর্নপাত করেননি। আমাকে কখনো কোন অভাব বুঝতে দেননি। সময়ের সাথে আমিও মানিয়ে নিয়েছি। দ্যাখ অনু তুমি সাইকোলজিতে মাস্টারস করেছ এবং কলেজের একজন নামকরা অধ্যাপিকা অভ্রকে থামিয়ে দিয়ে বললো-- দ্যাখো পুঁথিগত বিদ্যার সাথে ব্যবহারিক জগৎ এর সম্যক অভিজ্ঞতাটা খুব প্রয়োজন নইলে নলেজ সম্পূর্নতা পাবে না। এমনওতো হতে পারে যে কোনদিন হঠাৎ করে আমিও--কথাটা শেষ করতে পারলো না, অভ্র হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো--অনুরাধা! এই প্রথম অভ্রর মুখ থেকে তার নামটা শুনতে পেল সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, অনুরাধার মনে হলো বহুদিন ধরে সে এই ডাকের অপেক্ষায় ছিল। একটু পরে অনুরাধার দুই ঠোঁটের উপর আরেক জোরা তপ্ত ঠোঁট নেমে এলো। কুলগুরু দীক্ষা দান পর্ব শেষ করে অনুরাধাকে আলাদা ঘরে ডেকে বলেছিলেন--দ্যাখ মা আমি শক্তি সাধক হয়েও তোকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলাম। তবে মনে রাখবি রিপুকে বিশেষ করে তুই 'কাম' রিপুর সঙ্গে ভুল করেও লড়াই করবি না। নিয়ম,সংযম ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাতে বিশৃঙ্খল না হয় সেই জন্য নিষ্ঠা ভরে পালন করতে হয়। সর্বোপরি গুরু মন্ত্রে আস্থা এবং বিশ্বাস রাখতে পারলে পথ চলাটা অনেক সহজ হয়। মানুষের অবচেতন মনটার বিস্তৃতি খুব বিরাট। একটা সমুদ্রে ভাসমান শৈল পর্বতের ন্যায় যার শুধু চূড়াটুকুই মাঝেমধ্যে দেখা যায়। সমস্ত কামনা-বাসনার অতৃপ্তির একটা রেকর্ডেট সেন্টার অবচেতন মন। জীবনে যদি কখনো এমন পরিস্থিতি আসে যে কাম রিপু খুব শক্তিশালী হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন নিজেকে খুব কঠিন হস্তে দমন না করে কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিবি এবং এবং প্রয়োজনে বৈবাহিক সাংসারিক জীবনে আবার প্রবেশ করবি। আমি তোকে আগাম অনুমতি দিয়ে রাখলাম। (ক্রমশ)

এবার পূজার ভ্রমনে পশ্চিমবঙ্গকেই গুরুত্ব দিন

আশীষ ঘোষ (শিক্ষক , পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

১৪৩২ বঙ্গাব্দের দুর্গা পূজা এসে গেলো। এ উপলক্ষ্যে সকলকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। দুর্গা পূজা শুধু হিন্দু বাঙালিদেরই সর্ববৃহৎ উৎসব নয়, বিভিন্ন ধর্ম ও অন্য ভাষাভাষী মানুষরাও এই উৎসবে অংশগ্রহন করে থাকেন।বাংলা ভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা , অসমের বরাক উপত্যকা এবং ভারতের বাইরে বাংলাদেশে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গা পূজা পালিত হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে প্রবাসী বাঙালিরা বসবাস করেন এবং ভারতের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে দুর্গা পূজা পালিত হয়। পূজায় বাঙালিদের অনেকেই ভ্রমনে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যান। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও অনেকে পর্যটনে যায়। তবে ভ্রমনকারীদের বেশিরভাগ অংশই নিজের দেশেই ভ্রমন করে থাকেন।কিন্তু এবছর দেখা যাচ্ছে,পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কিছু কিছু এলাকায় বাঙালিরা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।বিশেষত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে। তাই অনেকে আশঙ্কা করছেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেড়াতে গেলে কোনো অসুবিধা হবে কিনা। এটা অবশ্যই কোনো সমস্যার ব্যাপার নয়। কারন আমরা যদি নিজের রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গে) বেড়াতে যাই তাহলে আমাদের খরচও কম হবে, সময়ও কম লাগবে এবং নিজের রাজ্যের অর্থনীতির উন্নতি হবে। পশ্চিমবঙ্গই ভারতের একমাত্র রাজ্য যেটা হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে রয়েছে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক প্রভৃতি শহর। হিমালয়ের এইসব অঞ্চলগুলোতে সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা এসে থাকেন। বঙ্গোপসাগরের তীরে রয়েছে দীঘা, মন্দারমনি,জুনপুট, শঙ্করপুর প্রভৃতি সমুদ্র তীরের পর্যটন কেন্দ্র। দীঘা এতদিন শুধু সামুদ্রিক পর্যটন কেন্দ্র ছিলো, বর্তমানে বিরাট জগন্নাথ মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। ফলে এটি এখন একটি তীর্থস্থানও বটে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিনে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবনকে জাতীয় উদ্যান বলে ঘোষনা করা হয়েছে। নদী পথে সুন্দর পথ ভ্রমন এক অবিস্মরনীয় অভিজ্ঞতা। পাশেই দক্ষিন ২৪ পরগণায় রয়েছে সাগরদ্বীপ। উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যানে এক শৃঙ্গের গন্ডার দেখার জন্য এবং অন্যান্য বন্যপ্রানী দেখার জন্য পর্যটকরা এসে থাকেন।এছাড়া উত্তর দিনাজপুর জেলার কুলিকে রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম পক্ষী নিবাস। তারপর বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় এবং অপর প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্যটকদের দৃষ্টি সবসময় আকর্ষন করে। এই দুটি স্থানে রয়েছে বাংলার প্রাচীন অনেক ঐতিহাসিক সৌধ। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে রয়েছে কোচ রাজাদের নির্মিত বিরাট রাজপ্রাসাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্য পাহাড়ে নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। মালভূমি অঞ্চলের পাহাড়ও কম আকর্ষনীয় নয়। বাঁকুড়ায় রয়েছে শুশুনিয়া পাহাড়,প্রস্রবন এবং বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী। কাছেই মুকুটমনি পুর , কিছুটা দূরে পাঞ্চেত এবং মাইথনের বিরাট বাঁধ ও জলাধার। বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়। বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবন এবং তারাপীঠের মন্দির।

নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে রয়েছে চৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত তীর্থস্থান। নদীয় জেলার কৃষ্ণ নগরে রয়েছে রাজবাড়ি এবং মাটির পুতুল তৈরির কারখানা। এগুলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। ইংরেজ আমলে ভারতের রাজধানী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা ভারতের অন্যতম বড় মহানগরী। এখানে রয়েছে অজস্র দেখার জিনিস। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী হুগলি জেলার কামারপুকুর এবং হাওড়া জেলার বেলুড় সকলেরই দেখা উচিত। এছাড়া শৈব তীর্থ জল্পেশ এবং তারকেশ্বরের শিবমন্দির প্রচুর তীর্থযাত্রীদের আকর্ষন করে। কাজেই বাংলার পর্যটকদের বলছি, সবার আগে নিজ রাজ্য দেখা সম্পূর্ন করে তারপর বাইরের রাজ্যের পর্যটনের কথা ভাবুন।